শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত

শ্রীনরোত্তম বিলাস

সম্পাদনায় ঃ পণ্ডিত রঘুনাথ দাস শাস্ত্রী, শ্রীধামবৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের প্রিয় শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী পাদের পুত্র **শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠক্কুর** কর্তৃক বিরচিত

শ্রীনরোত্তম বিলাস

গৌরভক্ত কথাং নিত্যং যঃ শৃণোতি সভক্তিতঃ।
স ভবেদ্গৌরচন্দ্রস্য প্রিয়ো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।।

সম্পাদনায়

পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী

গৌড়ীয় প্রকাশন
> **শ্রীধাম বৃন্দাবন** <

প্রকাশকঃ-
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
+917078220843 , +918218476676
Website:-www.Bhagwatpremsudha.com

প্রথম সংস্করণঃ—
শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব তিথি,
১৯ কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দঃ- ১৪২৭
শ্রীকৃষ্ণাব্দ-৫২৫৬, শ্রীগৌরাঙ্গব্দঃ- ৫৩৫
০৫ নভেম্বর, ২০২০

সেবানুকূল্যঃ **210**

প্রাপ্তিস্থানঃ-
শ্রীভাগবত নিবাস,বৃন্দাবন,মথুরা (উ.প্র) ভারত
পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ দাস শাস্ত্রী
+917078220843 , +918218476676
Website:-www.Bhagwatpremsudha.com

* **হরিবোল কুটির,** পোড়াঘাট,নবদ্বীপ
শ্রীরসিকানন্দ দাসজী মহারাজ +919932860561

মুদ্রণেঃ-
জনতা প্রিন্টার্স, (B.D)

।। ভূমিকা ।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু,শ্রীনিতাই সীতানাথ তথা শ্রীগোস্বামীগণের অহৈতুকী করুণায় প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমশক্তির প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জীবন আলেখ্য সমন্বিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থখানি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের প্রিয় শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হইতেছে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী। গ্রন্থকার তাঁহার রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীনিবাস,নরোত্তম ও শ্যামানন্দের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও সেই গ্রন্থে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনের লীলা ভূমিগুলির সবিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার লিখিত শ্রীভক্তিরত্নাকরে ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাস মহাশয়ের জন্ম হইতে অন্তর্দ্ধান লীলা পর্য্যন্ত বর্ণন করিলে গ্রন্থবিস্তার হইত সেই হেতু তিনি সতন্ত্ররূপে শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাস নামক এই গ্রন্থের রচনা করিয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থখানি ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানির পরিপূরক গ্রন্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু,শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুনঃপ্রকাশ শ্রীনিবাস প্রভু, শ্রীনরোত্তম প্রভু ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ১০ম বিলাসে উল্লেখ করিয়াছেন যে--

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর। চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশ অবতার ।।
শ্রীচৈতন্যের অংশ কলা শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দের অংশ কলা নরোত্তমে কয় ।।
অদ্বৈতের অংশ কলা হয় শ্যামানন্দে। যে কৈলা উৎকল ধন্য সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ।।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান ছিল। ইহ জগতে জ্ঞান ও ভক্তির একত্রে সমাবেশ বড়ই বিরল, শ্রীভগবানের নিতান্ত কৃপা ব্যতীত এই প্রকারের গুণ কোন মনুষ্যে দৃষ্ট হয় না। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের জীবনী আস্বাদন করিবা মাত্রই অন্তর জুড়াইয়া যায়। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র অতীব অদ্ভূত এবং মনোহর। বঙ্গাদিতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবদিগের এমন কেহই নাই যিনি ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা পদ জানেন না। প্রায়ঃ সকল বৈষ্ণবই নিত্যপ্রতি ঠাকুর মহাশয়ের রচিত প্রার্থনাদি পাঠ করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ দীনতা ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি হইলেন শ্রীঠাকুর মহাশয়। শ্রীঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে তৎকালের বৈষ্ণব পণ্ডিতবর্গ উচ্চমত প্রকাশ করিয়াছেন। বলরাম দাসজী শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে--

"জগৎ মঙ্গল হৈল, নরোত্তম প্রকটিল,
হরিনাম প্রতি ঘরে ঘরে।
জন্ম অন্ধ আদি করি, সব দেহে প্রেম ভরি,
অশ্রু কল্প সবার শরীরে ।।

প্রেমে মত্ত হৈলা সব, হরিনাম মহারব,
বর্ণাশ্রম সব গেলা দূর।
ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে খেলা, প্রেমে মত্ত সবে হৈলা,
কৃষ্ণ নামে সবে হৈলা শূর ।।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রকটের সহিত যেন জগত মঙ্গলময় হইল, হরিনামে সকলেই উন্মত্ত হইলেন । শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জন্মের সহিত যেন বৈষ্ণবজগতে এক মহানিধির প্রকট হইল। শ্রীঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণনামের দ্বারা জাতিবাদকে মিটাইয়া ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদিকে একত্রে মিলন করাইলেন , প্রেমে সকলকে উন্মত্ত করিলেন। যাঁহারা বৈষ্ণবে জাতিভেদ করিয়া থাকে তাঁহারা কখনও মহাপ্রভুর গণ হইতে পারেনা ইহা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী আস্বাদন করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীঠাকুর মহাশয় যেরূপে তাঁহার পদাবলীর মাধ্যমে বৈষ্ণব জগতকে প্রেমে উন্মত্ত করাইয়াছেন তদ্রুপ আর বর্তমানে অন্য কাঁহারও পদাবলীতে দেখা যায় না। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী আস্বাদন করিলে শুদ্ধভক্তির উদয় হইবেই। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের লিখিত বৈষ্ণব পদাবলী সংকীর্ত্তন করিলে প্রেমে সকলেই যেন আপ্লুত হইয়া পড়ে। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের অবদান বৈষ্ণব জগতে অপরিসীম তথা অকল্পনীয় তাঁহার যতই বর্ণনা করা হউক না কেন তাঁহা যেন অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়। শ্রীঠাকুর মহাশয় কখনও বৈষ্ণবে বর্ণভেদ তথা কোন ভেদভাব করেন নাই। জাতি,ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই গৌরপ্রেমে উন্মত্ত করিয়াছেন। আশা করি সকলেই শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

এই গ্রন্থখানি বহুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বহুকাল যাবৎ এই গ্রন্থের প্রকাশন না হওয়ায় গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইয়াছে। **গৌড়ীয় প্রকাশন** কর্ত্তৃক এই গ্রন্থখানি পুনরায় প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থখানির “ প্রুফ ” দেখিতে **শ্রীসনাতন দাস শাস্ত্রীজী মহারাজ** সহায়তা করিয়াছেন সেহেতু তাঁহাকে আমি আন্তরিকভাবে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিনীত
সম্পাদক

বিশেষ সূচনা

শ্রীঠাকুর মহাশয় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে কেবল শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকাই বর্তমানে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে, পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শ্রীঠাকুর মহাশয় কর্তৃক রচিত আরও গ্রন্থ থাকিলেও সেগুলির প্রকাশন হয় নাই আর হইলেও তাঁহার সংরক্ষণের অভাবে তথা কালের প্রভাবে তাঁহা বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রায় ১৭ খানি গ্রন্থের সন্ধান আমারা পাইয়াছি কিন্তু তাঁহার বেশিরভাগই খণ্ডিত। প্রচুর সন্ধান করিয়াও তাঁহার সম্পূর্ণ উদ্ধার আমরা করিতে পারি নাই। আশা করি ক্রমানুসারে ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থগুলি আমরা প্রকাশনের প্রচেষ্টা করিব।

নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ শ্রীঠাকুর মহাশয়ের রচিত বলিয়া আচার্য্যগণ উল্লেখ করিয়াছেন--

১। শ্রীউপাসনাপটল, ২। শ্রীকুঞ্জ বর্ণন, ৩। শ্রীগুরুশিষ্যসংবাদ, ৪। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা, ৫। শ্রীপ্রেমভক্তিচিন্তামণি, ৬। শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ৭। শ্রীপ্রার্থনা, ৮। শ্রীভক্তিউদ্দীপন, ৯। শ্রীরাগমালা, ১০। শ্রীরসভক্তিচন্দ্রিকা, ১১। শ্রীনিবাসাষ্টকম্, ১২। শ্রীসাধনভক্তিচন্দ্রিকা, ১৩। শ্রীসূর্যমণি। ১৪। শ্রীভক্তিতত্ত্বসার।

১৩৪৮ ও ১৩৪৯ সালের শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির একটি তালিকা প্রকাশ করেন। উহাঁতে ঠাকুর মহাশয়ের ভণিতায় অতিরিক্ত এই পুথিগুলি আছে---

১। শ্রীগোরচনা, ২। শ্রীরসসাধ্যগ্রন্থ, ৩। শ্রীস্বকীয়া পরকীয়া বিচার, ৪। শ্রীসাধন বিষয়ক এবং ৫। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস।

ইহাছাড়া, বিভিন্ন পুথিশালায় অনুসন্ধান করিয়া আমরা আরও কতকগুলি নূতন পুথি পাইয়াছি। এই সমুদয় উল্লেখ সূত্র হইতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নামে যে সব পুথি দেখা গিয়াছে তাঁহাদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া গেল।

১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, ২। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, ৩। সাধনচন্দ্রিকা, ৪। ভক্তিউদ্দীপন, ৫। প্রেমভক্তিচিন্তামণি, ৬। গুরুভক্তিচিন্তামণি, ৭। নামচিন্তামণি, ৮। গুরুশিষ্যসংবাদপটল, ৯। উপাসনাতত্ত্বসার, ১০। স্মরণমঙ্গল, ১১। বৈষ্ণবামৃত, ১২। রাগমালা, ১৩। কুঞ্জবর্ণন, ১৪। চমৎকারচন্দ্রিকা, ১৫। রসভক্তিচন্দ্রিকা, ১৬। সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা, ১৭। উপাসনাপটল, ১৮। ভক্তিলতাবলী, ১৯। শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা, ২০। ভজননির্দেশ, ২১। প্রেমমদামৃত, ২২। আশ্রয় তত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বসার, ২৩। আত্মজিজ্ঞাসা বা দেহকড়চা, ২৪। চম্পককলিকা বা স্মরণীয় টীকা, ২৫। পদ্মমালা, ২৬। নবরাধাতত্ত্ব, ২৭। দেহতত্ত্ব নিরূপণ, ২৮। প্রেমবিলাস, ২১। বস্তুতত্ত্ব, ৩০। ব্রজনিগূঢ়তত্ত্ব, ৩১। সাধ্যকুমুদিনী, ৩২। সাধনটীকা, ৩৩। ধ্যানচন্দ্রিকা, ৩৪। সহজপটল, ৩৫। সিদ্ধিপটল, ৩৬। রসমঙ্গলচন্দ্রিকা, ৩৭। কাঁকড়া-বিছা গ্রন্থ, ৩৮। রসতত্ত্ব, ৩৯। চতুর্দশপটল বা রাধারসকারিকা বা রসপুরকারিকা, ৪০। সারাৎসার-কারিকা, ৪১। গুরুদ্রুম কথা, ৪২। ভক্তিসারাৎসার, ৪৩। হাটপত্তন, ৪৪। ব্রজপূরকারিকা, ৪৫। অভিরামপটল, ৪৬। রসবস্তুচন্দ্রিকা, ৪৭। সহজ উপাসনা, ৪৮। সিদ্ধি কড়চা, ৪৯। আশ্রয় নির্ণয়, ৫০। স্বরূপ কল্পতরু, ৫১। রসসার, ৫২। সদ্ভাব চন্দ্রিকা, ৫৩। গোস্বামীতত্ত্ব-নিরূপণ, ৫৪। নরোত্তম দাসের পাঁচালী, ৫৫। শ্রীগোরচনা, ৫৬। রসসাধ্যগ্রন্থ,

৫৭। স্বকীয়-পরকীয়া বিচার, ৫৮। সাধনবিষয়ক, ৫৯। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস, ৬০। চন্দ্রমণি, ৬১। সূর্য্যমণি, ৬২। সিদ্ধপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। ৬৩। ভক্তিতত্ত্বসার।

ইহার মধ্যে কিছু গ্রন্থকে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের লিখিত না বলিয়া তাঁহার উপর আরোপিত করা হইয়া থাকে। তবে আমরা বাদ বিবাদে যাইতে চাহি না। যাঁহা হউক শ্রীঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থসমূহকে আমরা পুনরায় প্রকাশন করিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ সমূহ প্রকাশনে আপনাদিগের সকলের সহযোগিতা কামনা করিতেছি।

বিনীত নিবেদক

গুরুবৈষ্ণব চরণাভিলাষী দাসানুদাস রঘুনাথ দাস

॥ গ্রন্থকার ॥

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তীর জীবনী

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রিয় শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। তিনি একাধারে সুনিপুণ গায়ক -বাদক-পাচক-ছন্দোবিৎ-বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি রসুয়া নরহরি নামে সমাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থানুবাদে আত্ম পরিচয় সম্পর্কে তাঁহার বর্ণন--

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্বত্র বিখ্যাত। তাঁর শিষ্য মোর পিতা মিশ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন। মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন॥

তথাহি নরহরির বিশেষ পরিচয়ে---

শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথ। ভক্তিরসে মত্ত সদা সর্বত্র বিখ্যাত॥
পানিশালা পাশে রেঞাপুর গ্রাম। তথাই বৈসয়ে বিপ্র তীর্থে অবিশ্রাম॥

পানিশালা গ্রামের নিকটবর্ত্তী রেঞাপুর গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার গুরু পরিচয় যথা- শ্রীনিবাস আচার্য্য-রামচন্দ্র কবিরাজ-হরিরামাচার্য্য-গোপীকান্ত-মনোহর-নন্দকুমার-নৃসিংহ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য নরহরি দাস। নরহরি দাসের পিতা জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী বিবাহ করিয়া পরে সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া সর্ব্বতীর্থ ভ্রমন করতঃ বৃন্দাবনে বাস করেন। নিত্যানন্দ বংশানুজ রামলক্ষ্মনের শিষ্য লক্ষ্মণ দাস জগন্নাথকে গৃহে পাঠাইয়া বলিলেন,তোমার যে পুত্র হইবে তাঁহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। তাহার পরে তিনি ঘরে আসিলেই নরহরির জন্ম হয়। পরবর্তীতে শ্রীজগন্নাথ আবার বৃন্দাবনে গমন করতঃ অপ্রকট হন। এদিকে শ্রীনরহরি অল্পদিনে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ নবদ্বীপ হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহাকে পাইয়া বৈষ্ণববৃন্দ মহানন্দে পরিপূরিত হইলেন। সেই সময় লক্ষ্মণ দাসের বর্ণন--

শ্রীনরহরির বিশেষ পরিচয়ে বর্ণন--

শ্রীলক্ষ্মণ দাস কহে শুন ঘনশ্যাম। তুমি যে জন্মিবা মোরা পূর্বে জানিলাম॥
চক্রবর্ত্তী আজ্ঞা লৈয়া তোমার পিতার। গৃহবাস করালুঁ গৌরাঙ্গ ইচ্ছায়॥
তাহাতে জন্মিলা তুমি বাপ নরহরি। এতদিন আছি মোরা তোর পথ হেরি॥
এবে স্থির হইয়া ব্রজে গোবিন্দ সেবহ। তোমার পিতার এত আছিল আগ্রহ॥

শ্রীনিবাস-শ্রীনরোত্তম-শ্রীশ্যামানন্দকে পাইয়া ব্রজবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদবৃন্দ সকলে যে ভাবে মহানন্দ লাভ করিয়াছিলেন । আজ নরহরির আগমনে ব্রজবাসী বৈষ্ণববৃন্দ তাদৃশ মহানন্দে পরিপূরিত হইলেন।

সকল বৈষ্ণবের ইচ্ছা শ্রীনরহরি শ্রীগোবিন্দদেবের পাক কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু দৈন্যের প্রতি মূর্ত্তি শ্রীনরহরি শ্রীগোবিন্দের বাহ্য সেবায় নিযুক্ত হইলেন। একদা শ্রীনরহরি মানসে খিঁচুড়ি পাক করিয়া শ্রীগোবিন্দকে ভোগ নিবেদন করিলে সাক্ষাৎ গোবিন্দদেব তাঁহা গ্রহণ করেন। শ্রীগোবিনন্দদেব স্বপ্নে জয়পুরের মহারাজকে দর্শন প্রদান করিয়া সেই প্রসাদ অর্পণ করতঃ বলিলেন,তুমি বৃন্দাবন গিয়া আমার আদেশমত নরহরিকে আমার ভোগ রান্নায় নিযুক্ত কর, তখন রাজা বৃন্দাবন আগমন করতঃ শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীনরহরিকে রসুই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেই হইতে রসুয়া নরহরি নামে খ্যাত হন। এতদ্বিষয়ে নরহরির বিশেষ পরিচয়ের বর্ণন--

সেকালে শ্রীজয়পুরে রাজা ভক্তরাজ। স্বপ্নাবেশে শ্রীগোবিন্দ দেখিল অব্যাজ ॥
গোবিন্দ হাসিয়া কহে শুন মহারাজ। বৃন্দাবন আসি দেখ বৈষ্ণব সমাজ ॥
আর এক কৌতুক তোমারে কিবা কব। লহমোর ভূক্তশেষ খেচরান্ন সব ॥
নরহরি নামে এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। মানসে খাওয়ালো মোরে করিয়া রন্ধন ॥
আমার মন্দিরে থাকে বহিঃসেবা করে। আমি তার পাকে ভুঞ্জি এ আশা অন্তরে ॥
দৈন্যভাবে তেঁহ তাহা না করয়ে কভু। মধ্যে মধ্যে তার অন্ন খাই আমি তবু ॥
তুমি তথা গিয়া তারে যতন করিয়া। করাহ আমার জন্য পাকাদিক ক্রিয়া ॥
নিশি শেষ রাজা এই দেখিয়া স্বপন। জাগিয়া গোবিন্দ বলি নেত্র উন্মিলন ॥
সন্মুখে দেখয়ে এক স্বর্ণপত্র ভরি। ভাজি শাক অম্লাচার দধি সু খেচড়ি ॥
দেখিয়া করয়ে রাজা অষ্টাঙ্গ প্রণাম। পরিক্রমা করে নেত্রে ধারা অবিরাম ॥

রাজা সবংশে পাত্রমিত্র সহ সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীগোবিন্দের আদেশ পালনের জন্য সপরিবারে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। রাজা শ্রীনরহরিকে দর্শন করিয়া সষ্টাঙ্গে প্রণতি করতঃ সদৈন্যে স্তুতি সহকারে বলিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা কহে সর্ব্বজনে। গোবিন্দের কৃপাবধি এই সে ব্রাহ্মণে ॥
ইহার পাচিত অন্ন গোবিন্দ খাইল। অবশেষে কিছু অন্ন মোরে কৃপা কৈল ॥
তাঁহাই খাঁইয়া মোরা মাঁতিল সকলে। গোবিন্দের আজ্ঞায় ব্রজে আইলু কেবলে ॥
সবে কহে নরহরি পাকনাহি করে। রাজা কহে পাক করে অন্তরে অন্তরে ॥

এই বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীনরহরি সদৈন্যে সকল বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনা করতঃ বহুত দৈন্যের প্রকাশ করিলেন। তখন রাজা সহ সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলী পরমানন্দ সহকারে শ্রীনরহরিকে শ্রীগোবিন্দদেবের পাককার্য্য করিবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন।

তবে রাজা আদি সবে আজ্ঞা যদি কৈল। শ্রীঅঙ্গনে নরহরি লুঠিতে লাগিল ॥
শ্রীলক্ষ্মণ দাস বৃদ্ধ করে ধরে তুলি। উঠ উঠ বাপ মোর এই মাত্র বলে ॥

উঠিয়া নরহরি প্রণমি তাঁহায়। শ্রীগোবিন্দের পাকালয়ে তবে যায় ॥
ভক্তিরসে বিবিধ প্রকার পাক কৈল। নানাযত্নে গোবিন্দের ভোগ লাগাইল ॥
শ্রীকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাসী সবে আইলা। সকলে অঙ্গনে বসি প্রসাদ পাইলা ॥
স্বাদুগন্ধে আহ্লাদিত হইয়া সকলে। ধন্য ধন্য নরহরি এই মাত্র বলে ॥
কেহ কেহ হাঁসিয়া বলয়ে শুনহ বাপ। কিবা যে আশ্চর্য্য তোমার শুভ পাক ॥
ভাল যে পাচক তুমি পরম প্রবীণ। এই মত পাক তুমি কর প্রতিদিন ॥
আর এক পাক তুমি করিবা অচিরে। শ্রীনিবাস নরোত্তম রসের ভাণ্ডারে ॥
সেই স্বাদে মাতিব অনেক ভক্তগণ। গানাদি রচিবা সে অপূর্ব রসায়ন ॥
এত কহি জয়ধ্বনি দিয়া সে সকলে। মুখভরি নিত্যানন্দ শ্রীগোবিন্দ বলে ॥
ত্রিভাগ বয়স এইরূপ পাক কৈল। গোবিন্দ সেবায় নিত্য সন্তোষিত হৈল ॥
তারপর উপবীত ত্যাগ তেঁহ কৈল। অযাচক হৈল ব্রজে ভ্রমন করিল ॥
মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ মাগিয়া কিছু খান। কভু মহাপ্রসাদি তাঁহারেও দেন ॥
বহু গ্রন্থ রচিলেন গোবিন্দ আজ্ঞায়। গৌর চরিত্র চিন্তামনাদি গ্রন্থাদয় ॥
অনুরাগবল্লী আর ভক্তি রত্নাকর। কি অপূর্ব বর্ণিলেন নাহি যার পর ॥
মত সংস্থাপন জন্য আর গ্রন্থ কৈল। বহির্মুখ প্রকাশ আর নাম যে হইল ॥
শ্রীনরোত্তম বিলাস করিল বর্ণন। এ সব শুনিয়া ভক্ত কর্ণ রসায়ন ॥
সব গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তি রত্নাকর। বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হৈল বৃহত্তর ॥
শ্রীনিবাস চরিত্র আর পৃথক বর্ণিল। সেই গ্রন্থে তাঁর শাখাগন বিস্তারিল ॥

তাঁহার পর শ্রীনরহরি রাজা সহ ব্রজবাসী বৈষ্ণবগনের নির্দেশে গোবিন্দের পাক সেবাকার্য্য পরম অনুরাগের সহিত ব্রতী হইলেন। মহোৎসবে শ্রীরাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাসী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ উপস্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতঃ নরহরির গোবিন্দ সেবার মহিমা স্বতঃস্ফুর্ত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিলেন। লক্ষ্মণ দাস বৈষ্ণব যাঁর বরে নরহরির আবির্ভাব তিনি বার্দ্ধক্য বয়সে নরহরির এই মহিমার প্রকাশ দেখিয়া পরিপূরিত হইলেন এবং রাজার নির্দ্দেশের পর হাতে ধরিয়া নরহরিকে উত্তোলন করতঃ পাক গৃহে পাঠাইলেন। ভাবিলেন আজ আমার পূর্ব্ব অভিলাষিত বাসনা পূর্ণ হইল। এইভাবে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগনের অন্তরের নিধি হইয়া নরহরি শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

তাঁহার পর বৈষ্ণবগন স্বানন্দে বলিতে লাগিলেন,তুমি যেভাবে গোবিন্দের পাককার্য্য করিয়া গোবিন্দ সহ বৈষ্ণব বৃন্দকে আনন্দ প্রদান করিতেছ , এতাদৃশভাবে আর এক পাক কার্য্য করিবে। যাঁহার মাধ্যমে শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের প্রেম প্রকাশ মূর্ত্তি প্রতিভাত হইবে। যাঁহা আস্বাদন করিয়া আবহমান কাল বৈষ্ণব মণ্ডলী মহানন্দে পরিপূরিত হইবে। তৎসঙ্গে শ্রীগৌরগোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্য পদাবলী রচনার মাধ্যমে পরিবেশন করতঃ ভক্তকণ্ঠে চিরন্তন পরিস্ফুট করিবে।

তারপর নিয়মিতভাবে তিনি শ্রীগোবিন্দ দেবের পাককার্য্য করিতে লাগিলেন। ত্রিভাগ বয়সে শ্রীনরহরি উপবীত ত্যাগ করতঃ অর্থাৎ বেশাশ্রয় গ্রহণ করিয়া (বেশাশ্রয়ের নাম হয়ত ঘনশ্যাম হইতে পারে) অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করতঃ ব্রজধামে শ্রীগোবিন্দের লীলাস্থলী দর্শন আনন্দে প্রেমানুরাগে পরিভ্রমন করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে শ্রীগোবিন্দ তাঁহার সমীপে চাহিয়া খায়। তৎসঙ্গে নিজ অধরামৃত প্রদান করিয়া নরহরিকে কৃতার্থ করেন। ভক্ত ভগবানের এই প্রেমলীলা শ্রীনরহরির প্রেম বৈচিত্রই তাঁর প্রকাট্য নিদর্শন। তারপর শ্রীনরহরি শ্রীগোবিন্দ দেবের আজ্ঞায় গ্রন্থ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তথাহি--- শ্রীগ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ে----

শ্রীমহাশয়ের চারু বিলাসে বর্ণিতে। মোরে আজ্ঞা কৈল মুঞি হীন সর্ব্বমতে ॥
শুনি মোমূর্খের মনে আনন্দ বাড়িল। নরোত্তম বিলাসাখ্য গ্রন্থ আরম্ভিল ॥
বৈষ্ণব আদেশে এ করিল বর্ণন। করি পরিশোধন করহ আস্বাদন ॥
বৈষ্ণব গোসাঞির কৃপামতে বৃন্দাবনে। মাঘে গ্রন্থে হৈল পৌর্ণমাসীদিনে ॥
মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি। নরোত্তম বিলাস বর্ণিলু যত্ন করি ॥

এইভাবে নরহরি দাস শ্রীগৌর চরিত চিন্তামণি (শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা বিষয়ক পদাবলী গ্রন্থ) গীতচন্দ্রোদয় (শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী সংকলন গ্রন্থ) নামামৃত সমুদ্র (সপার্ষদ গৌরাঙ্গ বন্দনা) রাগ রত্নাকর (সঙ্গীতের ক্রম বিন্যাস) বহির্মুখ প্রকাশ, ছন্দ সমুদ্র,পদ্ধতী প্রদীপ,ভক্তি রত্নাকর,নরোত্তম বিলাস,শ্রীনিবাসাচার্য্য চরিত, প্রভৃতি গ্রন্থরাজী প্রনয়ন করিয়া বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। ইনি একাধারে বৈষ্ণব সাহিত্যিক পদকর্ত্তা, সুগায়ক, সুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন, জগতে তাঁহার অফুরন্ত অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চিরস্মরণীয় ও গৌরবের সম্পদ।

***** শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী মহারাজ প্রকাশিত শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থ হতে ।**

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহিমা সূচক

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়, নরোত্তম প্রেমের মূরতি ।
কিবা সে কমল তনু, শিরিষ কুসুম জনু জিনিয়া কনক দেহ জ্যোতি ।।
অলপ বয়স তায়, কোন সুখ নাহি চায় গোরা গুন শুনি সদা ঝুরে ।
রাজ্য ভোগ তেয়াগিয়া, অতি লালায়িত হৈয়া গমন করিলা ব্রজপুরে ।।
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে, পরম আনন্দ মনে লোকনাথে আত্ম সমর্পিল ।
কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাথ রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল ।।
নরোত্তম চেষ্টা দেখি, বৃন্দাবনে সবে সুখী প্রাণের সমান করে স্নেহ ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য সনে, যে মর্ম্মতা কেবা জানে প্রাণ এক ভিন্ন মাত্র দেহ ।।
শ্রীরাধা বিনোদ দেখি সদাই জুড়াই আঁখি প্রভু লোকনাথ সেবা রত ।
ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়নে মহানন্দ বাসে মনে পূর্ণ কৈল অভিলাষ যত ।।
প্রভু অনুমতি মতে শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে শ্রীগৌড় মণ্ডলে প্রবেশিলা ।
প্রভু অনুগ্রই বলে, নবদ্বীপ নীলাচলে ভক্ত গৃহে ভ্রমণ করিলা ।।
কিবা সে মধুর রীতি, খেতুরী গ্রামেতে স্থিতি সেবে গৌর শ্রীরাধা রমন ।
শ্রীবল্লভী কান্ত নাম, রাধাকান্ত রসধাম, রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজ মোহন ।।
এ ছয় বিগ্রহ যেন, সাক্ষাৎ বিহরে হেন শোভা দেখি কেবা নাহি ভূলে ।
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে, নরোত্তম মহারঙ্গে ভাসে সদা আনন্দ হিল্লোলে ।।
নরোত্তম গুণ যত, কে তাঁহা কহিব কত প্রেম বৃষ্টি যাঁর সঙ্কীর্ত্তনে ।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণ সহ গৌরচন্দ্র নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে ।।
গৌরগন প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি বৈষ্ণব সেবনে যাঁর ধ্বনি ।
কি অদ্ভূত দয়াবান, করে বা না করে দান নির্ম্মল ভকতি চিন্তামণি ।।
পাষণ্ডী অসুর গনে, মতাইয়া গৌর গুনে বিহ্বল হইলা প্রেম রসে ।
অলৌকীক ক্রিয়া যার, হেন কি হইবে আর সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে ।।
কহে নরহরি দীন হবে এমন দিন নরোত্তম পদে বিকাইব ।
সঘনে দু বাহু তুলি, প্রভু নরোত্তম বলি কাঁদিয়া ধুলায় লোটাইব ।।

-----------------*********-----------------

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের মহিমা

জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম প্রেম ভকতি মহারাজ।
যাঁকো মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর রামচন্দ্র করিবাজ ॥ ধ্রু ॥
প্রেম মুকুট মনি, ভূষন ভাবাবলী অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন, খেতুরি মহা বৈঠত সঙ্গহি ভকত সমাজ ॥
সনাতন রূপ কৃত, গ্রন্থ শ্রীভাগবত অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজ্জ্বল রস পরমানন্দ সুখ সার ॥
শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয় রসে উনমত ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ জ্ঞান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত রোয়ত করম গেয়ান ॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি ধন তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত কম্পিত দেখি পরতাপ ॥
অভকত চৌর, দূরহি ভাগি রহু নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেয়ল ভক্তি ধনে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

-------------------*********-------------------

নরে নরোত্তম ধন্য গ্রন্থকার অগ্রগণ্য অগন্য পূণ্যের একাধার।
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ দয়াতে অতি গরিষ্ঠ ইষ্ট প্রতি ভক্তি চৎকার ॥
চন্দ্রিকা পঞ্চম সার তিন মণি সারাৎসার গুরু শিষ্য সংবাদ পটল।
ত্রিভূবনে অনুপাম প্রার্থনা গ্রন্থের নাম হাট পত্তন মধুর কেবল ॥
রচিলা অসংখ্য পদ হৈয়া ভাবে গদগদ কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে যেবা তাহা গান করে সেই জানে পদের গৌরব ॥
সদা সাধু মুখে শুনি শ্রীচৈতন্য আসি পুনি নরোত্তম রূপ জনমিলা।
নরোত্তম গুণাধার বল্লভে করহ পার জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা ॥

-------------------*********-------------------

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রকাশ মূর্ত্তি
শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী

কলিযুগ পাবনাবতার হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার প্রেমলীলা সম্বরণের সাথে সাথে দ্বিতীয় প্রকাশরূপে যে তিন শক্তির উদ্ভব হইয়া ছিল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমশক্তির প্রকাশই ঠাকুর নরোত্তম। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা কালে গৌড়দেশে আগমন করতঃ কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে পদ্মাগর্ভে প্রেমশক্তির রক্ষা করিয়া আসেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ৮ বিলাসের বর্ণন---

শ্রীপাদ বলেন প্রেম ভাল রাখ প্রভু। গ্রাম উজাড় হয় ইহা নাহি দেখি কভু ॥
প্রভু কহে পদ্মাবতী ধর প্রেম লহ। নরোত্তম নামে পাত্র প্রেম তারে দিহ ॥
নিত্যানন্দ সহ প্রেম রাখিল তোমাস্থানে। যত্ন করি ইহা তুমি রাখিবা গোপনে ॥
পদ্মাবতী বলে প্রভু করোঁ নিবেদন। কেমনে জানিব কার নাম নরোত্তম ॥
যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছঁলিবা। সেই নরোত্তম প্রেম তাঁরে তুমি দিবা ॥
প্রভু কহে এই সব যে কহিলা তুমি। এই ঘাটে রাখ প্রেম আজ্ঞাদিল আমি ॥
আনন্দিত পদ্মাবতী রাখিলেন তটে। বিরলে রাখিল প্রেম বিরল যে ঘাটে ॥

এই ভাবে মহাপ্রভু পদ্মাগর্ভে প্রেম সংরক্ষণ করেন। ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা শ্রীনারায়ণী দেবী, জৈষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত, তৎপুত্র রাধাবল্লভ, জেষ্ঠতাত পুরুষোত্তম দত্ত তৎপুত্র সন্তোষ দত্ত।

তথাহি---ভক্তি ১ তরঙ্গে

জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ। শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম।
শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য ॥

নরোত্তম বিলাসের ১২ বিলাস--

শ্রীমহাশয়ের জৈষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত। তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহাশান্ত ॥

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় মাঘী পূর্ণিমায় আবির্ভূত হন। অন্নপ্রাশন কালে গোবিন্দের প্রসাদ ভিন্ন অন্ন গ্রহণ না করায় তদবধি প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে পিতামাতা পুত্রে বিবাহ দিয়া রাজ্যাভিষেকের অভিপ্রায় করিলে সংবাদ শুনিয়া নরোত্তম অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। সহসা একদিন প্রভাতে একাদী পদ্মাস্নানে গমন করেন। সে সময় প্রভু নিত্যানন্দ রক্ষিত প্রেম সম্পদ পদ্মাদেবী প্রকট হইয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন। সেই প্রেম প্রভাবে শ্রীনরোত্তমের বর্ণান্তর ঘটিল এবং প্রেম বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। এদিকে পিতামাতা তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া বর্ণানন্তর ঘটায় সহসা তাঁহাকে চিন্তিতে পারে নাই। শেষে নরোত্তমের বাহ্যজ্ঞান হইয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিলে সকলে চিনিতে পারিলেন। কৃষ্ণকান্ত দেহ গৌরবর্ণ হইল এবং বৃন্দাবন যাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। পিতামাতার আদেশ চাহিলে তাঁহারা বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করিতে চাহিলেন। তখন বিষয়ী প্রায় রহিলেন। কৃষ্ণদাস নামক জনৈক বৈষ্ণব মুখে গৌরলীলা শেষে শ্রীনিবাসের মহিমা শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যকুল হইলেন। সে সময় জায়গীদার তাহাকে লইবার জন্য

লোক পাঠাইয়াছেন। সেই সুযোগে মাতার নিকট বিদায় লইয়া রওনা হইলে পথে জায়গীদারের লোকদের বঞ্চনা করিয়া নবদ্বীপ আদি ভ্রমণ করতঃ বৃন্দাবনে রওনা হইলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু পথে চলিতে চলিতে পায়ে ব্রণাদি অবস্থায় বৃক্ষমূলে শায়িত আছেন , দুগ্ধ হস্তে শ্রীগৌরসুন্দর স্বপ্নে রূপসনাতন দর্শন দিয়া অশেষ করুণা প্রকাশ করেন। তারপর ব্রজে পৌঁছিয়া গোবিন্দ মন্দিরে জীব গোস্বামীর দর্শন প্রাপ্ত হন। তারপর লোকনাথ প্রভুর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ ও শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঠাকুর মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত হন। কতদিনে শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ বৃন্দাবনে মিলন হইল। তারপর বৃন্দাবন লীলাস্থলী দর্শনাদি করতঃ কতককাল অবস্থান করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে নিবাস আচার্য্য সঙ্গে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করেন। বনবিষ্ণুপুরে গোস্বামীগ্রন্থ অপহৃত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহাকে খেতুরী প্রেরণ করেন। নরোত্তম খেতুরী গিয়া পিতামাতাদির সহিত মিলন করতঃ কতককাল অবস্থান করিয়া নীলাচল গমন করেন। তথায় তৎকালীন প্রকট গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ গৌড়দেশে আসেন। তথায় নবদ্বীপ আদি সমস্ত লীলাস্থলী দর্শন ও গৌর পার্ষদগণের সহিত মিলন করতঃ খেতুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সে সময় বিগ্রহ স্থাপনের অভিলাষে পাঁচমূর্ত্তি প্রিয়াসহ কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। তথাহি--- নরোত্তম বিলাসে ৯ বিলাস

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণব্রজ মোহন।
রাধারমন হে রাধে রাধাকান্ত নামোঽস্তুতে ।।

গৌরাঙ্গ বিগ্রহ পাছ পাড়া গ্রামবাসী বিপ্রদাসের ধান্য গোলা হইতে স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া প্রকট করেন। বিপ্রদাসের ধান্য গোলায় বহুদিন যাবৎ সর্পভয়ে কেহই তাঁহার পার্শ্বে যাইতে সক্ষম হইত না। ঠাকুর নরোত্তম স্বপ্নাদীষ্ট হইয়া তথায় গমন করতঃ প্রিয়াসহ গৌরসুন্দর প্রকট করেন। গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রকট করিয়া ভাবাবেশে সঙ্কীর্ত্তন কালে নব তালের সৃজন করেন। তাহাই গরানহাটী সুর নামে খ্যাত। গরানহাট পরগণায় এই তালে সৃজন তাই গরানহাটী সুর নামে খ্যাত। তথাহি নরোত্তম বিলাসে-৬ষ্ঠ বিলাসে---

অকস্মাৎ হৃদয়েতে হইল উদয়। নৃত্যগীত বাদ্য যে সঙ্গীত শাস্ত্রে কয় ।।
সেইক্ষণে মহাশয় হস্তে তালি দিয়া। গায় গৌরচন্দ্র গুণ নিজগণ লৈয়া ।।
কি অদ্ভূত গান সৃষ্টি কৈলা মহাশয়। দেখিতে সে নৃত্য গন্ধর্বের গর্বক্ষয় ।।

এভাবে নরতালের সৃষ্টি হইল। তারপর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন উৎসবে বিশাল বৈষ্ণব সমাবেশ ঘটিয়া ছিল। তৎকালীন প্রকট শ্রীজাহ্নবা দেবী সহ সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ একত্রিত হইয়াছিল। এতবড় বৈষ্ণব সমাবেশ ও মহোৎসব তৎপূর্বে ও পরে হয় নাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য সপার্ষদে উৎসবের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। সেই উৎসবে সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে প্রকট হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সে কালে প্রকটাপ্রকটের এক অভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ সহ নরোত্তমের এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্র স্থাপিত হইল। তদবধি রামচন্দ্র খেতুরীতে নরোত্তমের সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ সহ প্রেমরসে অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও জীবোদ্ধার করিতে লাগিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের প্রভাবে কত যে দস্যু উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহার কোন ইয়ত্তা নাই। দস্যু চাঁদরায় আদি উদ্ধার তাঁহার প্রাকাট্য প্রমাণ। শ্রীনরোত্তম শূদ্র হইয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্মণ শিষ্য করায় ব্রাহ্মণ সমাজ ঈর্ষান্বিত হন। সে কারণ খেতুরী গ্রামে দিব্য

উপবীত প্রদর্শন ও গাম্ভীল গ্রামে প্রাণত্যাগ এবং চিতার অগ্নির মধ্যে ঐশ্চর্য্য প্রকাশাদি লীলা করেন। বৃন্দাবনে গিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ অন্তর্দ্ধান করায় প্রিয়বিচ্ছেদ বিরহাক্রান্ত নরোত্তম প্রেমাবেশে পদাবলী সৃজন করেন।

তথাহি--- পদকল্পতরু ৪/৩৫/১ পদ---

শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস আছিনু তাঁহার দাস কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা দুঃখে জীউ করে আনচান ॥
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজলে বিষখাই মরিয়া নাহিক যাই ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার মধ্যে রামচন্দ্র ও নরোত্তমের অভিন্নতা ও শুদ্ধ রাগমার্গীয় সাধকগণের সাধনের পথ নির্দ্দেশ নির্দ্দেশিত রহিয়াছে। ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের রচনা বিষয়ে শ্রীবল্লভ দাসের বর্ণন---

নরে নরোত্তম ধন্য গ্রন্থাকার অগ্রগণ্য অগণ্য পূণ্যের একাধার।
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ দয়াতে অতি গরিষ্ঠ ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার ॥
চন্দ্রিকা পঞ্চম সার তিনমণি সারাৎসার গুরুশিষ্য সংবাদ পটল।
ত্রিভুবনে অনুপাম প্রার্থনা গ্রন্থের নাম হাট পত্তন মধুর কেবল ॥
রচিলা অসংখ্য পদ হৈয়া ভাবে গদগদ কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে যেবা তা গান করে সেই জানে পদের গৌরব ॥

চন্দ্রিকা পঞ্চম অর্থাৎ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা,সিদ্ধপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা,সাধ্যপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা,সাধনভক্তিচন্দ্রিকা ও চমৎকার চন্দ্রিকা। তিনমণি অর্থাৎ সূর্য্যমণি,চন্দ্রমণি ও প্রেমভক্তিচিন্তামণি, গুরু শিষ্য সংবাদ ও উপাসনা পটল। এই ভাবে কতকাল অতিবাহিত করিয়া শ্রীপাট খেতুরী হইতে গাম্ভীলায় আগমন করতঃ গঙ্গাস্নান কালে অন্তর্দ্ধান করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীনরোত্তম বিলাসের বর্ণন--

বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে। গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গা কুলে ॥
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গা নারায়ণে। মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুইজন ॥
দোঁহা কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে। দুগ্ধ প্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে ॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইল অন্তর্দ্ধান। অত্যন্ত দুর্জ্জেয় ইহা বুঝিবে কি আন ॥
অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উথলিল। দেখিয়া লোকের মহাবিস্ময় হইল ॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন। বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগণ ॥

এই ভাবে প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশ মূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তম আবির্ভূত হইয়া নামে প্রেমে জগতে ধন্য করতঃ অন্তর্দ্ধান করেন। তাঁহার মহিমা প্রেম বিলাস,ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থাদিতে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

***** শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী মহারাজ প্রকাশিত শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থ হতে ।**

সূচীপত্র

১। প্রথম বিলাস— ১ — ৮ পৃষ্ঠা

শ্রীলোকনাথ- শ্রীরূপ - সনাতন মহিমা সহ শ্রীনরোত্তমাবির্ভাবের পূর্বাভাস।

২। দ্বিতীয় বিলাস— ৮— ১৯ পৃষ্ঠা

শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাব,বাল্যলীলা,কৃষ্ণদাস সমীপে শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণ,গৃহত্যাগ বৃন্দাবনে গমন, ব্রজের গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ সহ মিলন ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রসঙ্গাদি বর্ণন।

৩। তৃতীয় বিলাস — ১৯ — ২৫ পৃষ্ঠা

শ্রীনিবাস- নরোত্তম- শ্যামানন্দের বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ আনয়ন, গ্রন্থ উদ্ধার,নরোত্তমে সংবাদ, হৃদয় চৈতন্য- শ্যামানন্দ মিলন, শ্যামানন্দের উৎকল গমন ও নরোত্তমের গৌড়মণ্ডল ভ্রমণ।

৪। চতুর্থ বিলাস — ২৬ — ৩৩ পৃষ্ঠা

ঠাকুর নরোত্তমের নীলাচল ভ্রমণ ও গৌর ভক্তগণ সহ মিলন।

৫। পঞ্চম বিলাস — ৩৩ — ৩৮ পৃষ্ঠা

ঠাকুর নরোত্তমের প্রত্যাবর্ত্তন,শ্রীখণ্ড,কাটোয়া, যাজিগ্রাম একচক্রা হইতে খেতুরী প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ষষ্ঠ বিলাস — ৩৮ — ৪৯ পৃষ্ঠা

ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা উৎসবে সমগ্র গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের খেতরী আগমন।

৭। সপ্তম বিলাস — ৪৯ — ৫৮ পৃষ্ঠা

শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, শ্রীজাহ্নবা দেবী সহ গৌর পরিকরগণের মিলনে মহাসমারোহে মহোৎসব অনুষ্ঠান লীলা ও সংকীর্ত্তনে প্রভু সপার্ষদে আবির্ভাবে প্রকটাপ্রকটের অভিন্নতা প্রকাশ।

৮। অষ্টম বিলাস — ৫৮ — ৭২ পৃষ্ঠা

শ্রীজাহ্নবা সহ অগণিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের একত্র মিলনে বিচিত্র বিধানে মহা মহোৎসব সমাপন ও মহান্তগণের বিদায়।

৯। নবম বিলাস — ৭২ — ৮৩ পৃষ্ঠা

শ্রীজাহ্নবা দেবীর বৃন্দাবন পরিভ্রমন, প্রেয়সী নির্মানে গোপীনাথের স্বপ্নাদেশ,বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে জাহ্নবার পুনঃ খেতরী আগমন প্রত্যাবর্ত্তন পথে বুধরিতে বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ,শ্যামরায় সেবা স্থাপন,শ্রীখণ্ড যাজিগ্রাম হইয়া খড়দহে প্রত্যাবর্ত্তন নরোত্তমের কুষ্ঠ ব্যাধি বিপ্রের উদ্ধার।

১০। দশম বিলাস — ৮৪ — ৯৪ পৃষ্ঠা

শ্রীহরিরাম–রামকৃষ্ণ–গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী–বিবরন রাজা নরসিংহের পণ্ডিত মণ্ডলী সহ খেতুরী আগমন ও নরোত্তমের কৃপালাভ,চান্দরায়ের উদ্ধার।

১১। একাদশ বিলাস — ৯৪ — ১০৬ পৃষ্ঠা

যাজিগ্রাম – খেতুরিতে প্রভু বীরচন্দ্রের আগমন ও সংকীর্তন বিলাস,রামচন্দ্রের বৃন্দাবন গমন ও অন্তর্দ্ধানে নরোত্তমের অন্তর্দ্ধান অছিলায় বৈভব প্রকাশ, নরোত্তমের দিব্য ভাবোন্মাদ ও অন্তর্দ্ধান।

১২। দ্বাদশ বিলাস — ১০৬ — ১১১ পৃষ্ঠা

ঠাকুর নরোত্তমের শাখানুশাখা বর্ণন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

শ্রীনরোত্তমবিলাস

।। প্রথম বিলাস ।।

শ্রীশপ্রপন্নপ্রিয় শ্রীনটেন্দ্র
স্বপ্রেমসম্পৎ প্রদানৈকদক্ষঃ ।
শ্রীগৌর-বিশ্বম্ভর-প্রাণবন্ধো
হে লোকনাথ প্রভো মাং প্রসীদ ।। ১ ।।

গ্রন্থকার শ্রীনরহরি দাসজী গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন । এই শ্লোকে তিনি (গ্রন্থকার) কৌশলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীলোকনাথ গোস্বামী উভয়কে বন্দনা করিয়াছেন । প্রথম পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু যথা— হে শ্রীগৌরাঙ্গ ! হে বিশ্বম্ভর ! হে প্রাণবন্ধো ! হে জগন্নাথ ! হে লক্ষ্মীপতে! হে লীলাপরায়ণ ! হে নিজ প্রেমসম্পত্তিপ্রদানে দক্ষ প্রভো! হে শরণাগতবৎসল ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । দ্বিতীয়ার্থ শ্রীলোকনাথ গোস্বামি-পক্ষে যথা— হে নারায়ণ ! ভক্তগণের বা ভগদ্ভক্তগণের প্রিয়! হে ভগবৎকীর্ত্তনে নৃত্যশীল ! নিজ প্রেমসম্পত্তি প্রদানে একমাত্র তোমার দক্ষতা আছে, যেহেতু বিশ্বের পোষণকর্ত্তা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তোমার প্রাণবন্ধু, অতএব হে নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ লোকনাথ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।। ১ ।।

বন্দে শ্রীমল্লোকনাথং শ্রীমচ্চৈতন্যপার্ষদম্ ।
শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকজীবনং জন-জীবনম্ ।। ২ ।।

যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ, শ্রীমদ্ রাধাবিনোদই যাঁহার একমাত্র জীবন প্রাণাধর, আমি সেই জনগণের অতি প্রিয় জীবনস্বরূপ শ্রীমান্ লোকনাথ গোস্বামীর বন্দনা করি ।। ২ ।।

শ্রীমদ্গৌরপ্রিয়ং লোকনাথপাদাব্জষট্পদম্ ।
রাধাকৃষ্ণরসোন্মত্তং বন্দে শ্রীমন্নরোত্তম্ ।। ৩ ।।

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর অতিপ্রিয় শ্রীলোকনাথ গোস্বামীজীর কমল সদৃশ পাদপদ্মের মধুপান করিতে নিরন্তর যিনি মত্ত ভ্রমরস্বরূপ, যিনি যুগলরসমূর্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমমাধুরী আস্বাদনে রসোন্মত্ত আমি সেই শ্রীমান্ নরোত্তমকে বন্দনা করি ।। ৩ ।।

সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্নান্ সর্বানর্থনিবর্ত্তকান্ ।
শ্রীমন্নরোত্তমপ্রভোঃ শাখাবর্গানহং ভজে ।। ৪ ।।

যাঁহার সদৈব সকল সদগুণে বিভূষিত এবং সকল প্রকারের অনর্থকে সমূলে উৎপাটন করিয়া ভক্তজনকে ভগবদোন্মুখী করিয়া থাকেন, সেই শ্রীমান্নরোত্তম প্রভুর শাখাবর্গের মহান ভাগবতজনদিকের আমি ভজনা করি ।। ৪।।

শ্রীবৈষ্ণবপ্রমোদায় নিজাভীষ্টার্থ-সিদ্ধয়ে ।
নরোত্তমবিলাসাখ্যং গ্রন্থং সংক্ষেপতো ব্রুবে ।।৫।।

আমি মহাভাগবতগণ তথা সকল বৈষ্ণবগণকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য এবং নিজের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য “নরোত্তম-বিলাস” নামক গ্রন্থ সংক্ষেপে বলিতেছি ।। ৫ ।।

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্ব্বেশ্বর।
ভুবনমোহন প্রেমময় কলেবর ॥ ১ ॥
জয় শচী জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈতের জীবন ॥ ২ ॥
জয় গদাধর পণ্ডিতের প্রাণনাথ।
জয় শ্রীবাসের প্রভু জগত বিখ্যাত ॥ ৩ ॥
জয় হরিদাস বক্রেশ্বর প্রেমাধীন।
জয় মুরারির মোদবর্দ্ধনে প্রবীণ ॥ ৪ ॥
জয় গৌরীদাস গদাধরের বান্ধব।
জয় নরহরি-প্রেষ্ঠ পরম বৈভব ॥ ৫ ॥
জয় স্বরূপের প্রিয় গুণের নিধান।
জয় সনাতনরূপ-গোপালের প্রাণ ॥ ৬ ॥
জয় জয় প্রভু ভক্তগোষ্ঠির সহিত।
স্ফুরাহ স্বাভীষ্ট ভক্তবিলাস কিঞ্চিৎ ॥ ৭ ॥
মো হেন মুর্খের বাক্য শুন শ্রোতাগণ।
সবে অনুগ্রহ কর দেখি অকিঞ্চন ॥ ৮ ॥
ভাল-মন্দ নাহি জানি নাহি কোন জ্ঞান।
যে কিছু কহিয়ে সাধু-আজ্ঞা বলবান্ ॥ ৯ ॥
নরোত্তম-বিলাস এ গ্রন্থ মনোহর।
করি পরিশোধন আস্বাদ নিরন্তর ॥ ১০ ॥
পূর্ব্ব পদ্যে কৈল যৈছে মঙ্গলাচরণ।
সেই ক্রম কহি এবে শুন দিয়া মন ॥ ১১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য-প্রিয় লোকনাথ।
বিপ্রবংশ-প্রদীপ যে সর্ব্ববাংশে বিখ্যাত ॥ ১২ ॥
ঞিহার চরিত্র এথা কহিয়ে কিঞ্চিৎ।
করহ শ্রবণ ইহা জগতে বিদিত ॥ ১৩ ॥
যশোর দেশেতে তালগড়ি নামে গ্রাম।
তথাতে প্রকট সর্ব্ব মতে অনুপাম ॥ ১৪ ॥
মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।
কহিতে কি জানি সে দোঁহার যৈছে কীর্ত্তি ॥ ১৫ ॥
পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বিদিত সংসারে।
প্রভু অদ্বৈতের অতি অনুগ্রহ যাঁরে ॥ ১৬ ॥

পরম বৈষ্ণব অলৌকিক সর্ব্বকাজ।
সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ রাঢ়ী বিপ্ররাজ ॥ ১৭ ॥
দিবা-নিশি সংকর্ত্তীনে মত্ত অতিশয়।
দেখি সে নেত্রের ধারা কার ধৈর্য্য হয় ॥ ১৮ ॥
শ্রীঅদ্বৈত কৃপায় সে মহা-হর্ষ মনে।
নদীয়া আইসে সদা গৌরাঙ্গ দর্শনে ॥ ১৯ ॥
দেশে গেলে পদ্মনাভে কিছুই না ভায়।
পত্নীসহ সদা গৌরচন্দ্র গুণ গায় ॥ ২০ ॥
যৈছে পদ্মনাভ তৈছে তাঁর পত্নী সীতা।
পরম-বৈষ্ণবী যেঁহো অতি পতিব্রতা ॥ ২১ ॥
লোকনাথ হেন পুত্রে পাইয়া পুণ্যবতী।
করয়ে পালন যৈছে কহি শকতি ॥ ২২ ॥
পুত্রে সমর্পিয়া গৌরচন্দ্রের চরণে।
দেখেয়ে পুত্রের চেষ্টা মহানন্দ-মনে ॥ ২৩ ॥
শ্রীলোকনাথের ভক্তিপথে মহা আর্ত্তি।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর যেন করুণার মূর্ত্তি ॥ ২৪ ॥
অল্প বয়সে বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।
অত্যন্ত নিপুণ বাপ মায়ের সেবাতে ॥ ২৫ ॥
নিরন্তর আরাধয়ে কৃষ্ণের চরণ।
ভক্তি বলে করে সর্বচিত্ত আকর্ষণ ॥ ২৬ ॥
পিতা মাতা অদর্শন হৈলে কতদিনে।
মনের বৃত্তান্ত জানাইলা বন্ধুগণে ॥ ২৭ ॥
বিষয় সংসার সুখ ত্যজি মলপ্রায়।
প্রভু সন্দর্শনে যাত্রা কৈলা নদীয়ায় ॥ ২৮ ॥
প্রভুপদে আত্মা সমর্পিলা নবদ্বীপে।
প্রভু অনুগ্রহ করি রাখিলা সমীপে ॥ ২৯ ॥
সন্ন্যাস করিব প্রভু উদ্বিগ্ন অন্তরে।
শীঘ্র লোকনাথে পাঠায়েন ব্রজপুরে ॥ ৩০ ॥
কে বুঝে প্রভুর চেষ্টা অত্যন্ত গভীর।
লোকনাথে বিদায় করিয়া নহে স্থির ॥ ৩১ ॥
লোকনাথ জানিলেন প্রভুর অন্তর।
দুই চারি দিবসেই ছাড়িবেন ঘর ॥ ৩২ ॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু তাঁর ইচ্ছামতে।
লোকনাথ-যাত্রা যৈছে না পারি বর্ণিতে ॥ ৩৩ ॥
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে দুনয়নে।
দিবসের পথ চলে চারি পাঁচ দিনে ॥ ৩৪ ॥
কত দূরে শুনে প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলে গেলা প্রিয়ভক্তে প্রবোধিয়া ॥ ৩৫ ॥
প্রভুর মস্তকে শ্রীকেশের অদর্শন।
স্মরিয়া উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥ ৩৬ ॥
মৃতপ্রায় হইয়া প্রভুর আজ্ঞামতে।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা কতক দিনেতে ॥ ৩৭ ॥
বৃন্দাবনে শোভা দেখি রহে কত দিন।
তথা শুনিলেন প্রভু গেলেন দক্ষিণ ॥ ৩৮ ॥
লোকনাথ হইয়া অতি উদ্বিগ্ন-অন্তর।
চলয়ে দক্ষিণ যথা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৩৯ ॥
কত দূরে শুনিলেন বৃত্তান্ত সকল।
দক্ষিণ হইতে প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ৪০ ॥
বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন লোকনাথে।
গৌড় হৈতে ক্ষেত্র গেলা ভক্ত ইচ্ছামতে ॥ ৪১ ॥
পুনঃ শুনিলেন প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
লোকনাথ ব্রজে যাত্রা কৈলা সেইক্ষণ ॥ ৪২ ॥
বৃন্দাবনে আসি সব সংবাদ শুনিলা।
এই কথোদিনে প্রভু প্রয়াগে চলিলা ॥ ৪৩ ॥
লোকনাথ দুঃখী হইয়া দঢ়াইলা মনে।
প্রয়াগে চলিব প্রাতে প্রভুর দর্শনে ॥ ৪৪ ॥
প্রভু গুণ স্মঙরিয়া করয়ে ক্রন্দন।
ধরণী লোটায় অঙ্গ না যায় ধরণ ॥ ৪৫ ॥
রাত্রিশেষে নিদ্রা হৈলে প্রভুর ইচ্ছায়।
স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্রে দেখে নদীয়ায় ॥ ৪৬ ॥
চন্দনে চর্চিত তনু যেন কাঁচা সোণা।
সুচারু চাঁচর কেশে পুষ্পের রচনা ॥ ৪৭ ॥
কপালে তিলক দিব্য যজ্ঞসূত্র গলে।
নেত্রভুরু-ভঙ্গিমাতে কেবা নাহি ভুলে ॥ ৪৮ ॥
কি মধুর মুখে মন্দ হাসিয়া হাসিয়া।
চাঁদের গরব নাশে বরিষে অমিয়া ॥ ৪৯ ॥
কিবা সে আজানু বাহু বক্ষঃ পরিসর।
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন মনোহর ॥ ৫০ ॥
নানা-রত্ন-ভূষণে ভূষিত প্রতি অঙ্গ।
কিশোর বয়স তাহে রসের তরঙ্গ ॥ ৫১ ॥
মধুরবচনে কহে লোকনাথ প্রতি।
তো-সবা সহিত মোর সদা এথা স্থিতি ॥ ৫২ ॥
এই নবদ্বীপে মোর অশেষ বিহার।
ব্রহ্মাদিক কেহ অন্ত নারে করিবার ॥ ৫৩ ॥
ঐছে কত কহি লোকনাথে আলিঙ্গিতে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল দুঃখ না পারে সহিতে ॥ ৫৪ ॥
প্রভু ইচ্ছামত পুনঃ নিদ্রা আকর্ষিল।
পুনঃ লোকনাথ আগে প্রত্যক্ষ হইল ॥ ৫৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
লোকনাথ প্রতি কহে সুমধুর বাণী ॥ ৫৬ ॥
প্রয়াগে যাইবা তুমি করিয়াছ চিতে।
কি লাগি যাইবা মোরে দেখহ সাক্ষাতে ॥ ৫৭ ॥
ওহে লোকনাথ ! বড় সাধ ছিল মনে।
তোমা সহ একত্র রহিব বৃন্দাবনে ॥ ৫৮ ॥
তেঞিঁ তোমা শীঘ্র পাঠাইয়া বৃন্দাবন।
ভারতীর স্থানে কৈলু সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ ৫৯ ॥
হইলুঁ উদ্বিগ্ন বৃন্দা-বিপিন দেখিতে।
তাহা না হইল গেলু অদ্বৈত গৃহেতে ॥ ৬০ ॥
সবে মহাদুঃখী হৈয়া আমার সন্ন্যাসে।
সবা প্রবোধিলুঁ রহি অদ্বৈতের বাসে ॥ ৬১ ॥
সবা মনোবৃত্তি জানি নীলাচলে গেলুঁ।
তাহা কত দিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলুঁ ॥ ৬২ ॥
মোর লাগি তুমিহ দক্ষিণ-যাত্রা কৈলা।
ব্রজে আমি আইলুঁ শুনি তুমিব্রজে আইলা ॥ ৬৩ ॥
দৈবযোগে আমা সহ না হইল দেখা।
পাইলে যতেক দুঃখ নাহি তার লেখা ॥ ৬৪ ॥

প্রয়োগে গমন মোর শুনি লোকস্থানে।
প্রভাতে যাইবা তথা করিয়াছ মনে ॥ ৬৫ ॥
তোমার নিকট নিরন্তর আছি আমি।
বৃন্দাবন হৈতে কোথা না যাইহ তুমি ॥ ৬৬ ॥
প্রয়াগ হইতে আমি যাব নীলাচল।
শুনিতে পাইবে মোর বৃত্তান্ত সকল ॥ ৬৭ ॥
সনাতনরূপ-আদি মোর প্রিয়গণে।
দেখিতে পাইবে এথা অতি অল্প দিনে ॥ ৬৮ ॥
তা সবার দ্বারে মনোবৃত্তি প্রকাশিব।
বৃন্দাবনে সুখের সমুদ্র উথলিব ॥ ৬৯ ॥
সে সুখ তরঙ্গে তুমি সতত ভাসিবে।
তোমার মনেতে যাহা সর্ব্ব সিদ্ধি হবে ॥ ৭০ ॥
কথোদিন পরে এক নৃপতি-নন্দন।
হইবে তোমার শিষ্য নাম নরোত্তম ॥ ৭১ ॥
তেঁহ প্রেমভক্তিরসে ভাসিব সদায়।
জীবের কলুষ নাশ করিব হেলায় ॥ ৭২ ॥
প্রকাশিব পরম মধুর উচ্চ গান।
যাঁহার শ্রবণে দ্রবে এ দারু পাষাণ ॥ ৭৩ ॥
ঐছে কহি লোকনাথে কৈলা আলিঙ্গন।
লোকনাথ ভূমে পড়ি বন্দিলা চরণ ॥ ৭৪ ॥
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ প্রভু অন্তর্ধান।
লোকনাথ ব্যাকুল ধরিতে নারে প্রাণ ॥ ৭৫ ॥
গৌরাঙ্গচন্দ্রের গুণ সঙরি সঙরি।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি কাঁন্দে গুমরি গুমরি ॥ ৭৬ ॥
আপনা প্রবোধি স্থির হৈলা কতক্ষণে।
তথাপিহ প্রেমধারা বহে দুনয়ানে ॥ ৭৭ ॥
হইল প্রভাত দেখি করি প্রাতঃক্রিয়া।
শ্রীনামকীর্তন করে নিভৃতে বসিয়া ॥ ৭৮ ॥
ব্রজবাসী বিপ্র অনুরোধে যথাকালে।
ফলাদি ভক্ষণ করি রহে বৃক্ষতলে ॥ ৭৯ ॥
একস্থানে স্থির হইয়া কভু নাহি রয়।
বৃন্দাবন প্রদেশেতে ভ্রমণ করয় ॥ ৮০ ॥
অপূর্ব্ব বনের শোভা দেখি কোন স্থানে।
কথোদিন রহে তথা অতি সঙ্গোপনে ॥ ৮১ ॥
অকস্মাৎ কার মুখে করয়ে শ্রবণ।
শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র আইলেন বৃন্দাবন ॥ ৮২ ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী আইলেন তারপর।
পুনঃ তিঁহো গেলা যথা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৮৩ ॥
সনাতন আসিয়া গেলেন নীলাচল।
এ সব শুনিতে নেত্রে বহে প্রেমজল ॥ ৮৪ ॥
সনাতন রূপ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
আর কথোদিনে হবে একত্রে নিবাস ॥ ৮৫ ॥
ঐছে কহি অত্যন্ত ব্যাকুল হেনকালে।
হইল আকাশবাণী আসিব সকালে ॥ ৮৬ ॥
কিছু দিনে আইলা যৈছে রূপ সনাতন।
সে সকল অন্যগ্রন্থে বিস্তার বর্ণন ॥ ৮৭ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি আইলা বৃন্দাবনে।
লোকনাথ গোস্বামী মিলিলা সভাসনে ॥ ৮৮ ॥
পরস্পর মিলনে যে আনন্দ হইল।
মুঞি মুর্খ তার লেশ বর্ণিতে নারিল ॥ ৮৯ ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী লোকনাথ গোস্বামীরে।
সদা সর্ব প্রকারে তোষয়ে সমাদরে ॥ ৯০ ॥
সনাতন গোস্বামীর যৈছে ব্যবহার।
তাহা তেঁহো নিজ গ্রন্থে করিল প্রচার ॥ ৯১ ॥

তথাহি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাম্—

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্ ॥৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃতা টীকার নাম শ্রীবৈষ্ণবতোষণী।

এই টীকার প্রারম্ভে তিনি গুরুবর্গ ও বৈষ্ণববর্গের বন্দনায় লিখিতেছেন –

শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাঁহাদিগের নিরন্তর অতিব প্রিয় এবং যাঁহারা সততই শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণাশ্রিত, সেই

মহান ভাগবতগণ শ্রীমান্ কাশীশ্বর, শ্রীমান্ লোকনাথ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসের আমি বন্দনা করি।

শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট আদি।
লোকনাথ প্রেমেতে বিহ্বল নিরবধি ॥ ৯২ ॥
লোকনাথ তাঁ সবা সহিত প্রেমাবেশে।
বিলসয়ে বৃন্দাবনে মনের উল্লাসে ॥ ৯৩ ॥
কহিতে না পারি তাঁর অদ্ভুত চরিত।
ভুগর্ভ গোস্বামী সহ সখ্যতা বিদিত ॥ ৯৪ ॥
তনু মন এক ইথে ভিন্ন কিছু নয়।
পরম অদ্ভুত এই দোঁহার প্রণয় ॥ ৯৫ ॥
প্রণয় প্রসঙ্গ এথা নারি বিস্তারিতে।
লোকনাথ মনোহিত হৈল সর্বমতে ॥ ৯৬ ॥
কি কহিব গোস্বামীর বৈরাগ্য শুনিয়া।
বিদরয়ে পাষাণ সমান যার হিয়া ॥ ৯৭ ॥
সদা নিরপেক্ষ ভক্তিশাস্ত্র সুসম্মত।
শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাবিনোদ সেবারত ॥ ৯৮ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ প্রাপ্তি যেরূপে হইল।
তাহা **ভক্তিরত্নাকর (*)** গ্রন্থে জানাইল ॥ ৯৯ ॥

(*) এই গ্রন্থখানি ঘনশ্যাম দাস অর্থাৎ শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীপাদ কৃত। নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আরেক নাম ঘনশ্যাম দাস বা নরহরি দাস এবং তিনি রসইয়া পূজারী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম "শ্রীভক্তিরত্নাকর।" উহাতে বর্ণিত আছে যে, শ্রীবিগ্রহ-সেবার জন্য লোকনাথ গোস্বামীর উৎকণ্ঠা জন্মিলে শ্রীরাধাবিনোদ নিজেই একজন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া নিজের বিগ্রহ শ্রীরাধাবিনোদমূর্ত্তি লোকনাথকে দিয়া গেলেন। লোকনাথ বিগ্রহ পাইয়া আনন্দে এত অধীর হইলেন যে, কে দিয়া গেলেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া শ্রীরাধাবিনোদ নিজেই কহিলেন, "আমি উমরাই গ্রামে বনমধ্যে ছিলাম, তোমার উৎকণ্ঠা দেখিয়া নিজেই আসিলাম। শীঘ্র আমাকে কিছু খাইতে দাও।"

শ্রীরাধাবিনোদ রূপ মাধুর্য্য দেখিতে।
গৌররূপ মাধুর্য্য দেখয়ে আচম্বিতে ॥ ১০০ ॥
প্রভূ স্বপ্নাদেশ স্মৃতি হইল তখন।
প্রেমেতে বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ১০১ ॥
গৌরাঙ্গচাঁদের চারু চরিত্র কহিতে।
আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ লোটায় ভূমিতে ॥ ১০২ ॥
নিরন্তর আপনাকে মানয়ে ধিক্কার।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ॥ ১০৩ ॥
যবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীরে।
আজ্ঞা মাগিলেন গ্রন্থ বর্ণিবার তরে ॥ ১০৪ ॥
গোস্বামী হইয়া হৃষ্ট তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
তাহে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা ॥ ১০৫ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর আজ্ঞা লইতে।
ঐছে নিষেধিলা তেঁহো অতি খেদমতে ॥ ১০৬ ॥
শুনিলুঁ প্রাচীন-মুখে এ সব আখ্যান।
কিঞ্চিৎ বর্ণিলুঁ এ আস্বাদে ভাগ্যবান্ ॥ ১০৭ ॥
লোকনাথ গোস্বামী পরম দয়াময়।
শ্রীচৈতন্যকৃপা পাত্র প্রেমরত্নময় ॥ ১০৮ ॥
বৃন্দাবনে বাস নিত্য কে বুঝে আশয়।
নরোত্তমে কৈলা কৃপা প্রসন্ন হৃদয় ॥ ১০৯ ॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাম্—

যঃ কৃষ্ণচৈতন্য কৃপৈকবিত্ত-
স্তৎ-প্রেম হেমাভরণাঢ্যচিত্তঃ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ,তাঁহার প্রশিষ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর স্তব

করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা যাঁহার একমাত্র বিত্ত এবং তাঁহার প্রেমরূপস্বর্ণালঙ্কারে যাঁহার চিত্ত অলঙ্কৃত, সেই লোকনাথ প্রভুবরকে আমরা ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিতেছি। তাঁহারই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৭ ॥

যো লব্ধবৃন্দাবননিত্যবাসঃ,
পরিস্ফুরৎকৃষ্ণবিলাসরাসঃ।
স্বাচারচর্য্যাসততাবিরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ॥ ৮ ॥

যিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বাস লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস ও রূপ স্ফুরিত হয়, যিনি অবিরত নিজের আচারচর্য্যায় ব্যাপৃত, আমরা সেই লোকনাথ প্রভুবরকে আশ্রয় করিতেছি ॥ ৮ ॥

কৃপাবলং যস্য বিবেদ কশ্চি-
ন্নরোত্তমো নাম মহান্ বিপশ্চিৎ।
যস্য প্রথীয়ান্ বিষয়োপরাম-
স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীল নরোত্তম নামক মহাপণ্ডিত যাঁহার কৃপাবল জ্ঞাত ছিলেন, এবং যাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য সর্বত্র বিখ্যাত, সেই লোকনাথ প্রভুবরকে আমরা আশ্রয় করিতেছি ॥ ৯॥

জয় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম।
লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য প্রিয়তম ॥ ১১০ ॥
শ্রীপুরুষোত্তমাগ্রজ কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
তার পুত্র নরোত্তম বিদিত সর্ব্বত্র ॥ ১১১ ॥
নরোত্তম তাঁর গৃহে যেরূপে জন্মিল।
সে কথা বিস্তারি এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ১১২ ॥
তথাপি বর্ণিয়ে কিছু শুন সাবধানে।
পরম আনন্দ হয় যাঁহার শ্রবণে ॥ ১১৩ ॥
গৌড়ে রামকেলি **(*)** গ্রাম অপূর্ব্ববসতি।
তথা রূপসনাতন-গোস্বামীর স্থিতি ॥ ১১৪ ॥

(*) বর্তমান মালদহ শহরের অতি নিকটে রামকেলি অবস্থিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও তাঁহারভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীরামভক্ত শ্রীবল্লভ (অনুপম) এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা।

সদা শাস্ত্রচর্চ্চা লৈয়া অধ্যাপকগণ।
মহারাজমন্ত্রী **(**)** সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ ১১৫ ॥

(**) শ্রীসনাতন (দবীর খাস) ও শ্রীরূপ (সাকর মল্লিক) এই দুই ভ্রাতা গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন।

মহারাষ্ট্র কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙ্গ।
উৎকল মিথিলা গৌড় গুজরাট বঙ্গ ॥ ১১৬ ॥
কাশী কাশ্মীরাদি স্থিত মহাবিদ্যাবান্।
যাঁহার সমাজে হয় সভার সম্মান ॥ ১১৭ ॥
পরম অদ্ভুত যশে জগৎ ব্যাপিল।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে কিছু বিস্তারিল ॥ ১১৮ ॥
সনাতন রূপ গৌড়রাজ-প্রিয় অতি।
ঐশ্বর্য্যের সীমা সে আশ্চর্য্য সব রীতি ॥ ১১৯ ॥
নবদ্বীপে বিহরয়ে শ্রীগৌরসুন্দর।
লোকমুখে শুনি মহা আনন্দ অন্তর ॥ ১২০ ॥
দৈন্যপত্রী প্রভুকে পাঠান বার বার।
চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এ প্রচার ॥ ১২১ ॥
প্রভুপদে আত্মা সমর্পিয়া সাবহিত।
প্রভু সন্দর্শন লাগি সদা উৎকণ্ঠিত ॥ ১২২ ॥
ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর।
সনাতন রূপ লাগি উদ্বিগ্ন অন্তর ॥ ১২৩ ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু নীলাচলে গিয়া।
বৃন্দাবনে চলে প্রিয় ভক্তে প্রবোধিয়া ॥ ১২৪ ॥
গৌড়দেশ পথে হৈল প্রভুর গমন।
ছাড়ে প্রভুর সঙ্গ প্রিয় ভক্তগণ ॥ ১২৫ ॥
প্রভুর দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোক ধায়।
ঐছে রামকেলি আইলা প্রভু গৌররায় ॥ ১২৬ ॥
এথা সনাতন রূপ-প্রভু আগমনে।
মহাসুখ সমুদ্রে ভাষয়ে গোষ্ঠী সনে ॥ ১২৭ ॥

কেশব ছত্রীণ **(***)** আদি যত প্রিয়গণ।
সবাকার হৈল মহা উল্লাসিত মন ॥ ১২৮ ॥

(***) কেশব ছত্রী (বসু) বা ছত্রনাজির গৌড়েশ্বর হুসেন সাহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনিও পরম ভক্ত ছিলেন। পদ্যাবলীতে (৫৫শ্লোক) ইহার রচিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

রাজমন্ত্রী সনাতন রূপ সঙ্গোপনে।
প্রথমে মিলিলা প্রভু প্রিয়বর্গ সনে ॥ ১২৯ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে দোঁহে মিলাইলা ॥ ১৩০ ॥
দোঁহে মিলি শ্রীগৌরসুন্দর হর্ষ মনে।
সিঞ্চিলা অমৃত কত মধুরবচনে ॥ ১৩১ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস বক্রেশ্বর।
মুকুন্দাদি সবে সুখ পাইলা বিস্তর ॥ ১৩২ ॥
সনাতন রূপ প্রভু-অনুগ্রহমতে।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥ ১৩৩ ॥
অল্পদিন মহাপ্রভু রহেন তথাই।
ইথে লোক ভিড় যত তার অন্ত নাই ॥ ১৩৪ ॥
প্রভু সন্দর্শনে লোক স্থির হৈতে নারে।
নিরন্তর প্রেমানন্দ সমুদ্রে সাঁতারে ॥ ১৩৫ ॥
প্রভুর অদ্ভুত লীলা বুঝে কোন্ জন।
অন্যের কি কথা প্রেমে ভাসয়ে যবন ॥ ১৩৬ ॥
একদিন প্রভু নিজ প্রিয়গণ লৈয়া।
নাচে সংকীর্ত্তনে মহা প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ ১৩৭ ॥
নিরখিয়া শ্রীখেতরি গ্রাম দিশা পানে।
অদ্ভুত আনন্দধারা বহে দু-নয়নে ॥ ১৩৮ ॥
নরোত্তম বলিয়া ডাকয়ে বারে বারে।
ভক্তবাৎসল্যেতে স্থির হইতে না পারে ॥ ১৩৯ ॥
করুণা সমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দরায়।
করয়ে হুঙ্কার মহা আনন্দ হিয়ায় ॥ ১৪০ ॥

হরিদাস বক্রেশ্বর আদি প্রেমময়।
তাঁ সবার চিত্তে হৈল মহা হর্ষোদয় ॥ ১৪১ ॥
প্রভুর অদ্ভুত ভাব দেখি সর্ব্বজনে।
কেহ কার প্রতি কহে অতি সঙ্গোপনে ॥ ১৪২ ॥
নরোত্তম নাম প্রভু লয় বার বার।
ইথে বুঝিলাম কিছু কারণ ইহার ॥ ১৪৩ ॥
প্রভু-প্রেমপাত্র কেহ নরোত্তম নামে।
ঞিহার প্রকট এই দেশে কোন গ্রামে ॥ ১৪৪ ॥
না জানি যে কোন ভাগ্যবন্ত মহাশয়।
পাইবে এ হেন পুত্র প্রভু-প্রেমময় ॥ ১৪৫ ॥
হেন নরোত্তমে যেঁহো ধরিবে উদরে।
তার সম ভাগ্যবতী নাহিক সংসারে ॥ ১৪৬ ॥
নরোত্তম দ্বারা কার্য্য সাধিবে অনেক।
প্রভু ভাবাবেশে কিছু হৈল পরতেক ॥ ১৪৭ ॥
ঐছে নীলাচলে প্রভু ভুবনমোহন।
শ্রীনিবাস নাম লৈয়া করিলা ক্রন্দন ॥ ১৪৮ ॥
শ্রীনিবাস প্রকট হইবে যার ঘরে।
তাহা মহাপ্রভু ব্যক্ত করিলা সংসারে ॥ ১৪৯ ॥
শ্রীচৈতন্যদাস পিতা মাতা লক্ষ্মী প্রিয়া।
প্রভুকে দেখিলা দোঁহে নীলাচলে গিয়া ॥ ১৫০ ॥
দোঁহে গৌড়দেশ আইলা প্রভুর আজ্ঞায়।
মুই অতি উল্লাসে তথা দেখিলু দোঁহায় ॥ ১৫১ ॥
প্রভু ভক্তগণ এই কহে পরস্পরে।
সাধিব অনেক কার্য্য শ্রীনিবাস-দ্বারে ॥ ১৫২ ॥
প্রেমময় মূর্তি প্রকাশিব গৌরহরি।
হেন শ্রীনিবাসে কি দেখিব নেত্র ভরি ॥ ১৫৩ ॥
ঐছে কত কহে তাহা শুনিলু শ্রবণে।
প্রভুর যে লীলা বা বুঝিবে কোন্ জনে ॥ ১৫৪ ॥
নীলাচলে প্রভু শ্রীনিবাসে জানাইলা।
রামকেলি আসি নরোত্তমে আকর্ষিলা ॥ ১৫৫ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভুর কিঙ্কর।
এ দোঁহে হইবে কি এ নয়নগোচর ॥ ১৫৬ ॥

ঐছে কত কহি মহা-আনন্দ অন্তরে।
ভক্তগোষ্ঠীমধ্যে দেখে গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥ ১৫৭ ॥
ঐছে প্রভু ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া।
নাচে কান্দে ভবিষ্য ভক্তের নাম লৈয়া ॥ ১৫৮ ॥
ওহে ভাই কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত্র।
রামকেলিগ্রাম কৈলা পরম পবিত্র ॥ ১৫৯ ॥
সনাতন রূপের প্রেমেতে বন্দী হৈলা।
কানাঞি নাট্‌শালা দেখি নীলাচলে গেলা ॥ ১৬০ ॥
এ সব প্রসঙ্গ হৈল সর্ব্বত্র প্রচার।
নরোত্তম প্রকটিতে উৎকণ্ঠা সবার ॥ ১৬১ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ১৬২ ॥

**ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে শ্রীলোকনাথ-
গোস্বামি চরিত্রাস্বাদন নাম
প্রথম বিলাস।**

॥ দ্বিতীয় বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥ ১ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥
এথা কতদিন পরে প্রভু ইচ্ছামতে।
জন্মিলেন নরোত্তম ভক্তি প্রকাশিতে ॥ ৩ ॥
কিবা মাঘ পূর্ণিমা দিবস দণ্ড ছয়।
সর্ব্বসুলক্ষণ হৈল প্রকট সময় ॥ ৪ ॥
বাঢ়িল মায়ের শোভা অতি চমৎকার।
পুত্রে দেখি নেত্রে বহে আনন্দাশ্রুধার ॥ ৫ ॥
ঝলমল করে দিব্য সূতিকা-মন্দির।
তথা যে ছিলেন সে আনন্দে নহে স্থির ॥ ৬ ॥
শ্রীখেতরি গ্রামে হৈল পরম মঙ্গল।
ঘুচিল দুর্ব্বুদ্ধি লোক আনন্দে বিহ্বল ॥ ৭ ॥
হরি হরি ধ্বনি বিনা মুখে নাহি আর।
পুলকে পূর্ণিত দেহ নেত্রে অশ্রুধার ॥ ৮ ॥
ভক্তিদেবী প্রবেশিলা সবার অন্তরে।
সবে ধাওয়াধাই করে কৃষ্ণানন্দ-ঘরে ॥ ৯ ॥
বিবিধ সামগ্রী ভেট দেন সর্ব্বজন।
সবারে সম্মানে দত্ত মহাবিচক্ষণ ॥ ১০ ॥
পুত্রমুখ দেখি আঁখি নারে ফিরাইতে।
কি অদ্ভুত সুখ হৈল কৃষ্ণানন্দচিতে ॥ ১১ ॥
শ্রীকৃষ্ণানন্দের পিতা পরম মহান্।
পৌত্রের কল্যাণে কৈলা বহু অর্থ দান ॥ ১২ ॥
গায়ক বাদক সুত মাগধ বন্দিরে।
যৈছে তুষ্ট কৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥ ১৩ ॥
প্রকটের কালে যে হইল চমৎকার।
বাহুল্যের ভয়ে এথা নারি বর্ণিবার ॥ ১৪ ॥
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণের সহিতে।
নৃত্য কৈলা নারায়ণী দেখিলা সাক্ষাতে ॥ ১৫ ॥
ঐছে ভাগ্যবতী নাহি নারায়ণী সম।
যাঁর গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম ॥ ১৬ ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে নরোত্তম চন্দ্রপ্রায়।
পুত্রমুখ দেখি মাতা বিহ্বল সদায় ॥ ১৭ ॥
ভাগ্যবন্ত কৃষ্ণানন্দ পাই পুত্ররত্ন।
প্রতিদিন বিপ্রে ভুঞ্জায়েন করি যত্ন ॥ ১৮ ॥
পুত্রমুখ দেখিয়া জুড়ায় নেত্র প্রাণ।
শুভদিনে কৈলা অন্নপ্রাশনবিধান ॥ ১৯ ॥
যে কৌতুক হৈল অন্নপ্রাশন সময়।
তাহা একমুখে কহিতে কি সাধ্য হয় ॥ ২০ ॥
তথা এক দৈবজ্ঞ পরম ভাগ্যবান্।
শিশু সন্দর্শনেতে নির্ম্মল হৈল জ্ঞান ॥ ২১ ॥
রাজ আজ্ঞামতে দেখি সর্ব্ব সুলক্ষণ।
কহিল ইহার যোগ্য নাম নরোত্তম ॥ ২২ ॥

শুনি বিপ্রগণ কহে এই হয় হয়।
মনুষ্যের মধ্যে ঞিঁহো উত্তম নিশ্চয় ॥ ২৩ ॥
অন্য স্ত্রী পুরুষ নামকরণকালেতে।
যে যাহা কহিল তাহা নারি বিস্তারিতে ॥ ২৪ ॥
অন্ন প্রাশনের কালে হৈল যে প্রকার।
তাহা কহি যাহাতে হয় লোক চমৎকার ॥ ২৫ ॥
পুত্রমুখে অন্ন দেন যতন করিয়া।
নাহি খায় অন্ন রহে মুখ ফিরাইয়া ॥ ২৬ ॥
অনেক প্রকার কৈল না হৈল গ্রহণ।
হইল সভার মহা চিন্তাযুক্ত মন ॥ ২৭ ॥
দৈবজ্ঞ কহেন ইথে চিন্তা না করিবে।
বিনা বিষ্ণু নৈবেদ্য এ কভু না ভুঞ্জিবে ॥ ২৮ ॥
সেইক্ষণে বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন লৈয়া।
পুত্রমুখে দিতে তেঁহো খাইলা হর্ষ হৈয়া ॥ ২৯ ॥
সেই দিন হইতে রাজা কহিল সভারে।
কৃষ্ণের প্রসাদ বিনা না দিহ ইহারে ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত সেই দিবস হইতে।
বিষ্ণু-প্রসাদান্ন শ্রেষ্ঠ বিচারিলা চিতে ॥ ৩১ ॥
ছিলেন পূর্ব্বের সেবা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।
তাঁর সেবা প্রতি অতি বাড়িল আগ্রহ ॥ ৩২ ॥
এইরূপে হইলেন শ্রীঅন্নপ্রাশন।
ইহার শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৩৩ ॥
কতদিন পরে কৈল শ্রীচূড়াকরণ।
ব্যাকরণ আদি করাইল অধ্যাপন ॥ ৩৪ ॥
নরোত্তমে যেই বিদ্যা যে জন পড়ায়।
তাঁহার সন্দেহ ঘুচে ঞিঁহার কৃপায় ॥ ৩৫ ॥
শ্রীনরোত্তমের চেষ্টা দেখি বিজ্ঞজন।
পরস্পর নিভৃতে কহয়ে গুণগণ ॥ ৩৬ ॥
কেহ কহে ঞিঁহো দেব অংশে অবতরে।
নহিলে কি মনুষ্য এমন শক্তি ধরে ॥ ৩৭ ॥
এ নব বয়সে সর্ব্বকার্য্যে সুশিক্ষিত।
সর্বমতে করে সভাকার মনোহিত ॥ ৩৮ ॥
কেহ কেহ ইহাকে ক্ষণেকমাত্র দেখি।
ভুলিয়ে সকল দুঃখ জুড়াই এ আঁখি ॥ ৩৯ ॥
কেহ কহে রাজপুত্র অতি সুকুমার।
সর্বাঙ্গসুন্দর হেন না দেখিয়ে আর ॥ ৪০ ॥
ঐছে কত কহি প্রশংসয়ে কৃষ্ণানন্দে।
কৃষ্ণানন্দ মগ্ন পুত্র পালন আনন্দে ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বপ্রকারেতে যোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে।
বিচারয়ে সদা মহা আনন্দ অন্তরে ॥ ৪২ ॥
বিভা করাইয়া আমি পুত্রে রাজ্য দিব।
মোর পিতা সম মুঞি নিশ্চিন্ত হইব ॥ ৪৩ ॥
ঐছে বিচারিয়া বিজ্ঞ কায়স্থবর্গেরে।
কহে বিবাহের কন্যা চেষ্টা করিবারে ॥ ৪৪ ॥
এথা নরোত্তম প্রেমাবেশে সঙ্গোপনে।
কৃষ্ণ আরাধয়ে অশ্রুধারা দু-নয়নে ॥ ৪৫ ॥
নিরন্তর পরম বৈরাগ্যভাব চিতে।
রাজভোগাদিক বার্তা না পারে সহিতে ॥ ৪৬ ॥
পুত্রের বৈরাগ্য ক্রিয়া দেখি ক্ষণে ক্ষণে।
কৃষ্ণানন্দ রায় মহা চিন্তাযুক্ত মনে ॥ ৪৭ ॥
নরোত্তম বিনা কিছু নাহি ভায় আন।
তৈছে মাতা নারায়ণী পুত্রগত-প্রাণ ॥ ৪৮ ॥
সতত রক্ষক রাখিলেন পুত্র পাশে।
তথাপিহ নিরন্তর চিত্তে শঙ্কা বাসে ॥ ৪৯ ॥
নরোত্তম বন্দী প্রায় চিন্তে মনে মনে।
না দেখি উপায় গৃহ ছাড়িব কেমনে ॥ ৫০ ॥
ঐছে চিন্তি চিত্তবৃত্তি না করে প্রকাশ।
কি হবে গৌরাঙ্গ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ৫১ ॥
নিতাই অদ্বৈত বলি চারিদিকে ধায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধরণী লোটায় ॥ ৫২ ॥
উর্দ্ধবাহু করিয়া ডাকয়ে বার বার।
প্রভু ! গণসহ মোর করহ উদ্ধার ॥ ৫৩ ॥
ঐছে প্রতিদিন অতি নিভৃত পাইয়া।
ফুকরি কান্দয়ে মহা ব্যাকুল হইয়া ॥ ৫৪ ॥

জগতে ব্যাপিল গৌরচন্দ্রের চরিত।
শুনিতে না পায় তবু শুনে সাবহিত ॥ ৫৫ ॥
শ্রীখেতরি গ্রামে-এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
নাম তাঁর কৃষ্ণদাস কৃষ্ণপরায়ণ ॥ ৫৬ ॥
অতি জিতেন্দ্রিয় তাঁরে সভে করে ভয়।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে কাহার সাধ্য নয় ॥ ৫৭ ॥
তেঁহো নরোত্তম বিনা নারে স্থির হৈতে।
কৃষ্ণ-সেবা সারি যান দেখিতে নিভৃতে ॥ ৫৮ ॥
নরোত্তম তাঁরে অতি আদর করিয়া।
আসনে বসান ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥ ৫৯ ॥
প্রভু-ভক্তগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসয়।
তেঁহো সব পৃথক পৃথক করি কয় ॥ ৬০ ॥
চৈতন্যের আদি মধ্যলীলামৃত।
ক্রমে শুনাইল কিছু হৈয়া সাবহিত ॥ ৬১ ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতচন্দ্রের ঐছে লীলা।
প্রেমাবেশে কহে শুনি দ্রবে দারুশিলা ॥ ৬২ ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
বক্রেশ্বর স্বরূপ মুরারি হরিদাস ॥ ৬৩ ॥
নরহরিদাস গৌরীদাস গদাধর।
বাসুঘোষ মুকুন্দ-সঞ্জয় দামোদর ॥ ৬৪ ॥
কাশীশ্বর শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী লোকনাথ বর্য্য ॥ ৬৫ ॥
সনাতন রূপ শ্রীগোপাল রঘুনাথ।
রঘুনাথভট্ট জীব জগত বিখ্যাত ॥ ৬৬ ॥
সুবুদ্ধিমিশ্র রাঘব কৃষ্ণপণ্ডিতাদি।
এ সবার বৃত্তান্ত কহিলা যথাবিধি ॥ ৬৭ ॥
প্রসঙ্গে কহয়ে শ্রীনিবাসাচার্য্যকথা।
যেরূপে হইল জন্ম জন্মিলেন যথা ॥ ৬৮ ॥
কহিতে কহিতে দুই নেত্রে ধারা বহে।
নরোত্তম করে ধরি বিপ্র সম্বোধয়ে ॥ ৬৯ ॥
ওহে নরোত্তম তাঁর অদ্ভুত চরিত।
অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রে তেঁই হইলা পণ্ডিত ॥ ৭০ ॥

প্রেমভক্তিময় মূর্তি অতি উৎকণ্ঠাতে।
নীলাচলে চলে শ্রীচৈতন্য দর্শনেতে ॥ ৭১ ॥
কতদূরে শুনি শ্রীপ্রভুর সঙ্গোপন।
হৈল মূর্চ্ছা সে ইচ্ছায় রহিল জীবন ॥ ৭২ ॥

তথা হি শ্রীকর্ণপূরকবিরাজকৃত তস্য গুণলেশসূচকে,—

আবির্ভূয় কুলে দ্বিজেন্দ্রভবনে রাঢ়ীয়-ঘন্টেশ্বরৌ,
নানাশাস্ত্রসুবিজ্ঞনির্ম্মলধিয়া বাল্যে বিজেতাদিশাম্।
নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুতপদং শ্রুত্বা ত্যজন্সর্ব্বকং
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথিতশ্রুতশ্চৈতন্যসঙ্গোপনং,
মূর্চ্ছীভূয় কচান্ লুনন্ স্বশিরসো ঘাতং দধদ্ধিক্কৃতম্।
তৎপাদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং,
সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ তাঁহার গুরুদেবের গুণবর্ণনা করিতেছেন– রাঢ়ীশ্রেণীর ঘন্টেশ্বরি কুলের ব্রাহ্মণ-গৃহে যিনি আবির্ভূত হইয়া নানা শাস্ত্রে সুবিজ্ঞ নির্মল বুদ্ধিবশে বাল্যকালেই দিগ্বিজয়ী হইয়াছেন এবং যিনি নীলাচলে শ্রীশচীনন্দন প্রকটিত আছেন শুনিয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই আমার প্রতি করুণাপরায়ণ শ্রীনিবাস প্রভু বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

যিনি পুরুষোত্তধামে যাইবার কালে পথিমধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গোপনের কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া নিজ মস্তকের কেশকলাপ ছিন্ন করত শিরে আঘাত করিতে করিতে ধিক্কার করিতেছিলেন এবং তৎপরে সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পদ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যিনি স্বয়ং নীলাচলে গিয়াছিলেন, সেই আমার

প্রতি করুণাপরায়ণ শ্রীনিবাস প্রভু বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

প্রভু স্বপ্নে প্রবোধি নিলেন নীলাচলে।
শ্রীনিবাসে দেখি সবে ভাসে প্রেম-জলে ॥ ৭৩ ॥
গদাধর বক্রেশ্বর পণ্ডিত আদি যত।
সবে শ্রীনিবাসে কৃপা কৈলা যথোচিত ॥ ৭৪ ॥
বৃন্দাবন যাইবারে সবে আজ্ঞা দিলা।
ঞিহ জগন্নাথ দেখি গৌড়যাত্রা কৈলা ॥ ৭৫ ॥
শ্রীখণ্ড আসিয়া পুনঃ নীলাচলে যাইতে।
পণ্ডিতগোস্বামী-সংগোপন শুনে পথে ॥ ৭৬ ॥
মৃতপ্রায় হইয়া আইসে গৌড়দেশে।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীপণ্ডিত প্রবোধে অশেষে ॥ ৭৭ ॥
প্রভাতে ব্যাকুল হৈয়া চলে গৌড়পথে।
তথা ভেট হৈল গৌড়দেশী লোক সাথে ॥ ৭৮ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈতের সঙ্গোপন।
তাঁ সবার মুখে শুনি হৈলা অচেতন ॥ ৭৯ ॥
চেতন পাইয়া অগ্নি জ্বালে পুড়িবারে।
দুই প্রভু স্বপ্নচ্ছলে প্রবোধিলা তাঁরে ॥ ৮০ ॥
গৌড় হৈয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা।
রজনী প্রভাতে ঞিহ গৌড় যাত্রা কৈলা ॥ ৮১ ॥
খণ্ডে গিয়া নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
প্রণমি পাইয়া আজ্ঞা চলে সেইক্ষণ ॥ ৮২ ॥

তথা হি তস্য গুণলেশসূচকে—

গচ্ছন যঃ পথি খণ্ডসংজ্ঞনগরে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়ং, নত্বা শ্রীসরকার-ঠক্কুরবরং নীত্বা তদাজ্ঞাং তথা। তৎপশ্চাদ্রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বা গতো যঃ স্মরন্, সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥

যিনি পথিমধ্যে শ্রীখণ্ডনগরে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত তৎপশ্চাৎ শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া গমন করিলেন, সেই আমার প্রতি করুণা পরায়ণ শ্রীনিবাস প্রভু বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

নবদ্বীপে আসিয়া দেখয়ে চমৎকার।
গণসহ গৌরাঙ্গের প্রকট বিহার ॥ ৮৩ ॥
বিস্মিত হইয়ে পুনঃ ঐছে নিরখিয়ে।
নবদ্বীপে দুঃখের সমুদ্র উথলয়ে ॥ ৮৪ ॥
ব্যগ্র হয়ে শ্রীনিবাস প্রভুগৃহে গেলা।
তথা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বহু কৃপা কৈলা ॥ ৮৫ ॥
দাস গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীনিবাসে।
অনুগ্রহ করি সবে প্রেমজলে ভাসে ॥ ৮৬ ॥
তবে শান্তিপুর গিয়া দেখে সীতা মায়।
তাঁর যে বাৎসল্য তাহা কহা নাহি যায় ॥ ৮৭ ॥
তথা হৈতে প্রেমাবেশে গেলা খড়দহ।
তথা শ্রীজাহ্নবা বহু কৈলা অনুগ্রহ ॥ ৮৮ ॥
খানাকুল গেলেন শ্রীঅভিরাম পাশে।
মালিনী সহিত কৃপা কৈলা শ্রীনিবাসে ॥ ৮৯ ॥
পুনঃ আইলা শ্রীখণ্ড, শ্রীনরহরি তাঁরে।
অতি প্রীতে বিদায় করিলা ব্রজপুরে ॥ ৯০ ॥
শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে ব্যাকুল হইয়া।
গমন বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া ॥ ৯১ ॥
শ্রীনিবাস জাজিগ্রামে প্রবোধি মায়েরে।
এই কত দিনে একা গেলা ব্রজপুরে ॥ ৯২ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যের এ প্রসঙ্গ শুনিতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে ॥ ৯৩ ॥
নরোত্তম ব্যগ্র হইয়া চিন্তে মনে মনে।
জানি ঞিহার সঙ্গ পাব কতদিনে ॥ ৯৪ ॥
ঐছে বিচারিতে নদীপ্রবাহের পারা।
অতি সুমধুর নেত্রে বহে প্রেমধারা ॥ ৯৫ ॥
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের এ রীত।
পুনঃ পুনঃ শুনে প্রভু-ভক্তের চরিত ॥ ৯৬ ॥

নিরন্তর আপনাকে মানয়ে ধিক্কার।
না দেখিয়া এ হেন প্রভুর অবতার ॥ ৯৭ ॥
না ধরে ধৈর্য্য সদা উমড়য়ে হিয়া।
না ভায় ভোজন নিশি পোহায় জাগিয়া ॥ ৯৮ ॥
একদিন নিদ্রা হইলে প্রভুর ইচ্ছায়।
স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ হইলা গৌররায় ॥ ৯৯ ॥
ভুবনমোহন রূপ রসের পাথার।
তড়িৎ কুঙ্কুম হেম উপমা কি তার? ॥ ১০০ ॥
চাঁচর কেশের ঝুটা পিঠেতে লোটায়।
কুলবতী কুলটা হইল হেরি তায় ॥ ১০১ ॥
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড ঝলমল করে।
কপালে তিলক তাহে কেবা প্রাণ ধরে ॥ ১০২ ॥
ভাঙধনু নয়নকমল কামফাঁন্দ।
হাসিমাখা মুখ জিনি পূর্ণিমার চাঁন্দ ॥ ১০৩ ॥
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
কম্বুকণ্ঠে নানা মণিহার মনোহর ॥ ১০৪ ॥
ত্রিবলীবলিত নাভি গভীর সুঠাম।
সিংহ জিনি ক্ষীণ কটিদেশ নিরমাণ ॥ ১০৫ ॥
উলট কদলী জানু মুনি মোহনিয়া।
সুচারু চরণতল কমল জিনিয়া ॥ ১০৬ ॥
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম।
এ হেন অদ্ভুত শোভা দেখি নরোত্তম ॥ ১০৭ ॥
না হয় নিমিখ আঁখে বহে অশ্রুধারা।
কমল উগরে যেন মুকুতার হারা ॥ ১০৮ ॥
অতি সুকোমল তনু ভরল পুলকে।
কদম্বকেশর শোভা জিনি সে ঝলকে ॥ ১০৯ ॥
উল্লাসে পড়িয়া ভুমে ধরে প্রভুপায়।
প্রভু-পদ ধরে নরোত্তমরে মাথায় ॥ ১১০ ॥
দুই বাহু পসারি করেন আলিঙ্গন।
স্নেহপরিপূর্ণ কহে মধুর বচন ॥ ১১১ ॥
ওহে নরোত্তম এই দেখ বিদ্যমানে।
ধরিতে নারিয়ে হিয়া তোমার ক্রন্দনে ॥ ১১২ ॥
চিন্তা না করিহ শীঘ্র বৃন্দাবন যাবে।
মোর প্রিয় লোকনাথ-স্থানে শিষ্য হবে ॥ ১১৩ ॥
তেঁহ মহা হৃষ্ট হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিবে।
তোমার দ্বারেতে কার্য্য অনেক সাধিবে ॥ ১১৪ ॥
ঐছে বহু কহিতেই নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
প্রভু অদর্শনে বাড়ে দুঃখের তরঙ্গ ॥ ১১৫ ॥
ব্যাকুল হইয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
পুনঃ নিদ্রা আকর্ষিল প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ১১৬ ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখে নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত আনন্দে বিহরে ॥ ১১৭ ॥
গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ নরহরি।
হরিদাস বক্রেশ্বর মুকুন্দ মুরারি ॥ ১১৮ ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ শুক্লাম্বর।
গৌরীদাস শ্রীমান্ সঞ্জয় দামোদর ॥ ১১৯ ॥
মহেশ শঙ্কর যদু আচার্য্যনন্দন।
প্রভু বেড়ি ভক্তগোষ্ঠী করে সংকীর্ত্তন ॥ ১২০ ॥
নবদ্বীপবাসী লোক ধায় চারিভিতে।
হয় কাহার সাধ সে শোভা দেখিতে ॥ ১২১ ॥
ব্রহ্মা শিব শেষ সুখে মত্ত অতিশয়।
অনিমিখ-নেত্রে রূপ নিরখিয়া রয় ॥ ১২২ ॥
সর্ব্বদেব সহিত স্বর্গেতে পুরন্দর।
সে শোভা দেখিতে পুষ্প বর্ষে নিরন্তর ॥ ১২৩ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব মনুষ্যে মিশাই।
প্রভুগণ গায় নাচে করে ধাওয়াধাই ॥ ১২৪ ॥
উথলে সে প্রেমসিন্ধু ভুবন ভাসায়।
পতিত অধম জড় কেহ না এড়ায় ॥ ১২৫ ॥
লক্ষ লক্ষ পশুপক্ষী ভুলে শোভা দেখি।
জনমের অন্ধগণ ধায় পাঞা আঁখি ॥ ১২৬ ॥
এ হেন অদ্ভুত রঙ্গ দেখে নরোত্তম।
ঝরয়ে নয়ন নদী প্রবাহের সম ॥ ১২৭ ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র নরোত্তমে নেহারিয়া।
ধরি করি কোলে না ধরিতে পারে হিয়া ॥ ১২৮ ॥

নরোত্তমে সিক্ত করিলেন নেত্রজলে।
নরোত্তম পড়িলা প্রভুর পদতলে ॥ ১২৯ ॥
ভূমে হৈতে তুলি বাৎসল্যে গৌরহরি।
সমর্পিলা নিত্যানন্দাদ্বৈতে করে ধরি ॥ ১৩০ ॥
প্রিয় ভক্তগণ অনুগ্রহ করাইয়া।
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা ব্যগ্র হৈয়া ॥ ১৩১ ॥
পুনঃ কহে কৃপা কর মোর প্রিয়গণ।
ঐছে কহি বিদায় করিলা বৃন্দাবন ॥ ১৩২ ॥
নরোত্তম তিলার্ধে নারে স্থির হৈতে।
প্রভু নিত্যানন্দ শোভা বারেক চাহিতে ॥ ১৩৩ ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রভুপদে প্রণমিলা।
প্রভু শ্রীচরণ তার মস্তকে ধরিলা ॥ ১৩৪ ॥
শ্রীভুজ পসারি করিলেন আলিঙ্গন।
দিলেন অমূল্য গৌরাঙ্গের প্রেমধন ॥ ১৩৫ ॥
বৃন্দাবন যাইবারে অনুমতি দিলা।
দেখিয়া ব্যাকুল বহু প্রবোধ করিলা ॥ ১৩৬ ॥
প্রভু অদ্বৈতের মহা-সৌন্দর্য্য দেখিয়া।
নরোত্তম সে পদে পড়িলা লোটাইয়া ॥ ১৩৭ ॥
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
হাতে ধরি তুলি কোলে করে বারে বারে ॥ ১৩৮ ॥
গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে করি সমর্পণ।
আজ্ঞা দিলা বৃন্দাবনে করহ গমন ॥ ১৩৯ ॥
গদাধর শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ।
তাঁ সবার শোভা দেখি প্রফুল্ল নয়ন ॥ ১৪০ ॥
সবার চরণে পণময়ে পড়ি ভূমে।
সবে প্রেমাবেশে আলিঙ্গয়ে নরোত্তমে ॥ ১৪১ ॥
নরোত্তম সভা-নেত্র-জলে কৈলা স্নান।
সবার চরণে সমর্পিলা মন প্রাণ ॥ ১৪২ ॥
প্রভু পরিকর নরোত্তমে প্রবোধিয়া।
দিলেন বিদায় প্রভুপদে সমর্পিয়া ॥ ১৪৩ ॥
নরোত্তম বৃন্দাবন গমন করিতে।
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ মহাদুঃখ চিতে ॥ ১৪৪ ॥

জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত সময়।
প্রাতঃকৃত্য করি নিজ চিত্ত প্রবোধয় ॥ ১৪৫ ॥
বিবিধ মঙ্গল দৃষ্ট হৈল হেনকালে।
নরোত্তম উল্লাসে ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ১৪৬ ॥
এথা নরোত্তমের জনক অকস্মাৎ।
রাজকার্য্যে গৌড়ে গেলা বহুলোক সাথ ॥ ১৪৭ ॥
নরোত্তম জানি শুভক্ষণ সেইক্ষণে।
প্রকারে বিদায় হৈলা জননীর স্থানে ॥ ১৪৮ ॥
পরম সুবদ্ধি সর্ব্বমতে বিচারিলা।
রক্ষকে বঞ্চিয় সঙ্গোপনে যাত্রা কৈলা ॥ ১৪৯ ॥
নবদ্বীপ আদি স্থান না করি ভ্রমণ।
লোকভয়ে বনপথে চলে বৃন্দাবন ॥ ১৫০ ॥
ঐছে বেশ ধারণ করিলা মহাশয়।
না চিনয়ে যদি কার সনে দেখা হয় ॥ ১৫১ ॥
পঞ্চদশ দিবসের পথ ছাড়াইয়া।
ঘুচিল উদ্বেগ কিছু চলে স্থির হৈয়া ॥ ১৫২ ॥
এথা মাতা পিতা যৈছে নরোত্তম বিনে।
একমুখে তাহা বা বর্ণিবে কোন্ জনে ॥ ১৫৩ ॥
গৌড়ে এই সর্ব্বত্র কহয়ে পরস্পরে।
রাজপুত্র নরোত্তম গেলা ব্রজপুরে ॥ ১৫৪ ॥
রামকেলি গ্রামে প্রভু যাঁরে আকর্ষিল।
সেই এই নরোত্তম নিশ্চয় জানিল ॥ ১৫৫ ॥
নহিলে কি এমন প্রভাব অন্যে হয়।
যে তাঁরে দেখিল তার গেল ভবভয় ॥ ১৫৬ ॥
ঐছে কত কহে লোক করিয়া ক্রন্দন।
নরোত্তম প্রসঙ্গে সবার ব্যগ্রমন ॥ ১৫৭ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের প্রিয়যত।
নরোত্তম মঙ্গল চিন্তয়ে অবিরত ॥ ১৫৮ ॥
নরোত্তম নির্বিঘ্নে চলয়ে রাজপথে।
যৈছে প্রেমচেষ্টা তাঁহা কে পারে কহিতে ॥ ১৫৯ ॥
নিরন্তর গায়েন প্রভুর গুণগণ।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দুনয়ন ॥ ১৬০ ॥

যে জন বারেক নরোত্তম পানে চায়।
সে হেন সংসার দুখ হইতে এড়ায় ॥ ১৬১ ॥
যে গ্রামেতে নরোত্তম করে রাত্রিবাস।
সে গ্রামী লোকের মনে বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ ১৬২ ॥
কিবা স্ত্রী পুরুষ রহি নরোত্তম পাশে।
পরস্পর নানা কথা কহে মৃদু ভাষে ॥ ১৬৩ ॥
কেহ কহে কনক চম্পক রহু দূরে।
দেখ কি অপূর্ব্ব রূপ ঝলমল করে ॥ ১৬৪ ॥
কেহ কহে কিবা মুখ সুদীর্ঘ নয়ন।
কিবা নাসা গণ্ড ভুরু ললাট শ্রবণ ॥ ১৬৫ ॥
কেহ কহে কিবা বাহু বক্ষঃ পরিসর।
ত্রিবলীবলিত নাভি কিবা কৃশোদর ॥ ১৬৬ ॥
কেহ কহে কিবা জানু কি শোভা চরণে।
কি দিয়া গড়িল কেবা কত না যতনে ॥ ১৬৭ ॥
কেহ কহে সামান্য মনুষ্য এই নয়।
কিবা এ দেবতা কিবা রাজার তনয় ॥ ১৬৮ ॥
কেহ কহে আহা মরি অলপ বয়সে।
এ হেন বৈরাগ্য করি ফিরে দেশে দেশে ॥ ১৬৯ ॥
কেহ কহে কি আর কহিব ইহা বিনে।
ইহার মা বাপ প্রাণ ধরিবে কেমনে ॥ ১৭০ ॥
কেহ কহে মরু বিধি নির্দয় শরীর।
এ হেন বালকে কৈল ঘরের বাহির ॥ ১৭১ ॥
এইরূপ নানা কথা কহি পরস্পর।
নরোত্তমে ছাড়িয়া যাইতে নারে ঘর ॥ ১৭২ ॥
নানা দ্রব্য আনি যত্নে কিছু ভুঞ্জাইল।
শয়ন নিমিত্ত দিব্যাসন আনি দিল ॥ ১৭৩ ॥
নরোত্তমে ভোজন শয়ন নাহি ভায়।
নাম সংকীর্তনে নিশি জাগিয়া পোহায় ॥ ১৭৪ ॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার।
সে দশা দেখিতে প্রাণ কান্দয়ে সবার ॥ ১৭৫ ॥
প্রভাত সময়ে চলে সবা সম্বোধিয়া।
পাছে পাছে ধায় লোক ব্যাকুল হইয়া ॥ ১৭৬ ॥
যে জন দেখয়ে পথে এই দশা তাঁর।
নরোত্তম চিত্তবৃত্তি হরয়ে সবার ॥ ১৭৭ ॥
সর্ব্বতীর্থ দেখি নরোত্তম অল্পদিনে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে ॥ ১৭৮ ॥
প্রথমে শ্রীমথুরা বিশ্রামঘাট গেলা।
শ্রীযমুনা স্নান করি তথাই রহিলা ॥ ১৭৯ ॥
প্রহরেক রাত্রি গেল হইল নির্জন।
প্রেমাবেশে করেন শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ॥ ১৮০ ॥
হেনই সময়ে এক বিপ্র মথুরার।
পরম বৈষ্ণব তেঁহ অতি শুদ্ধাচার ॥ ১৮১ ॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া।
নরোত্তমে ভুঞ্জাইলা স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১৮২ ॥
বাৎসল্যে ব্যাকুল বিপ্র জিজ্ঞাসিল যাহা।
স্নেহাধীন নরোত্তম নিবেদিলা তাহা ॥ ১৮৩ ॥
ব্রজের বৃত্তান্ত নরোত্তম জিজ্ঞাসয়।
কাতর অন্তরে বিপ্রবিবরিয়া কয় ॥ ১৮৪ ॥
রঘুনাথ কাশীশ্বর রূপ সনাতন।
সংগোপন হৈলা শুনি করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৮৫ ॥
শ্রীরূপ সনাতন নাম উচ্চারিতে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোটায় ভূমিতে ॥ ১৮৬ ॥
কাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীভট্ট রঘুনাথ।
এ নাম লইয়া শিরে করে করাঘাত ॥ ১৮৭ ॥
হায় হায় এ কি হৈল কহে বার বার।
দেখিতে না পাইল শ্রীচরণ সবার ॥ ১৮৮ ॥
ঐছে কত কহি মূর্চ্ছাগত নরোত্তম।
দুই নেত্রে ধারা বহে নদীধারা সম ॥ ১৮৯ ॥
হইলেন মৃতপ্রায় দেখি বিপ্রবর।
নরোত্তমে কোলে করি কান্দিলা বিস্তর ॥ ১৯০ ॥
কতক্ষণে অতিবৃদ্ধ বিপ্র মহাধীর।
আপনা সংবরি নরোত্তমে কৈলা স্থির ॥ ১৯১ ॥
অনেক প্রসঙ্গে প্রায় রাত্রিশেষ হৈল।
প্রভু ইচ্ছামতে দোঁহে নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ১৯২ ॥

স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা রূপ সনাতন।
রঘুনাথ ভট্ট কাশীশ্বর চারিজন ।। ১৯৩ ।।
নরোত্তম শোভা দেখি ভাসি নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়িলা সবার পদতলে ।। ১৯৪ ।।
তবে নরোত্তমে মহাস্নেহে আলিঙ্গিলা।
নরোত্তম অঙ্গ প্রেমজলে সিক্ত কৈলা ।।
কহিলা অমৃতময় প্রবোধবচন।
ভাগ্যবন্ত বিপ্র কিছু করিলা শ্রবণ ।। ১৯৫ ।।
নরোত্তম প্রতি সবে মহাহৃষ্ট হৈয়া।
অন্তর্ধান হৈলা অনুগ্রহ প্রকাশিয়া ।। ১৯৬ ।।
সে বিচ্ছেদে নরোত্তম অধৈর্য্য হিয়ায়।
করয়ে বিলাপ জাগি চতুর্দ্দিকে চায় ।। ১৯৭ ।।
কোথা গেলা বলি নেত্রে বহে অশ্রুধার।
নরোত্তম চেষ্টা দেখি বিপ্রে চমৎকার ।। ১৯৮ ।।
ব্যগ্র হৈয়া বিপ্র নরোত্তমে করি কোলে।
পবিত্র হইলুঁ বলি ভাসে নেত্রজলে ।। ১৯৯ ।।
নরোত্তমে কহি কত মধুরবচন।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রাচীন ব্রাহ্মণ ।। ২০০ ।।
হৈল প্রভাত নিশি দেখি বিপ্রবর।
নরোত্তমে লইতে চাহেন নিজঘর ।। ২০১ ।।
নরোত্তম বিপ্রেরে করিয়া নমস্কার।
ব্যাকুল হইয়া আজ্ঞা মাগে বার বার ।। ২০২ ।।
অনুগ্রহ কর মোরে করিয়ে গমন।
দেখি গিয়া শ্রীগোস্বামী সবার চরণ ।। ২০৩ ।।
এই কর যেন পূর্ণ হয় মোর সাধ।
বিপ্র স্নেহে করি কোলে কৈলা আশীর্বাদ ।। ২০৪ ।।
নরোত্তম সঙ্গেতে চলিলা কত দূর।
না চলে চরণ শ্রম হইল প্রচুর ।। ২০৫ ।।
বৃন্দাবন পথ নরোত্তমে দেখাইয়া।
দিলেন মনুষ্য সঙ্গে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ।। ২০৬ ।।
নরোত্তম চলে প্রণমিয়া বিপ্রপায়।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল বিপ্র পথ পানে চায় ।। ২০৭ ।।

নরোত্তম চলিতে চিন্তয়ে মনে মনে।
মো হেন অযোগ্যে আনিলেন বৃন্দাবনে ।। ২০৮ ।।
কৃপাময় প্রভু শ্রীগোস্বামী লোকনাথ।
মো হেন পতিতে কি করিবেন আত্মসাথ ।। ২০৯ ।।
শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীভূগর্ভ মহাশয়।
শ্রীজীব গোস্বামী আদি প্রেমের আলয় ।। ২১০ ।।
এ সবার পাদপদ্ম ধরিব কি মাথে।
সবে কি করিবেন কৃপা মো হেন অনাথে ।। ২১১ ।।
শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রেমের মূর্ত্তি যেঁহ।
মো হেন দীনে কি প্রীতি করিবেন তেঁহ ।। ২১২ ।।
এত কহিতেই নেত্রে বহে প্রেমজল।
চলিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল ।। ২১৩ ।।
এথা অকস্মাৎ গত রাত্রে শ্রীনিবাস।
হৈলা অধৈর্য্য চিত্তে ব্যাপিলা উল্লাস ।। ২১৪ ।।
দেখি মহা মঙ্গল চিন্তয়ে মনে মনে।
অবশ্য মিলিব কোন প্রাণ বন্ধু সনে ।। ২১৫ ।।
স্বাভাবিক প্রেমোদয়ে ঝরে দু নয়ন।
বহু রাত্রি কৈলা সুখে নামসংকীর্ত্তন ।। ২১৬ ।।
অকস্মাৎ অল্প নিদ্রা হৈল রাত্রিশেষে।
স্বপ্নছলে শ্রীরূপ কহেন শ্রীনিবাসে ।। ২১৭ ।।
ওহে শ্রীনিবাস ! এই রজনি প্রভাতে।
হইবে তোমার দেখা নরোত্তম সাথে ।। ২১৮ ।।
ঐছে কহি গোস্বামী হইল অন্তর্ধান।
শ্রীনিবাস জাগি দেখে রজনি বিহান ।। ২১৯ ।।
অতি শীঘ্র শ্রীজীব গোস্বামী পাশে গিয়া।
রজনি বৃত্তান্ত জানাইলা প্রণমিয়া ।। ২২০ ।।
শ্রীজীব গোসাঞি কহে শ্রীনিবাস প্রতি।
ঐছে প্রভু মোরে জানাইলা তাঁর গতি ।। ২২১ ।।
যাঁহার প্রসঙ্গ পূর্ব্বে কহিল তোমায়।
সেই এই নরোত্তম আইসে এথায় ।। ২২২ ।।
তোমারে কহিতে স্বপ্ন উদ্বিগ্ন আছিলুঁ।
শুনিয়া তোমার মুখে মহা সুখ পাইলুঁ ।। ২২৩ ।।

এত কহি শীঘ্র গেলা গোবিন্দ দর্শনে।
শ্রীনিবাস মহা হর্ষে আইলা নিজ স্থানে ॥ ২২৪ ॥
অকস্মাৎ কেহ আসি দিল সমাচার।
গৌড় হইতে আইলা এক নৃপতি কুমার ॥ ২২৫ ॥
অলপ বয়স মূর্ত্তি অতি মনোহর।
নিজ নেত্র জলে সদা সিক্ত কলেবর ॥ ২২৬ ॥
শ্রীগোবিন্দ দরশনে যে হইল বিকার।
কে কহিতে পারে তাহা অতি চমৎকার ॥ ২২৭ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী তাঁরে ধরি করি কোলে।
সিঞ্চিলা তাঁহার অঙ্গ নিজ নেত্রজলে ॥ ২২৮ ॥
অতি সুমধুর বাক্যে তাঁরে প্রবোধিয়া।
তোমারে লইতে মোরে দিলা পাঠাইয়া ॥ ২২৯ ॥
ঐছে শুনি শ্রীনিবাস স্থীর হইতে নারে।
মনের উল্লাসে গেলা গোবিন্দের দ্বারে ॥ ২৩০ ॥
নরোত্তম সঙ্গে তথা হইল মিলন।
দরিদ্র পাইল যেন অমূল্য রতন ॥ ২৩১ ॥
শ্রীনিবাস যে কহিলা আলিঙ্গন করি।
সে অতি মধুর এথা বিস্তারিতে নারি ॥ ২৩২ ॥
নরোত্তম হইলা যৈছে আচার্য্য-দর্শনে।
তাঁহা একমুখে বা বর্ণিবে কোন জনে ॥ ২৩৩ ॥
কেহ কার প্রতি কহে হইয়া বিস্মিত।
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য এই স্বাভাবিক প্রীত ॥ ২৩৪ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম একত্র দোঁহারে।
দেখি কত বিতর্ক করয়ে পরস্পরে ॥ ২৩৫ ॥
নরোত্তম মনে অভিলাষ ছিল যাঁহা।
গোবিন্দদেব পূর্ণ করিলেন তাঁহা ॥ ২৩৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোবিন্দের অধিকারী।
তেঁহো মালা প্রসাদ দিলেন যত্ন করি ॥ ২৩৭ ॥
প্রসঙ্গ কহিয়ে কৃষ্ণ পণ্ডিত আখ্যান।
চৈতন্য পার্ষদ যেহ মহাবিদ্যাবান ॥ ২৩৮ ॥
কাশীশ্বর গোস্বামী হৈলে সঙ্গোপন।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত সেবে গোবিন্দচরণ ॥ ২৩৯ ॥

সর্ব্বত্র বিদিত এ নরোত্তম প্রতি।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত গোস্বামীর প্রীতি অতি ॥ ২৪০ ॥
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতে প্রণমিয়া।
যৈছে দৈন্য কৈলা শুনিতে কান্দে হিয়া ॥ ২৪১ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী শীঘ্র লৈয়া নরোত্তমে।
আইলেন লোকনাথ গোস্বামী আশ্রমে ॥ ২৪২ ॥
অতি সে নির্জনে একা আছেন বসিয়া।
সনাতন রূপের বিচ্ছেদে দগ্ধ হিয়া ॥ ২৪৩ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী প্রণমিয়া ধীরে ধীরে।
নরোত্তম প্রসঙ্গ কহিলা গোস্বামীরে ॥ ২৪৪ ॥
শুনি নরোত্তমে দেখি ভাসেন নেত্রজলে।
নরোত্তম পড়িলা গোস্বামীর পদতলে ॥ ২৪৫ ॥
পূরব সঙরি স্থির নহে বাৎসল্যেতে।
ধরিলেন শ্রীচরণ নরোত্তম মাথে ॥ ২৪৬ ॥
নরোত্তমে সিক্ত করি অমৃত বচনে।
জানাইলা দীক্ষা বিধি হৈবে কিছু দিনে ॥ ২৪৭ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী প্রতি কহে বার বার।
এই কর ভক্তিগ্রন্থে হউক অধিকার ॥ ২৪৮ ॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে অতি বাৎসল্যেতে।
সদা সাবধান করাইবা ভক্তি পথে ॥ ২৪৯ ॥
ঐছে কহি রূপসনাতন নাম লইয়া।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস মহা ব্যাকুল হৈয়া ॥ ২৫০ ॥
গোস্বামীর চেষ্টা দেখি শ্রীজীব গোস্বাঞি।
যেরূপ হইলা তা কহিতে সাধ্য নাই ॥ ২৫১ ॥
নিবারিতে নারে নেত্রধারা নিরন্তর।
হইলেন বিদায় পাইয়া অবসর ॥ ২৫২ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ পাদপদ্ম দরশনে।
যে হইল তাঁহা বা বর্ণিবে কোন জনে ॥ ২৫৩ ॥
তথা শ্রীনিবাস নরোত্তমে যে কহিলা।
সে প্রেম প্রসঙ্গ অন্যে বিস্তারি বর্ণিলা ॥ ২৫৪ ॥
নরোত্তমে স্থির করি শ্রীজীব গোসাঞি।
শীঘ্র লইয়া গেলা ভট্ট গোস্বামীর ঠাঞি ॥ ২৫৫ ॥

তেঁহ বসিয়াছেন একা পরমনির্জনে।
সদাই উদ্বিগ্ন রূপসনাতন বিনে ॥ ২৫৬ ॥
সনাতন প্রতি যৈছে ব্যবহার তাঁর।
বলিতে কি জানি তা হা সর্বত্র প্রচার ॥ ২৫৭ ॥

তথাহি—

সনাতন প্রেম-পরিপ্লুতান্তরং,
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং,
নমামি রাধারমণৈকজীবনম্ ॥ ৪॥

গোপালভট্টের অন্তর শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রেমে পরিপ্লুত এবং যাঁহার সকল চেষ্টা ও ভাবশ্রীরূপগোস্বামীর সখ্য লক্ষণে বিশেষরূপে লক্ষিত, যাঁহারাv তাঁহাকে ভজন করেন তিনি তাহাদিগকে বাঞ্ছিত প্রদান করেন এবং শ্রীরাধারমণই যাঁহার একমাত্র জীবন স্বরূপ সেই গোপালভট্ট গোস্বামীকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৪ ॥

গোস্বামীর চেষ্টা দেখি শ্রীজীব গোসাঞি।
হইলেন যেরূপ তাঁহা কহিতে সাধ্য নাই ॥ ২৫৮ ॥
বিনয় পূর্ব্বক প্রণমিয়া নিবেদিলা।
সেই এই নরোত্তম শুনি হর্ষ হইলা ॥ ২৫৯ ॥
নরোত্তম পড়িলা গোস্বামী পদতলে।
তেঁহ আলিঙ্গিয়া সিক্ত কৈলা নেত্রজলে ॥ ২৬০ ॥
জিজ্ঞাসি মঙ্গল মহামধুর বাক্যেতে।
কৈলা যে বাৎসল্য তাঁহা না পারি বর্ণিতে ॥ ২৬১ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামীরে প্রণমিয়া।
চলিলেন শ্রীনিবাস নরোত্তমে লইয়া ॥ ২৬২ ॥
শ্রীরাধারমণ শোভা দেখি নেত্রভরি।
যে আনন্দ হইল তাঁহা কহিতে না পারি ॥ ২৬৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
ক্রমে এই তিনের মুখ বক্ষ শ্রীচরণ ॥ ২৬৪ ॥
এক ঠাঁই তিনের দর্শন প্রাপ্ত হৈলা।
শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমে জানাইলা ॥ ২৬৫ ॥

ঐছে কত প্রেমাবেশে কহিতে কহিতে।
প্রবেশিলা শ্রীগোপীনাথের মন্দিরেতে ॥ ২৬৬ ॥
শ্রীমধুপণ্ডিত গোস্বামীরে জানাইলা।
গৌড় হইতে নরোত্তম অদ্য আইলা ॥ ২৬৭ ॥
নরোত্তম পড়িল গোস্বামীর পদতলে।
তেঁহো মহা হৃষ্ট হইয়া করিলেন কোলে ॥ ২৬৮ ॥
নেত্রের ধারায় নরোত্তমে সিক্ত করি।
কহিলা যতেকে স্নেহে কহিতে না পারি ॥ ২৬৯ ॥
রাধাগোপীনাথের দর্শন করাইলা।
শ্রীমালাপ্রসাদা আনি নরোত্তমে দিলা ॥ ২৭০ ॥
নরোত্তম করি গোপীনাথের দর্শন।
যেরূপ হইলা তাঁ বর্ণিবে কোন্ জন ॥ ২৭১ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী দোঁহা লৈয়া তথা হইতে।
ভূগর্ভ গোস্বামীবাসা গেলেন ত্বরিতে ॥ ২৭২ ॥
তেঁহো প্রেমময় মহা পণ্ডিত গভীর।
লোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন শরীর ॥ ২৭৩ ॥
চিন্তয়ে প্রভুর লীলা নির্জনে বসিয়া।
শ্রীজীব গোস্বামী তথা মিলিলেন গিয়া ॥ ২৭৪ ॥
প্রিয় নরোত্তমে দিলেন পরিচয়।
গোস্বামীর হইল পরম হর্ষোদয় ॥ ২৭৫ ॥
নরোত্তম পড়িলা শ্রীভূগর্ভ-চরণে।
তেঁহো মহা স্নেহ প্রকাশিলা আলিঙ্গনে ॥ ২৭৬ ॥
নরোত্তমে কোলে করি না পারে ছাড়িতে।
কহিলা যেসব তাঁহা নারি বিস্তারিতে ॥ ২৭৭ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীভূগর্ভ প্রণমিয়া।
বাসা গেলা শ্রীনিবাস নরোত্তমে লইয়া ॥ ২৭৮ ॥
শ্রীরাধাদামোদরের দর্শন করাইলা।
নরোত্তম প্রেমাবেশে অধৈর্য্য হইলা ॥ ২৭৯ ॥
তথা রূপ গোস্বামীর সমাধি দর্শনে।
যে দশা হইল তাহা বর্ণিবে কোন্ জনে ॥ ২৮০ ॥
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় নরোত্তম।
নেত্র ধারা বহে নদীপ্রবাহের সম ॥ ২৮১ ॥

হইল নিশ্চল দেহ না চলে নিঃশ্বাস।
আস্তেব্যস্তে কোলে তুলি লৈলা শ্রীনিবাস ॥ ২৮২ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী স্থির করি কতক্ষণে।
আপন কুটিরে লই গেলা নরোত্তমে ॥ ২৮৩ ॥
হেন কালে তেঁহ জানাইলা গোস্বামীরে।
শীঘ্র আগমন কর গোবিন্দ মন্দিরে ॥ ২৮৪ ॥
শ্রবণ মাত্রেতে দোঁহে লৈয়া শীঘ্র গেলা।
গোবিন্দের রাজভোগ আরতি দেখিলা ॥ ২৮৫ ॥
তথায় হৈল মহা প্রসাদ সেবন।
পুনঃ নিজবাসা আইলা সঙ্গে দুইজন ॥ ২৮৬ ॥
কতক্ষণ রহি কৃষ্ণ কথা আলাপনে।
চলিলেন শ্রীমদনমোহন দর্শনে ॥ ২৮৭ ॥
তথা গিয়া উত্থাপন আরতি দেখিলা।
নরোত্তম বৃত্তান্ত সকলে জানাইলা ॥ ২৮৮ ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী গোস্বামী স্নেহেতে।
যে কৃপা করিলা তাঁহা নারি বিস্তারিতে ॥ ২৮৯ ॥
নরোত্তম দেখিয়া শ্রীমদনমোহনে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ ধারা দুনয়নে ॥ ২৯০ ॥
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী গোস্বাঞি।
যে সুখ হইল তা কহিতে সাধ্য নাই ॥ ২৯১ ॥
সনাতন গোস্বামীর সমাধি যেখানে।
নরোত্তমে দেখাইলা শ্রীজীব আপনে ॥ ২৯২ ॥
নরোত্তম হৈলা যৈছে সমাধি দর্শনে।
তাঁহা একমুখে বা বর্ণিবে কোন্ জনে ॥ ২৯৩ ॥
শ্রীজীব গোস্বামি স্নেহ কে বর্ণিতে পারে।
নরোত্তমে স্থির কৈলা অনেক প্রকারে ॥ ২৯৪ ॥
সবা লৈয়া শ্রীজীবগোস্বামি বাসা গেলা।
প্রিয় শ্রীনিবাসে নরোত্তমে সমর্পিলা ॥ ২৯৫ ॥
মহাসুখে শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া।
চলিলেন বাসা গোস্বামীরে প্রণমিয়া ॥ ২৯৬ ॥
রাত্রি পোহাইল দোঁহে কৃষ্ণকথারসে।
প্রভাতে যমুনাস্নান কৈলা প্রেমাবেশে ॥ ২৯৭ ॥

দোঁহে নিজ নিজাভীষ্ট চরণ বন্দিয়া।
শ্রীজীব গোস্বামি পাশে গেলা হৃষ্ট হৈয়া ॥ ২৯৮ ॥
তেঁহ রাধাকুণ্ডে পাঠাইলা শীঘ্র করি।
দেখিলেন গিয়া দুই কুণ্ডের মাধুরী ॥ ২৯৯ ॥
শ্রীনিবাস গিয়া দাস গোস্বামীর স্থানে।
নরোত্তম প্রসঙ্গ কহিলা সাবধানে ॥ ৩০০ ॥
যদ্যপি গোস্বামী মহাব্যাকুল হৃদয়।
তথাপিহ শুনি চিত্তে হৈল হর্ষোদয় ॥ ৩০১ ॥
কোথা নরোত্তম বলি নেত্র প্রকাশিলা।
নরোত্তম গিয়া পাদপদ্মে প্রণমিলা ॥ ৩০২ ॥
বাৎসল্যে বিহ্বল হইয়া শ্রীদাসগোস্বাঞি।
যে কৃপা করিলা তা বর্ণিতে সাধ্য নাই ॥ ৩০৩ ॥
তথাতে যে ছিলেন পরম বিজ্ঞগণ।
সবা সহ হৈল নরোত্তমের মিলন ॥ ৩০৪ ॥
শ্রীরাঘবপণ্ডিত গোসাঞি গোবর্দ্ধনে।
পাইলা পরমানন্দ দেখি নরোত্তমে ॥ ৩০৫ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া।
শ্রীজীবগোস্বামী স্থানে নিবেদিলা গিয়া ॥ ৩০৬ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী সব শুনি হৃষ্ট হৈলা।
নরোত্তমে শীঘ্র পাঠারম্ভ করাইলা ॥ ৩০৭ ॥
নরোত্তম করে ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন।
অর্থের কৌশলে হরে সবাকার মন ॥ ৩০৮ ॥
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অন্তর।
লোকনাথ গোস্বামীর সেবায় তৎপর ॥ ৩০৯ ॥
যৈছে সেবা করে তাঁহা কহনে না যায়।
গোসাঞি প্রসন্ন নরোত্তমের সেবায় ॥ ৩১০ ॥
একদিন নরোত্তমে ব্যাকুল দেখিয়া।
মনোরথ পূর্ণ কৈলা দীক্ষামন্ত্র দিয়া ॥ ৩১১ ॥
কিবা সে অপূর্ব্ব মন্ত্র দীক্ষার বিধান।
বিস্তারিতে নারি ভক্তিশাস্ত্র সে প্রমাণ ॥ ৩১২ ॥
বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সবাকার।
দেখি নরোত্তমের অদ্ভুত অধিকার ॥ ৩১৩ ॥

শ্রীজীবগোস্বামী বুঝি সবার আশয়।
দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ ৩১৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় খ্যাতি মনোহর।
শুনি সর্ব্ব মহান্তের উল্লাস অন্তর ॥ ৩১৫ ॥
যৈছে নরোত্তম তৈছে পদবী ইহাঁর।
এই কথা সর্ব্বত্রই হইল প্রচার ॥ ৩১৬ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কে না ঝুরে।
সবার পরম স্নেহপাত্র ব্রজপুরে ॥ ৩১৭ ॥
বৃন্দাবনে মানসী সেবায় যৈছে রীত।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সে সব বিদিত ॥ ৩১৮ ॥
বাহুল্যের ভয়ে এথা নারি বর্ণির্বারে।
এবেকহি গৌড়ে পুনঃ আইলা যে প্রকারে ॥ ৩১৯ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ৩২০ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তবিলাসে জন্মাদিবর্ণন নাম দ্বিতীয় বিলাস ॥

॥ তৃতীয় বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥ ১ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাঁহা করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বমহান্ত সহিতে।
শুভদিন কৈলা গৌড়ে গ্রন্থ পাঠাইতে ॥ ৩ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যে সমর্পিল গ্রন্থগণ।
যাঁর দ্বারে প্রভু করাবেন বিতরণ ॥ ৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজকৃত শ্লোকে।
বর্ণিলেন এ কথা বিদিত সর্ব্বলোকে ॥ ৫ ॥

তথাহি—

শ্রীরূপপ্রমুখৈকশক্তিকতমেনাবিষ্করোতি প্রভুঃ,
গ্রন্থোঽয়ং বিতনোতি শক্তিপরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
দ্বে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন সঃ,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির্ম্মমকদা দৃগ গোচরং যাস্যতি ॥ ১॥

যে শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপপ্রমুখ এক শক্তির দ্বারা গ্রন্থরত্ন আবিষ্কার করিয়াছেন এবং শ্রীনিবাসাখ্য অন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা ঐ গ্রন্থরত্নকে বিস্তার করিতেছেন, এবং যিনি করুণাবশতঃ ধরাতলে এই দুই শক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, সেই দয়ানিধি শ্রীচৈতন্যদেব কবে আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥ ১ ॥

শ্রীজীব গোস্বামী কোটিসমুদ্র-গভীর।
বিচ্ছেদে ব্যাকুলচিত্ত বাহ্যে মহাধীর ॥ ৬ ॥
সর্বত্র বিদায় করাইয়া শ্রীনিবাসে।
শুভক্ষণে যাত্রা করাইলা গৌড়দেশে ॥ ৭ ॥
লোকনাথ গোস্বামী সে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া।
নরোত্তমে দিলা শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া ॥ ৮ ॥
নরোত্তমে করিতে কহিলা বার বার।
শ্রীবিগ্রহ সেবা সঙ্কীর্ত্তন সদাচার ॥ ৯ ॥
ঐছে বহু শুনি নরোত্তমের উল্লাস।
কে বর্ণিবে যে সুখ পাইলা শ্রীনিবাস ॥ ১০ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসে নরোত্তমে।
শ্যামানন্দে সমর্পি বিহ্বল মহাপ্রেমে ॥ ১১ ॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ দুই তোমার।
সর্বমতে তোমার সে এ দোঁহার ভার ॥ ১২ ॥
শ্যামানন্দে আজ্ঞা দিলা গৌড়দেশে গিয়া।
যাইবে উৎকলে শ্রীঅম্বিকাপুরী হৈয়া ॥ ১৩ ॥
এ সব প্রসঙ্গ এথা নারি বর্ণিবার।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে জানিবে বিস্তার ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বমহান্তের করি চরণবন্দন।
ভক্তিগ্রন্থ লৈয়া তিনে করয়ে গমন ॥ ১৫ ॥

শ্রীজীবগোস্বামী আদি ব্যাকুল অন্তর।
মথুরা পর্য্যন্ত সবে চলিলা সত্বর ॥ ১৬ ॥
আগে চালাইয়া গ্রন্থ গাড়ী ভরি।
সঙ্গে একাদশ ব্রজবাসী অস্ত্রধারী ॥ ১৭ ॥
মথুরায় গিয়া সবে কৈলা রাত্রিবাস।
মথুরাবাসীর হৈল পরম উল্লাস ॥ ১৮ ॥
প্রাতঃকালে বিদায়সময়ে হৈল যাঁহা।
কোটি কোটি মুখেও বর্ণিতে নারি তাঁহা ॥ ১৯ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে।
শ্রীগৌড়মণ্ডল প্রাপ্ত হৈলা কত দিনে ॥ ২০ ॥
বনপথে বনবিষ্ণুপুর সন্নিধানে।
বনমধ্যে একগ্রাম আইলা সেইখানে ॥ ২১ ॥
তথা সাবধানে বহু রাত্রি গোঙাইলা।
প্রভু-ইচ্ছামতে সবে নিদ্রাগত হইলা ॥ ২২ ॥
রাজা বীরহাম্বিরে কহিল কোন জন।
গাড়ী পুরি রত্ন লৈয়া আইলা মহাজন ॥ ২৩ ॥
শুনি রাজা দস্যু শীঘ্র প্রেরিয়া উল্লাসে।
গ্রন্থ রত্নগণ আনাইলা অনায়াসে ॥ ২৪ ॥
সম্পুটের মধ্যে গ্রন্থ না করি বাহির।
সম্পুটদর্শনে রাজা হইলা অস্থির ॥ ২৫ ॥
বার বার প্রণময়ে ভূমেতে পড়িয়া।
রাজা এ বুঝিতে নারে যে করয়ে হিয়া ॥ ২৬ ॥
রাজা কহে এ কি হৈল আমার অন্তরে।
জানি কি রত্ন আছে সম্পুট ভিতরে ॥ ২৭ ॥
ঐছে কত কহে রাজা নেত্রে বহে জল।
ভক্তিদেবী দেখাইলা নানা সুমঙ্গল ॥ ২৮ ॥
রাজা বহু বিচার করিয়া মনে মনে।
গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিলা নির্জনে ॥ ২৯ ॥
সম্পূটের মধ্যে দেখে গ্রন্থরত্নগণ।
রাজা মহা খেদে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥ ৩০ ॥
হায় হায় কি হইল দুর্দ্দৈব আমার।
কোন্ মহাশয়েরে দুঃখ দিলু মুঞি ছার ॥ ৩১ ॥

যদি মোর ভাগ্যে হয় তাঁর দরশন।
তবে গ্রন্থরত্ন দিয়া লইমু শরণ ॥ ৩২ ॥
ঐছে কত কহে রাজা বসিয়া বিরলে।
এথা গ্রন্থ চুরি হৈলে জাগিলা সকলে ॥ ৩৩ ॥
গ্রন্থ অদর্শনে হৈল যে দশা সবার।
তাঁহা একমুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার ॥ ৩৪ ॥
ভূমে আছাড়িয়া অঙ্গ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কেহ কোনরূপে স্থির হইতে না পারে ॥ ৩৫ ॥
আচার্য্য ঠাকুর কিছু ধৈর্য্যাবলম্বিয়া।
কহয়ে মধুরবাক্যে সবা সম্বোধিয়া ॥ ৩৬ ॥
সতর্কে দুর্গম পথনির্ব্বিঘ্নে আইলুঁ।
এথা অকস্মাৎ সবে নিদ্রাগত হৈলুঁ ॥ ৩৭ ॥
না জানিলুঁ গ্রন্থ কেবা হরিল কখন।
ইথে বুঝি আছে কিছু গূঢ় প্রয়োজন ॥ ৩৮ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহয়ে নিভৃতে।
বুঝি এই ছলে কৃপা হৈবে এ দেশেতে ॥ ৩৯ ॥
হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে।
চিন্তা নাহি গ্রন্থপ্রাপ্তি হৈবে অনায়াসে ॥ ৪০ ॥
এথা কেহ আচার্য্যে কহয়ে ধীরে ধীরে।
রাজার এ কার্য্য যাহ বনবিষ্ণুপুরে ॥ ৪১ ॥
শুনি শ্রীনিবাসচার্য্য সবা প্রবোধিয়া।
বৃন্দাবনে লোক পাঠাইলা পত্রী দিয়া ॥ ৪২ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে মহাযত্ন করি।
পুনঃ পুনঃ কহে শীঘ্র যাইতে খেতরি ॥ ৪৩ ॥
শ্যামানন্দ প্রতি কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
যাইবে উৎকলে শীঘ্র খেতরি যাইয়া ॥ ৪৪ ॥
বনবিষ্ণুপুরে আমি গ্রন্থ অন্বেষিব।
গ্রন্থপ্রাপ্তি সমাচার শীঘ্র পাঠাইব ॥ ৪৫ ॥
এবে আর চিন্তা কিছু না করিও মনে।
এত কহি বিদায় করিলা দুই জনে ॥ ৪৬ ॥
আচার্য্যের বাক্য দোঁহে না করয়ে লঙ্ঘন।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল হৈয়া করিলা গমন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীখেতরি গিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দে তিলার্দ্ধেক ছাড়িতে নারয় ॥ ৪৮ ॥
এথা শ্রীনিবাসচার্য্য বনবিষ্ণুপুরে।
করিলেন অনুগ্রহ শ্রীবীরহাম্বিরে ॥ ৪৯ ॥
গ্রন্থরত্ন দিয়া রাজা লইলা শরণ।
গোষ্ঠী সহ হৈলা মহাভক্তিপরায়ণ ॥ ৫০ ॥
এ সব প্রসঙ্গ এথা সংক্ষেপে কহিল।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বিস্তার বর্ণিল ॥ ৫১ ॥
বনবিষ্ণুপুরের এ সব সমাচার।
সর্ব্বত্র বিদিত সবে শুনি চমৎকার ॥ ৫২ ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর পরমানন্দ মনে।
গ্রন্থপ্রাপ্তি-পত্রী পাঠাইলা বৃন্দাবনে ॥ ৫৩ ॥
শ্রীঠাকুরমহাশয় শ্যামানন্দ যথা।
শীঘ্র এ সম্বাদ-পত্রী পাঠাইলা তথা ॥ ৫৪ ॥
পত্রীপাঠমাত্রে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কহি সাধ্য নয় ॥ ৫৫ ॥
শ্যামানন্দ আনন্দ আবেশে কতক্ষণ।
উর্দ্ধবাহু করি কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥ ৫৬ ॥
মহাহৃষ্ট পুরুষোত্তম দত্তের তনয়।
শ্রীসন্তোষদত্ত নাম গুণের আলয় ॥ ৫৭ ॥
শ্রীনরোত্তমের তেঁহ পিতৃব্যকুমার।
কৃষ্ণানন্দদত্ত যারে দিলা রাজ্যভার ॥ ৫৮ ॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ রাজা মঙ্গলবিধানে।
করেন অনেক দান ব্রাহ্মণ সজ্জনে ॥ ৫৯ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
বনবিষ্ণুপুরে শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা ॥ ৬০ ॥
শ্যামানন্দ বিদায় হইলা তার পরে।
বিচ্ছেদে যে দুঃখ তাঁহা কে বর্ণিতে পারে ॥ ৬১ ॥
বিদায়ের কালে যৈছে কথাপেকথন।
তাঁহা শুনি পশু পক্ষী করয়ে ক্রন্দন ॥ ৬২ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মহাব্যগ্রচিত্তে।
দিলেন মনুষ্য সঙ্গে উৎকল যাইতে ॥ ৬৩ ॥

চলিলেন শ্যামানন্দ কাতর অন্তরে।
নবদ্বীপ হৈয়া গেলা অম্বিকানগরে ॥ ৬৪ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মন্দির দর্শনে।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট ধারা বহে দু নয়নে ॥ ৬৫ ॥
শ্যামানন্দ চেষ্টা দেখি কোন মহাশয়।
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের আগে নিবেদয় ॥ ৬৬ ॥
আইলেন তোমার দুঃখিনী কৃষ্ণদাস।
দেখিলু অদ্ভুত প্রেমভক্তির প্রকাশ ॥ ৬৭ ॥
শ্রীমন্দির দূরে দেখি ভূমেতে পড়িয়া।
করেন প্রণতি কত অতিদীন হৈয়া ॥ ৬৮ ॥
কিবা দুই নয়নের জল ভাসি যায়।
তেঁহ দূরে আইসে মুঞি আইলু ত্বরায় ॥ ৬৯ ॥
শুনিয়া ঠাকুর অতি আনন্দ-অন্তরে।
কহে বার বার শীঘ্র আনহ তাঁহারে ॥ ৭০ ॥
তার লাগি সদা মোর উদ্বিগ্ন হৃদয়।
যৈছে ভক্তি চেষ্টা তাহা কহিলে না হয় ॥ ৭১ ॥
দীক্ষামন্ত্র লৈয়া এথা রহি কত দিন।
নিতাই চৈতন্য চাঁন্দে কৈল প্রেমাধীন ॥ ৭২ ॥
কত যত্ন করি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবন।
তথা গিয়া ভক্তিশাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন ॥ ৭১ ॥
নিজ মনোবৃত্তি মোরে লিখি পাঠাইল।
তাঁর আর্ত্তি দেখি তারে তৈছে আজ্ঞা দিল ॥ ৭২ ॥
নিকুঞ্জ সেবায় রত হৈল অনিবার।
পাইল সুখ "শ্যামানন্দ" নাম হৈল তাঁর ॥ ৭৩ ॥
বৃন্দাবনে সকলেই অতি কৃপা কৈলা।
এখানে আসিব পূর্ব্বে পত্রী পাঠাইলা ॥ ৭৪ ॥
নিতাই চৈতন্য কৃপা করি তাঁর দ্বারে।
যে কার্য্য সাধিবে তাঁহা ব্যাপিবে সংসারে ॥ ৭৫ ॥
মোর প্রিয় শিষ্য সেই কহিলুঁ তোমায়।
অনেক দিনের পরে দেখিবে তাঁহায় ॥ ৭৬ ॥
এত কহিতেই শ্যামানন্দ উপনীত।
পড়িলা চরণতলে হৈয়া সাবহিত ॥ ৭৭ ॥

শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর বাৎসল্যেতে।
ধরিলেন শ্রীচরণ শ্যামানন্দমাথে ॥ ৭৮ ॥
আলিঙ্গন করিতেই দূরে গিয়া রয়।
ভাসে নেত্রজলে মহা উল্লাস হৃদয় ॥ ৭৯ ॥
তথাপি ঠাকুর আলিঙ্গিয়া সেইক্ষণে।
প্রেমাবেশে লৈলা প্রভু মন্দির প্রাঙ্গনে ॥ ৮০ ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণে সমর্পিলা।
প্রভু দেখি শ্যামানন্দ অধৈর্য্য হইলা ॥ ৮ ॥
যে ভাববিকার তাঁহা কহিতে না পারি।
নিজস্থানে ঠাকুর আনিলা সঙ্গে করি ॥ ৮১ ॥
নিজভুক্ত শেষ সুখে দিলা শ্যামানন্দে।
ভুঞ্জিলেন শ্যামানন্দ পরম আনন্দে ॥ ৮২ ॥
তবে শ্রীঠাকুর সমাচার জিজ্ঞাসিলা।
আদ্যোপান্ত শ্যামানন্দ সকলি কহিলা ॥ ৮৩ ॥
অতিপ্রিয় শিষ্য শ্যামানন্দের কথায়।
যে আনন্দ হৈল তাঁহা কহা নাহি যায় ॥ ৮৪ ॥
কতদিন শ্যামানন্দ রহি গুরুপাশে।
গুরু সেবা করে মহা মনের উল্লাসে ॥ ৮৫ ॥
একদিন হৃদয়চৈতন্য দয়াময়।
শ্যামানন্দে অতি সুমধুর বাক্যে কয় ॥ ৮৬ ॥
না কর বিলম্ব এবে উৎকল যাইতে।
বহু কার্য্য সিদ্ধ হৈবে তোমার দ্বারাতে ॥ ৮৭ ॥
এত কহি নিতাই চৈতন্য আগে লৈলা।
শ্রীমালা প্রসাদ শ্যামানন্দে আনি দিলা ॥ ৮৮ ॥
মহাশক্তি সঞ্চারিয়া করিলা বিদায়।
শ্যামানন্দ ব্যাকুল কান্দয়ে উভরায় ॥ ৮৯ ॥
যৈছে শ্যামানন্দ কৈলা উৎকলগমন।
এথা বিস্তারিয়া তাঁহা না হয় বর্ণন ॥ ৯০ ॥
উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যামানন্দ তা সভার করিলা নিস্তার ॥ ৯১ ॥
শ্রীরসিকানন্দ আদি বহু শিষ্য কৈলা।
সবার কৃপালেশে দেশ ধন্য হৈলা ॥ ৯২ ॥

এথা এ সকল কথা সংক্ষেপে কহিলুঁ।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইহা বিস্তারিলুঁ ॥ ৯৩ ॥
এবে কহি শ্যামানন্দ মনের উল্লাসে।
শ্রীখেতরি হৈতে আইলা শ্রীউৎকল দেশে ॥ ৯৪ ॥
শ্রীখেতরি হৈতে যে মনুষ্য সঙ্গে আইলা।
সমাচার পত্রী দিয়া তাঁরে পাঠাইলা ॥ ৯৫ ॥
এথা খেতরিতে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ বিনা অতি উদ্বিগ্ন-হৃদয় ॥ ৯৬ ॥
তাঁর মহামঙ্গল সংবাদ-পত্রী পাঞা।
বনবিষ্ণুপুরে শীঘ্র দিলা পাঠাইয়া ॥ ৯৭ ॥
পত্রীপাঠে ঠাকুর পরমানন্দ-মনে।
নিজ পত্রী পাঠাইলা শ্যামানন্দস্থানে ॥ ৯৮ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে পত্রী পাঠাইলা।
পত্রী পাঠে মহাশয় মহাহর্ষ হৈলা ॥ ৯৯ ॥
পুনঃ মহাশয় পত্রী পাঠাই তুরিতে।
নবদ্বীপে যাত্রা কৈলা খেতরী হইতে ॥ ১০০ ॥
প্রেমাবেশে পথে চলে মত্তহস্তী প্রায়।
মুখ বক্ষ ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ ১০১ ॥
যে দেখে বারেক শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
সে নির্ম্মল প্রেমভক্তি-সমুদ্রে ভাসয়ে ॥ ১০২ ॥
ছাড়িতে নারয়ে সঙ্গ শোভা নিরখিয়া।
গ্রামে গেলে লোক সব আইসে ধাইয়া ॥ ১০৩ ॥
নানা কথা কহি সবে করে নিরীক্ষণ।
গ্রাম হৈতে গেলে মহাদুঃখী সর্ব্বজন ॥ ১০৪ ॥
ঐছে কিছুদিনে নবদ্বীপ-পাশে গিয়া।
করে মহা খেদ অতি ব্যাকুল হইয়া ॥ ১০৫ ॥
ওহে দয়াময় প্রভু দুঃখ ভুঞ্জাইতে।
এ হেন সময়ে জন্মাইলে পৃথিবীতে ॥ ১০৬ ॥
দেখিতে না পাইলুঁ এই নদীয়া-বিহার।
এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ১০৭ ॥
ধীরে ধীরে চলে দুঃখে ক্রন্দন করিয়া।
দেখয়ে আশ্চর্য্য নবদ্বীপে প্রবেশিয়া ॥ ১০৮ ॥

প্রতি ঘরে ঘরে কিবা আনন্দমঙ্গল।
নিরন্তর হরি হরি ধ্বনি কোলাহল ॥ ১০৯ ॥
কি নারী পুরুষ মহা মনের উল্লাসে।
চতুর্দ্দিক হৈতে চলে প্রভুর আবাসে ॥ ১১০ ॥
পরিকর সহ বিহরয়ে গৌররায়।
সংকীর্ত্তন সুখের পাথার নদীয়ায় ॥ ১১১ ॥
ঐছে কতক্ষণ দেখি দেখে তারপর।
দুঃখের সমুদ্রে ভাসে নদীয়া নগর ॥ ১১২ ॥
কি দেখিলুঁ কি দেখিলুঁ বলে বার বার।
চলিতে না পারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ১১৩ ॥
কতক্ষণে মনে বিচারিয়া মহাশয়।
কত দূরে গিয়া পুছে প্রভুর আলয় ॥ ১১৪ ॥
কেহ কেহ কাঁদিয়া কহয়ে হেটমাথে।
অই দেখ প্রভুবাটী যাহ এই পথে ॥ ১১৫ ॥
প্রভুর ভবন দেখি কান্দে নরোত্তম।
দুই নেত্রে ধারা বহে নদী ধারা সম ॥ ১১৬ ॥
সেই পথে আইসে ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
নরোত্তমে দেখি হৈলা ব্যাকুল অন্তর ॥ ১১৭ ॥
নরোত্তম প্রণমিলা পড়ি ভূমিতলে।
দেহ পরিচয় বলি তেঁহ কৈলা কোলে ॥ ১১৮ ॥
নরোত্তম নিজ পরিচয় নিবেদিতে।
পরম বাৎসল্যে কহে কান্দিতে কান্দিতে ॥ ১১৯ ॥
যবে গৌরচন্দ্র রামকেলি গ্রামে গেলা।
প্রেমে মহামত্ত হৈয়া তোমা আকর্ষিলা ॥ ১২০ ॥
কে বুঝিতে পারে সেই প্রভুর চরিত।
পূর্ব্বেই তোমার নাম করিলা বিদিত ॥ ১২১ ॥
ওহে বাপু নরোত্তম তোমারে দেখিতে।
বড় সাধ ছিল সর্ব্বমহান্তের চিতে ॥ ১২২ ॥
প্রভুর বিরহে স্থির নহে কার মন।
কেহ কেহ অল্পদিনে হৈলা অদর্শন ॥ ১২৩ ॥
এত কহি নিজ পরিচয় জানাইলা।
প্রভু-ভক্তগণে নরোত্তমে মিলাইলা ॥ ১২৪ ॥
নরোত্তম বন্দিলেন সবার চরণ।
নরোত্তমে কৈলা সবে প্রেম আলিঙ্গন ॥ ১২৫ ॥
যদ্যপি ব্যাকুল মহাবিরহব্যথায়।
তথাপি নরোত্তমে দেখি সুখ পায় ॥ ১২৬ ॥
করি কত স্নেহ সমাচার জিজ্ঞাসিলা।
নরোত্তম আদ্যোপান্ত সব নিবেদিলা ॥ ১২৭ ॥
দামোদর পণ্ডিতাদি প্রভু প্রিয়গণ।
নরোত্তমে ছাড়িতে নারয়ে একক্ষণ ॥ ১২৮ ॥
কতদিন নরোত্তম নদীয়া নগরে।
রহিলেন প্রভু প্রিয়পার্ষদের ঘরে ॥ ১২৯ ॥
নিরন্তর যত খেদ করে মহাশয়।
তাঁহা একমুখে বর্ণিবার সাধ্য নয় ॥ ১৩০ ॥
যে যে ভক্তে না দেখিয়া করয়ে ক্রন্দন।
স্বপ্নচ্ছলে সে সকলে দিলা দরশন ॥ ১৩১ ॥
যত অনুগ্রহ কৈলা নরোত্তম প্রতি।
তাঁহা বিস্তারিতে মোর নাহিক শকতি ॥ ১৩২ ॥
যে সকল মহান্ত প্রকটি নবদ্বীপে।
মহা অনুগ্রহ কৈলা রাখিয়া সমীপে ॥ ১৩৩ ॥
কিছুদিন পরে অতি ব্যাকুল হইয়া।
করয়ে বিদায় সুমধুর বাক্য কৈয়া ॥ ১৩৪ ॥
তোমা সহ সাক্ষাৎ হইবে এ কারণ।
ঐছে ক্লেশে প্রভু দেহে রাখিলা জীবন ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীনিবাস সহ দেখা না হইল আর।
ঐছে কহি কণ্ঠ রুদ্ধ নেত্রে অশ্রু ধার ॥ ১৩৬ ॥
অতি স্নেহাবেশে নরোত্তম মুখ চাঞা।
কৈলা সবে বিদায় বিদির্ণ হৈল হিঞা ॥ ১৩৭ ॥
নরোত্তম শিরে লৈয়া সবার চরণ।
চলিতে যে দশা তাঁহা না হয় বর্ণনা ॥ ১৩৮ ॥
প্রভুর ভবনে গিয়া ব্যাকুল হিয়ায়।
দেখয়ে যে দাসদাসী সেই মৃত প্রায় ॥ ১৩৯ ॥
নরোত্তমে দেখি সবে ব্যাকুল অন্তরে।
কহিলেন বহু কার্য্য হৈবে তোমা দ্বারে ॥ ১৪০ ॥

এত কহি কণ্ঠরুদ্ধ ধারা সে নয়নে।
নরোত্তমে বিদায় করিলা হাত সানে ॥ ১৪১ ॥
নরোত্তম ব্যাগ্র হৈয়া কান্দে উচ্চরায়।
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি ধূলায় লোটায় ॥ ১৪২ ॥
কতক্ষণে ক্রন্দন করিয়া সম্বরণ।
শান্তিপুর পথপানে করিলা গমন ॥ ১৪৩ ॥
গ্রামে প্রবেশিতে যে দেখিলা চমৎকার।
তাঁহা বর্ণিবারে শক্তি নাহিক আমার ॥ ১৪৪ ॥
প্রভু অদ্বৈতের গৃহে করিয়া গমন।
বন্দিলেন শ্রীঅচ্যুতানন্দের চরণ ॥ ১৪৫ ॥
নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া বহু কৃপা কৈলা।
জিজ্ঞাসি সংবাদ প্রিয়গণে মিলাইলা ॥ ১৪৬ ॥
আজ্ঞা দিলা নীলাচল গিয়া শীঘ্র আসি।
প্রাচারিবে সুচারু কীর্ত্তন রস রাশি ॥ ১৪৭ ॥
এত কহি নেত্রে ধারা বহে নিরন্তর।
বাতাসে হেলয়ে অতি শুষ্ক কলেবর ॥ ১৪৮ ॥
নরোত্তম সভার চরণ বন্দি শিরে।
বিদায় হৈয়া চলিলেন ধীরে ধীরে ॥ ১৪৯ ॥
হরিনদী গ্রামে আসি গঙ্গা পার হইয়া।
জিজ্ঞাসে পণ্ডিত গৃহ অম্বিকায় গিয়া ॥ ১৫০ ॥
কেহ কহে আইলে এই অতি অল্পদূর।
নরোত্তমে দেখি সুখ বাড়য়ে প্রচুর ॥ ১৫১ ॥
কোন মহাশয় অগ্রে অতিশীঘ্র গিয়া।
শ্রীহৃদয় চৈতন্যে কহয়ে প্রণমিয়া ॥ ১৫২ ॥
দেখিলুঁ আশ্চর্য্য এক পুরুষ সুন্দর।
গৌর-নিত্যানন্দ-প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥ ১৫৩ ॥
আসিবেন এথা পথ জিজ্ঞাসা করিতে।
কত ধারা বহে নেত্রে না পারে চলিতে ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্য শুনিয়া এই কথা।
জানিলেন নরোত্তম আইলেন এথা ॥ ১৫৫ ॥
প্রেমের আবেশে শীঘ্র বহির্দ্বারে গিয়া।
আইসে নরোত্তম দেখি জুড়াইল হিয়া ॥ ১৫৬ ॥

নরোত্তম শ্রীহৃদয়চৈতন্য দর্শনে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ পড়িলা চরণে ॥ ১৫৭ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্য ধরিয়া বাহুমূলে।
নরোত্তমে কোলে করি সিঞ্চে নেত্র জলে ॥ ১৫৮ ॥
প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র লইয়া চলিলা।
নিত্যানন্দ চৈতন্য দর্শন করাইলা ॥ ১৫৯ ॥
নরোত্তম দুই প্রভু দর্শন করিয়া।
করয়ে ক্রন্দন ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥ ১৬০ ॥
হৃদয়চৈতন্য স্থির করিয়া যতনে।
শ্রীমালাপ্রসাদ আনি দিলেন নির্জনে ॥ ১৬১ ॥
পরস্পর যে প্রসঙ্গ হৈল দোঁহার।
তাঁহা বিস্তারিতে শক্তি নাহিক আমার ॥ ১৬২ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর কৃপা করি।
নরোত্তমে রাখিলেন দিন দুই চারি ॥ ১৬৩ ॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরণে সমর্পিয়া।
নীলাচল যাইতে আজ্ঞা দিলা ব্যগ্র হৈয়া ॥ ১৬৪ ॥
বিদায়ের কালে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
হইলেন যেরূপ কহিতে সাধ্য নয় ॥ ১৬৫ ॥
যে যে মহাভাগবত ছিলেন সেখানে।
নরোত্তম দশা দেখি ব্যাকুল পরাণে ॥ ১৬৬ ॥
প্রভুভক্তগণ-গুণে উথলয়ে হিয়া।
চলিতে অবশ অঙ্গ পড়ে আউলাইয়া ॥ ১৬৭ ॥
প্রেমের আবেশে কিবা অপূর্ব্ব গমন।
যে দেখে বারেক তাঁর স্থির নহে মন ॥ ১৬৮ ॥
নরোত্তম চেষ্টা অন্যে বুঝিতে না পারে।
অতি উৎকণ্ঠিত খড়দহ যাইবারে ॥ ১৬৯ ॥
খড়দহ যাইতে যে পথে ভক্তালয়।
তথা রহি তাঁরে মিলি চলে মহাশয় ॥ ১৭০ ॥
খড়দহে প্রবেশিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য।
মহাধীর নরোত্তম হইলা অধৈর্য্য ॥ ১৭১ ॥
হেন কালে মহেশ পণ্ডিত আদি দূরে।
নরোত্তমে দেখিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥ ১৭২ ॥

প্রভুর বিয়োগে হইয়াছি মৃত প্রায়।
ইহারে দেখিতে সুখ উপজে হিয়ায় ॥ ১৭৩ ॥
প্রভুরশক্তি বিনা ইহা সম্ভব না হয়।
ঐছে কহি জিজ্ঞাসিতে পাইলা পরিচয় ॥ ১৭৪ ॥
নরোত্তম প্রতি সবে কহে বারে বারে।
পূর্বেই তোমার নাম বিদিত সংসারে ॥ ১৭৫ ॥
গৃহ হৈতে যৈছে তুমি গেলা বৃন্দাবন।
লোকমুখে তাঁহা সব করিলু শ্রবণ ॥ ১৭৬ ॥
বনপথে আইলা যবে বৃন্দাবন হৈতে।
গ্রন্থ চুরি প্রাপ্ত মাত্র পাইলুঁ শুনিতে ॥ ১৭৭ ॥
নবদ্বীপে আইলে তুমি তাহাও শুনিলুঁ।
আছয়ে জীবন তেঞি নয়নে দেখিলুঁ ॥ ১৭৮ ॥
ঐছে কহি সবে নিজ পরিচয় দিয়া।
প্রকাশে বাৎসল্য মহা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১৭৯ ॥
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
লোটাইয়া পড়ে ভক্তবর্গ পদতলে ॥ ১৮০ ॥
প্রভু প্রিয়গণ নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া।
সিঞ্চে নেত্র জলে অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥ ১৮১ ॥
নরোত্তমে লইয়া স্থির হইয়া কতক্ষণে।
সবে প্রবেশিলা শীঘ্র প্রভুর ভবনে ॥ ১৮২ ॥
শ্রীবসুজাহ্নবা নরোত্তম বিবরণ।
শুনি অন্তপুরে বোলাইলা সেইক্ষণ ॥ ১৮৩ ॥
নরোত্তম আপনাকে ধন্য করি মানে।
প্রণমিলা গিয়া দুই ঈশ্বরী চরণে ॥ ১৮৪ ॥
শ্রীবীরভদ্রের পাদপদ্মে প্রণমিলা।
দর্শন করিতে প্রেমে বিহ্বল হইলা ॥ ১৮৫ ॥
শ্রীবসু জাহ্নবা দেবী দেখি নরোত্তমে।
হইলা অধৈর্য্য হিয়া উথলয়ে প্রেমে ॥ ১৮৬ ॥
'মহাশয়' নাম সে ইহার যোগ্য হয়।
ঐছে পরস্পর কত স্নেহে প্রশংসয় ॥ ১৮৭ ॥
নরোত্তম প্রতি অনুগ্রহ অতিশয়।
রাখিলেন দিনচারি ছাড়িতে নারয় ॥ ১৮৮ ॥

জিজ্ঞাসিলা ক্রমে ক্রমে সব সমাচার।
নরোত্তম নিবেদিলা করিয়া বিস্তার ॥ ১৮৯ ॥
শুনিতে সে সব যৈছে হইল অন্তরে।
তাঁহা এক মুখে কহিতে কে শক্তি ধরে ॥ ১৯০ ॥
শ্রীবসু জাহ্নবা বীরচন্দ্রের সহিতে।
নরোত্তমে তীলার্দ্ধেক না পারে ছাড়িতে ॥ ১৯১ ॥
খড়দহ প্রদেশেতে যে যে ভক্ত ছিলা।
খড়দহ আসি নরোত্তমে দেখা দিলা ॥ ১৯২ ॥
যদ্যপি দুঃখিত তবু হৈল হর্ষোদয়।
যে স্নেহ করিল তা কহিতে সাধ্য নয় ॥ ১৯৩ ॥
সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনী।
নরোত্তমে নিবৃতে কহিলা কি না জানি ॥ ১৯৪ ॥
নীলাচল যাইতে শীঘ্র অনুমতি দিলা।
সাক্ষাতে সকল ভক্তে পূনঃ মিলাইলা ॥ ১৯৫ ॥
মহেশ পণ্ডিত আদি প্রভু প্রিয়গণ।
নরোত্তমে পুনঃ পুনঃ কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৯৬ ॥
নীলাচলে যাইতে কহিলা সর্ব্বজনে।
নরোত্তম প্রণমিলা সবার চরণে ॥ ১৯৭ ॥
বিদায় হৈয়া চলে কান্দিতে কান্দিতে।
কান্দে সর্ব্বভক্ত অতি ব্যাকুল স্নেহেতে ॥ ১৯৮ ॥
কতদূর গিয়া স্থির হৈলা সর্ব্বজনে।
নরোত্তমে স্থির করি আইলা নিজ স্থানে ॥ ১৯৯ ॥
শ্রীনরোত্তমের এই শ্রীগৌড় ভ্রমণ।
যে শুনে তাঁহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ২০০ ॥
নিরন্তর এই সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহে নরহরি ॥ ২০১ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে শ্রীঠাকুর-গৌরমণ্ডল ভ্রমণ নাম তৃতীয় বিলাস ॥

।। চতুর্থ বিলাস ।।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ।। ১ ।।
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ।। ২ ।।
নীলাচলে চলে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
চিন্তিতে চৈতন্যলীলা ব্যাকুল হৃদয় ।। ৩ ।।
যে পথে চৈতন্যচন্দ্র গেলা নীলাচলে।
প্রশংসি পথের ভাগ্য সেই পথে চলে ।। ৪ ।।
যথা প্রভু বিশ্রাম করিলা ভক্তসনে।
তথা রাত্রি রহে সেই কথা-আলাপনে ।। ৫ ।।
পথস্থিত যে দেখিলা শ্রীচৈতন্যচান্দে।
তাঁরে দেখিতেই চিত্তে ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ।। ৬ ।।
তা সবার ভাগ্য প্রশংসিয়া বারে বার।
চলয়ে সে সকলে করিয়া নমস্কার ।। ৭ ।।
নরোত্তমে দেখি সবে হয় অনুরক্ত।
সবে কহে ঞিহো সেই চৈতন্যের ভক্ত ।। ৮ ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবন পাবন।
তাঁর ভক্ত বিনা কেবা হইবে এমন ।। ৯ ।।
আহা মরি কি সৌন্দর্য্য কি মধুর গতি।
দেখিলে জুড়ায় নেত্র দিব্য প্রেমরীতি ।। ১০ ।।
এত কহি লোক সব পাছে পাছে ধায়।
নরোত্তম প্রিয়বাক্যে করেন বিদায় ।। ১১ ।।
যেই স্থানে কৈলা প্রভু যে রঙ্গ প্রকাশ।
তাঁহা লোকমুখে শুনি করি তথা বাস ।। ১২ ।।
প্রাতঃকালে চলে তৈছে লোক চলে সাথে।
নিবারিতে নারে অতি ভীড় হয় পথে ।। ১৩ ।।
নিত্যানন্দ প্রভু যথা শ্রীদণ্ড ভাঙিলা।
তথা গিয়া প্রেমে মহাবিহ্বল হইলা ।। ১৪ ।।
যে প্রকারে হইল প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ।
লোকমুখে শুনিলেন সে সর্ব্ব প্রসঙ্গ ।। ১৫ ।।
সে সকল লোকে করি অতি পুরস্কার।
চলয়ে অদ্ভুত গতি নেত্রে অশ্রুধার ।। ১৬ ।।
সেই পথে আইসে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
পরম বৈষ্ণব সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ।। ১৭ ।।
দেখি নরোত্তমের আশ্চর্য্য প্রেমরীত।
অকস্মাৎ মনে উপজিল মহা প্রীত ।। ১৮ ।।
ধীরে ধীরে নরোত্তম নিকটে আসিয়া।
কহে মৃদু বাক্য নরোত্তম-মুখচাঞা ।। ১৯ ।।
কিনাম তোমার বাপু আইলা কোথা হইতে।
শুনি নিবেদিলা প্রণমিয়া সাবহিতে ।। ২০ ।।
নরোত্তম বাক্যে মহা বিহ্বল ব্রাহ্মণ।
নেত্রজলে সিক্ত করি কৈলা আলিঙ্গন ।। ২১ ।।
নরোত্তমে কোলে করি ছাড়িতে না পারে।
সুমধুর বাক্যে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ।। ২২ ।।
তোমার প্রসঙ্গ শুনি বহু দিন হৈতে।
বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে ।। ২৩ ।।
আজু সুপ্রসন্ন বিধি হইলা আমায়।
ক্ষেত্র হৈতে আইলুঁ পথে দেখিলুঁ তোমায় ।। ২৪ ।।
প্রভু ভক্তগণ যে প্রকট নীলাচলে।
অতি অনুগ্রহ মোরে করেন সকলে ।। ২৫ ।।
অনুক্ষণ তোমা সবা প্রসঙ্গ তথায়।
নিয়া শ্রবণ ভরি পরাণ জুড়ায় ।। ২৬ ।।
বৃন্দাবন হৈতে তোমা সবা আগমন।
পথে গ্রন্থচুরি প্রাপ্তি করিলু শ্রবণ ।। ২৭ ।।
ক্ষেত্রেতে আসিবে তুমি তৎকালে শুনিলুঁ।
তোমা লাগি উৎকণ্ঠিত সকলে দেখিলুঁ ।। ২৮ ।।
গোপীনাথাচার্য্য আদি কাশীমিশ্র গৃহে।
কতদিনে তোমার প্রসঙ্গ সবে কহে ।। ২৯ ।।
রামকেলি গ্রামে প্রভু তোমা আকর্ষিলা।
নিত্যানন্দ প্রভুচিত্তে আনন্দ বাড়িলা ।। ৩০ ।।

প্রভুভক্তগণের হইল চমৎকার।
সেই হৈতে তোমা দেখি এ সাধ সবার ॥ ৩১ ॥
সে সবে তোমার পথ করে নিরীক্ষণ।
অদ্য মুঞি তথা হৈতে করিলুঁ গমন ॥ ৩২ ॥
বিলম্বে নাহিক কাজ জাহ শীঘ্র তুমি।
বিলম্বেতে তথায় মিলিব গিয়া আমি ॥ ৩৩ ॥
এত কহিতেই তাঁর পুত্র তথা আইল।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে তাঁরে মিলাইল ॥ ৩৪ ॥
স্নেহাতুর বিপ্রপুত্রে সর্ব্ব কথা কৈয়া।
নরোত্তম-সঙ্গে দিলা মহাহর্ষ হৈয়া ॥ ৩৫ ॥
বিদায় হৈয়া বিপ্র চলে ধীরে ধীরে।
নরোত্তম বিপ্রপদধূলি লৈলা শীরে ॥ ৩৬ ॥
বিপ্র-পুত্র সঙ্গে নরোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া।
নরেন্দ্র সরোবরের শোভা দেখে দাণ্ডাইয়া ॥ ৩৭ ॥
প্রভু-জলকেলিরঙ্গ করিয়া স্মরণ।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ ৩৮ ॥
অতি শীঘ্র পুনঃ স্নান করি নরেন্দ্রেতে।
সিংহদ্বার সমীপে গেলেন ব্যগ্র চিতে ॥ ৩৯ ॥
এথা গোপীনাথ আচার্য্যাদি প্রভুগণ।
সিংহাদ্বার পথে সবে আইলা সেইক্ষণ ॥ ৪০ ॥
শ্রীশিখি মাহাতি মঙ্গরাজ প্রতি কয়।
অকস্মাৎ চিত্তে কেন হইল হর্ষোদয় ॥ ৪১ ॥
কানাঞি খুটিয়া কহে না বুঝি কারণ।
যে মঙ্গল দেখি তাহে মিলে মহাধন ॥ ৪২ ॥
বাণীনাথ প্রতি গোপীনাথাচার্য্য কয়।
নরোত্তম এথা আজি আসিবে নিশ্চয় ॥ ৪৩ ॥
হেনকালে মহাযোগ্য সে বিপ্রকুমার।
আগে আসি দিলা নরোত্তম সমাচার ॥ ৪৫ ॥
নরোত্তম সংবাদ শুনিয়া সর্ব্বজন।
যেরূপ হইলা তাঁহা না হয় বর্ণন ॥ ৪৬ ॥
পুনঃ বিপ্র পুত্র নরোত্তম পাশে গেলা।
দূর হইতে এ সবার পরিচয় দিলা ॥ ৪৭ ॥

নরোত্তম তা সবারে করিয়া দর্শন।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ঝড়ে দুনয়ন ॥ ৪৮ ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারবার।
সেদশা দেখিয়া প্রাণ কান্দয়ে সবার ॥ ৪৯ ॥
গোপীনাথ আচার্য্যাদি অধৈর্য্য হইয়া।
ভাসে নেত্রজলে নরোত্তমে কোলে লৈয়া ॥ ৫০ ॥
নরোত্তম মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
লক্ষ লক্ষ মুখে তাহা নারি বর্ণিবার ॥ ৫১ ॥
নরোত্তমে স্থির করি অনেক প্রকারে।
লইয়া চলিলা জগন্নাথ দেখিবারে ॥ ৫২ ॥
নরোত্তম সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতে।
পতিতপাবনে দেখি প্রণমে ভূমেতে ॥ ৫৩ ॥
শ্রীনৃসিংহদেবে দেখি নেত্রধারা বয়।
মনে যে উপজে সে কহিতে সাধ্য নয় ॥ ৫৪ ॥
জগন্নাথ দর্শনেতে হইলা অধৈর্য্য।
নেত্রেধারা বহে ভাব উপজে আশ্চর্য্য ॥ ৫৫ ॥
সুভদ্রা সহিত জগন্নাথ বলরাম।
বিলসয়ে সিংহাসনে আনন্দের ধাম ॥ ৫৬ ॥
শ্রীপদ্মলোচন মহা করুণার নিধি।
নরোত্তম প্রতি কৈলা কৃপার অবধি ॥ ৫৭ ॥
জগন্নাথ সেবক প্রভুর ভঙ্গি জানি।
শ্রীমালাপ্রসাদ দিলা নরোত্তমে আনি ॥ ৫৮ ॥
শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক সকলে।
নরোত্তম চেষ্টা দেখি ভাসে নেত্রজলে ॥ ৫৯ ॥
তিলে তিলে অধৈর্য্য হইলা নরোত্তম।
নিবারিতে নারে নেত্রধারা নদীসম ॥ ৬০ ॥
শ্রীমন্দির হইতে নরোত্তমে প্রবোধিয়া।
গোপীনাথাচার্য্য গেল নিজালয়ে লৈয়া ॥ ৬১ ॥
প্রবীন মানুষ সঙ্গে দিয়া সেইক্ষণে।
পাঠাইলা গোপীনাথ সমাধি দর্শনে ॥ ৬২ ॥
নরোত্তম গমন সর্বত্র জানাইলা।
নানাবিধ শ্রীমহাপ্রসাদ আনাইলা ॥ ৬৩ ॥

এথা নরোত্তম কৈলা তুরিতে গমন।
পথে যাইতেই দেখে আইসে কতজন ॥ ৬৪ ॥
তারা পরস্পর অতি কাতর হিয়ায়।
কেহ কার প্রতি কহে কি হইল হায় ॥ ৬৫ ॥
দেখিলাম এথা কিবা সুখের অবধি।
এবে নীলাচলে বিপরীত কৈলা বিধি ॥ ৬৬ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্ত ভুবনপাবন।
ক্রমে ক্রমে সবে হৈতেছেন অদর্শন ॥ ৬৭ ॥
গোপীনাথাচার্য্য আদি পরম-বৈষ্ণব।
দেখিলাম অতি জীর্ণ হৈয়াছেন সব ॥ ৬৮ ॥
কেহ কহে আইলুঁ মুঞি গোপীনাথ হৈতে।
তথা যে দেখিলুঁ তাঁহা না পারি কহিতে ॥ ৬৯ ॥
সহিতে নারয়ে দুঃখ শ্রীমান্ গোসাঞি।
মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন এক ঠাঞি ॥ ৭০ ॥
শুকাইল সে হেন সুন্দর কলেবর।
বুঝি অল্পদিনে হৈব নেত্র অগোচর ॥ ৭১ ॥
নরোত্তম শুনি এ প্রসঙ্গ ব্যগ্রচিত্তে।
করয়ে যতেক খেদ না পারি বর্ণিতে ॥ ৭২ ॥
হইলা অধৈর্য্য অঙ্গ না যায় ধরন।
টোটা গিয়া গোপীনাথে করিল দর্শন ॥ ৭৩ ॥
বসিয়া আছেন কিবা মধুর ভঙ্গীতে।
কে ধরে ধৈর্য্য তাঁরে বারেক চাহিতে ॥ ৭৪ ॥
নবঘন জিনি শ্যাম অঙ্গ সুচিক্কণ।
বদন-মাধুরী কোটিকন্দর্প-মোহন ॥ ৭৫ ॥
পশিল সৌন্দর্য্য নরোত্তমের হিয়ায়।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রজলে ভাসি যায় ॥ ৭৬ ॥
করিলা প্রণাম বহু ভূমেতে পড়িয়া।
শ্রীমালাপ্রসাদ দিলা পূজারি আনিয়া ॥ ৭৭ ॥
শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর আসন যেস্থানে।
সঙ্গের মনুষ্য লৈয়া গেলা সেইখানে ॥ ৭৮ ॥
আসন সমীপে ভূমিতলে লোটাইয়া।
করিলা প্রণাম বহু ব্যাকুল হইয়া ॥ ৭৯ ॥
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার।
উর্দ্ধবাহু করিয়া কহয়ে বার বার ॥ ৮০ ॥
হা হা প্রভু পণ্ডিত গোসাঞি গদাধর।
না হইলে মো পাপির নয়নগোচর ॥ ৮১ ॥
ঐছে কত কহিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃশ্বরে।
সে ক্রন্দন শুনি দারু পাষাণ বিদরে ॥ ৮২ ॥
শ্রীমান্ গোসাঞি ছিলা মূর্চ্ছাপন্ন হৈয়া।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি উঠে ক্রন্দন করিয়া ॥ ৮৩ ॥
জিজ্ঞাসে সবারে কহ কে করে ক্রন্দন।
সবে কহে গৌড় হৈতে আইলা নরোত্তম ॥ ৮৪ ॥
নরোত্তম নাম শুনি কান্দিতে কান্দিতে।
নরোত্তমে কোলে করি নারে স্থির হৈতে॥ ৮৫ ॥
অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে ধরণী উপরে।
উঠিল ক্রন্দনরোল গোপীনাথ-ঘরে ॥ ৮৬ ॥
প্রভু ইচ্ছামতে কতক্ষণে স্থির হৈয়া।
জিজ্ঞাসে কুশল নরোত্তম মুখ চাঞা ॥ ৮৭ ॥
যদ্যপি দারুন দুঃখে জীবন সংশয়।
তথাপি নরোত্তমে দেখি হর্ষোদয় ॥ ৮৮ ॥
নরোত্তম বাক্য শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গোপীনাথপদে নরোত্তমে সমর্পিলা ॥ ৮৯ ॥
আজ্ঞা দিলা যাহ শীঘ্র সমাধি দর্শনে।
আচার্য্য আছেন তথা চাহি পথপানে ॥ ৯০ ॥
শুনি নরোত্তম ভূমে প্রণমি কাতরে।
চলিলেন সে মনুষ্য সঙ্গে সিন্ধুতীরে ॥ ৯১ ॥
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিয়া।
করিলা ক্রন্দন বহু ভূমেতে পড়িয়া ॥ ৯২ ॥
অতি খেদযুক্ত হৈয়া কহে বার বার।
সে সুখে বঞ্চিত হৈলুঁ দুর্দ্দৈব আমার ॥ ৯৩ ॥
ঐছে কত কহে নেত্রে ধারা নিরন্তর।
দেখি সে দশা বা কার না দ্রবে অন্তর ॥ ৯৪ ॥
তথা যে বৈষ্ণব ছিলা সমাধি সেবনে।
নরোত্তমে স্থির কৈলা কত সে যতনে ॥ ৯৫ ॥

গোপীনাথাচার্য্যগৃহে দিলা পাঠাইয়া।
নরোত্তম বিহ্বল চলিলা প্রণমিয়া ॥ ৯৬ ॥
ক্ষেত্রবাসী লোক নরোত্তমে দেখি পথে।
ছাড়িয়া সকল কার্য্য চলে সাথে সাথে ॥ ৯৭ ॥
নরোত্তম তাঁ সবারে করি সমাদর।
শীঘ্র গেলা গোপীনাথ আচার্য্যের ঘর ॥ ৯৮ ॥
গোপীনাথ আচার্য্য পরম স্নেহময়।
নিজপাশে বসাই মধুর বাক্যে কয় ॥ ৯৯ ॥
তোমারে দেখিতে সাধ সবার অন্তরে।
ক্ষণেক বিরমি যাহ তাঁ সবার ঘরে ॥ ১০০ ॥
এথা নরোত্তম গতি শুনি সর্ব্বজন।
দেখিতে সবার অতি উৎকণ্ঠিত মন ॥ ১০১ ॥
কি কব তাঁ সবার যে দশা নীলাচলে।
প্রভু-অদর্শনে স্পৃহা নাহি অন্ন জলে ॥ ১০২ ॥
অতি কষ্টমতে দেহ করয়ে ধারণ।
ভূমিতে লোটায় সদা ঝরয়ে নয়ন ॥ ১০৩ ॥
সঘনে নিশ্বাঃস দীর্ঘ অতি সে দুর্বল।
চলিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল ॥ ১০৪ ॥
গোপীনাথ গৃহে নরোত্তম দেখিবারে।
আইসেন স্নেহে বল ব্যাপিল শরীরে ॥ ১০৫ ॥
হেনকালে নরোত্তম সে মনুষ্য সাথে।
যাইতে দেখিলা সবে আইসেন পথে ॥ ১০৬ ॥
সঙ্গের মনুষ্যে নরোত্তম জিজ্ঞাসিলা।
কি নাম কাহার তেঁহ সব জানাইলা ॥ ১০৭ ॥
নরোত্তম তাঁ সবার বন্দিলা চরণ।
নরোত্তমে সবাই করিলা আলিঙ্গন ॥ ১০৮ ॥
কোলে করি ভবন ভিতরে প্রবেশিলা।
নরোত্তম অঙ্গ নেত্রজলে সিক্ত কৈলা ॥ ১০৯ ॥
নরোত্তম তাঁ সবার দর্শন স্পর্শনে।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ধারা দু নয়নে ॥ ১১০ ॥
গোপীনাথ আচার্য্য সে পরম যত্নেতে।
সবে বসাইলা স্থির করি ভালমতে ॥ ১১১ ॥

নরোত্তম প্রতি সবে জিজ্ঞাসে কুশল।
আদ্যোপান্ত নরোত্তম কহিলা সকল ॥ ১১২ ॥
শুনি তাঁ সবার চেষ্টা যেরূপ হইলা।
কহিতে কি তাঁহা ভাগ্যবন্ত সে দেখিলা ॥ ১১৩ ॥
গোপীনাথাচার্য্য সবে কহে ব্যগ্র হৈয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জ নরোত্তমে লৈয়া ॥ ১১৪ ॥
শুনি নরোত্তমে লৈয়া মহা স্নেহ মনে।
বসিলেন সবে মহাপ্রসাদ সেবনে ॥ ১১৫ ॥
প্রভু ইচ্ছামতে কিছু প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
অতি স্নেহবাক্যে নরোত্তমে ভুঞ্জাইলা ॥ ১১৬ ॥
আচমন করি সবে গেলেন বাসাতে।
নরোত্তমে আজ্ঞা কৈলা বিশ্রাম করিতে ॥ ১১৭ ॥
বিশ্রাম করিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নানাদি করিলা জানি দর্শনসময় ॥ ১১৮ ॥
কানাঞি খুঁটিয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
লইয়া গেলেন জগন্নাথের আলয়ে ॥ ১১৯ ॥
সন্ধ্যা-আরাত্রিক আর শয়ন পর্য্যন্ত।
দেখিলেন নরোত্তম রহিয়া একান্ত ॥ ১২০ ॥
কানাঞি খুঁটিয়া আদি বহুজন সনে।
আইলেন গোপীনাথ আচার্য্য ভবনে ॥ ১২১ ॥
নরোত্তমে ছাড়িয়া যাইতে কেহ নারে।
আচার্য্য আদেশে গেলা নিজ নিজ ঘরে ॥ ১২২ ॥
আচার্য্য কহেন নরোত্তমে এ নির্জন।
এখন এখানে তুমি করহ শয়ন ॥ ১২৩ ॥
আচার্য্যের বাৎসল্য কহিতে সাধ্য নহে।
নরোত্তম শুইলে চলিলা নিজ গৃহে ॥ ১২৪ ॥
নরোত্তম নিদ্রা না করয়ে আকর্ষণ।
অতি সে উদ্বেগ খেদ নহে সংবরণ ॥ ১২৫ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কিছু নিদ্রা আকর্ষিতে।
স্বপ্নচ্ছলে দেখে নিজাভীষ্ট রথাগ্রেতে ॥ ১২৬ ॥
ভুবনমোহন কৃষ্ণচৈতন্য নিতাই।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই ॥ ১২৭ ॥

শ্রীবাসপণ্ডিত গুপ্ত মুরারি গোবিন্দ।
হরিদাস কাশীমিশ্র রায় রামানন্দ ॥ ১২৮ ॥
বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য আর।
কাশীশ্বর জগদীশ পণ্ডিত উদার ॥ ১২৯ ॥
বাসুঘোষ মুকুন্দ মাধব বক্রেশ্বর।
গৌরীদাস মহেশপণ্ডিত দামোদর ॥ ১৩০ ॥
স্বরূপগোসাঞি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
দাস গদাধর যদু শ্রীধর কংসারি ॥ ১৩১ ॥
সূর্য্যদাস রামাই সুন্দর ধনঞ্জয়।
রামানন্দ বসু ঘোষ শঙ্কর সঞ্জয় ॥ ১৩২ ॥
লোকনাথ ভূগর্ভ শ্রীরূপ সনাতন।
শ্রীজীব গোপালভট্ট আচার্য্য নন্দন ॥ ১৩৩ ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পণ্ডিত রাঘব।
পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য আচার্য্য মাধব ॥ ১৩৪ ॥
রঘুনাথভট্ট শ্রীতপন রঘুনাথ।
শ্রীপ্রতাপরুদ্ররাজাচার্য্য গোপীনাথ ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীশিখি মাহিতি আদি বিখ্যাত ভুবনে।
গৌড় ব্রজ উৎকল দক্ষিণ আদি স্থানে ॥ ১৩৬ ॥
যে যে ভক্ত সবে বিলসয়ে প্রভু সনে।
কি কহি পরমানন্দ না যায় বর্ণনে ॥ ১৩৭ ॥
কি আশ্চর্য্য জগন্নাথ রথাগ্রে নর্ত্তন।
মধ্যে গৌরচন্দ্র চারি পাশে প্রিয়গণ ॥ ১৩৮ ॥
কি অদ্ভুত শোভা গৌরগণের সহিতে।
উপমা দিবার ঠাঞি নাই ত্রিজগতে ॥ ১৩৯ ॥
প্রভুর ইঙ্গিতমাত্রে প্রিয় পরিকর।
করিলেন নামের আরম্ভ মনোহর ॥ ১৪০ ॥
বাজায়ে মর্দ্দল আদি অতি রসায়ন।
চতুর্দিকে জয় জয় ধ্বনি অনুক্ষণ ॥ ১৪১ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত মনুষ্যের বেশে।
নাচে গায় নানা যন্ত্র বায়েন উল্লাসে ॥ ১৪২ ॥
সংকীর্ত্তন সুখের সমুদ্র উথলিল।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এ সর্বত্র ব্যাপিল ॥ ১৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৃত্য করে সংকীর্ত্তনে।
দেখিতে কাহার সাধ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৪৪ ॥
ধায় নারী পুরুষ অসংখ্য চারিভিতে।
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব পত্নীর সহিতে ॥ ১৪৫ ॥
পঙ্গুগণ লম্ফ দিয়া ফিরে দর্প করি।
জনমের অন্ধ দেখে গৌরাঙ্গ মাধুরী ॥ ১৪৬ ॥
যাঁহার বদনে কিছু বাক্য নাহি সরে।
সেই গৌরচন্দ্র বলি ডাকে বারে বারে ॥ ১৪৭ ॥
কাটিলেও যার নেত্রে জল না আইসে।
সেহ গৌর-গুণ শুনি নেত্রজলে ভাসে ॥ ১৪৮ ॥
ভুবনপাবন চারু কীর্ত্তন শুনিতে।
কিবা পশু পক্ষী কেহ নারে স্থির হৈতে ॥ ১৪৯ ॥
নরোত্তম একভিতে দেখে দাণ্ডাইয়া।
সানন্দে বিহ্বল ধারা বহে নেত্র বাঞা ॥ ১৫০ ॥
নরোত্তম চেষ্টা দেখি প্রভু প্রেমাবেশে।
দুটি হাত ধরি কিছু কহে মৃদু ভাষে ॥ ১৫১ ॥
অলৌকিক গীতবাদ্য করিবে প্রকাশ।
যাঁহার শ্রবণে হৈবে সবার উল্লাস ॥ ১৫২ ॥
দেখিতে পাইবে যবে করিবে কীর্ত্তন।
ঐছে সবা সহ মুঞি করিব নর্ত্তন ॥ ১৫৩ ॥
মোর মনোবৃত্তি গীতবাদ্যে ব্যক্ত হৈবে।
পরম রসিক সাধু সদা আস্বাদিবে ॥ ১৫৪ ॥
কখন কোনহ চিন্তা না করি তুমি।
হৈব মনোরথ সিদ্ধ কহিলাম আমি ॥ ১৫৫ ॥
না কর বিলম্ব শীঘ্র যাহ গৌড়দেশে।
করহ প্রকাশ ভক্তি অশেষবিশেষে ॥ ১৫৬ ॥
যে জন লইবে আসি তোমার শরণ।
অচিরে পাইবে সে অমূল্য প্রেমধন ॥ ১৫৭ ॥
রামচন্দ্র চিরঞ্জীবসেনের তনয়।
তাঁ সহ তোমার হৈবে অদ্ভুত প্রণয় ॥ ১৫৮ ॥
আর কি কহিব নরোত্তম তোর আগে।
তোর ভাল মন্দ সে আমারে সব লাগে ॥ ১৫৯॥

নরোত্তমে দেখি অনুগ্রহের অবধি।
উথলিল সবাকার আনন্দ জলধি ॥ ১৬০ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর হরিদাস।
সার্বভৌম রায় রামানন্দ শ্রীনিবাস ॥ ১৬১ ॥
বক্রেশ্বর আদি সব প্রভুপ্রিয়গণ।
নরোত্তমে কৈলা সবে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১৬২ ॥
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
আপনা মানয়ে ধন্য পড়ি পদতলে ॥ ১৬৩ ॥
প্রভু পরিকর নরোত্তমে স্থির করি।
কত কথা বাৎসল্যেতে কহে কর ধরি ॥ ১৬৪ ॥
গৌড়ে পাঠাইতে সবে হৈলা অনুকূল।
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ বিচ্ছেদে ব্যাকুল ॥ ১৬৫ ॥
কতক্ষণে নরোত্তম সুস্থির হইয়া।
অতি শীঘ্র করি সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া ॥ ১৬৬ ॥
গোপীনাথাচার্য্য শিখি-মাহিতির সনে।
শীঘ্র পাঠাইলা জগন্নাথ দরশনে ॥ ১৬৭ ॥
শ্রীমঙ্গল আরত্রিক দর্শন করিয়া।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ উমড়য়ে হিয়া ॥ ১৬৮ ॥
কিরূপে যাইব গৌড় করিতেই মনে।
জগন্নাথ আজ্ঞা মালা দিলা সেইক্ষণে ॥ ১৬৯ ॥
শ্রীমালা প্রসাদ পাঞা মনে বিচারয়।
করিলা বিদায় প্রভু ইথে না সংশয় ॥ ১৭০ ॥
রহি কতক্ষণ প্রণমিয়া জগন্নাথে।
চলিলেন গোপীনাথ আচার্য্য গৃহেতে ॥ ১৭১ ॥
প্রভু পরিকর যে যে রহেন যথায়।
সবার চরণ বন্দি আইলা বাসায় ॥ ১৭২ ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গোপীনাথে যে কহিলা।
তাঁহা নরোত্তমে জানাইতে ব্যগ্র হৈলা ॥ ১৭৩ ॥
স্থির হৈয়া নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে।
প্রভু নির্দেশিলা শীঘ্র গৌড়ে যাইবারে ॥ ১৭৪ ॥
ঐছে বহু কহি একদিন স্থির কৈলা।
ক্ষেত্রস্থ মহান্তগণ একত্র হইলা ॥ ১৭৫ ॥

নরোত্তমে সবে পাঠাইতে গৌড়দেশে।
কহয়ে যতেক তাঁহা কহিতে না আইসে ॥ ১৭৬ ॥
বিদায়ের কালে নরোত্তম-করে ধরি।
কহয়ে মধুর বাক্য অতি স্নেহ করি ॥ ১৭৭ ॥
পূরিল মনের সাধ দেখিলুঁ তোমারে।
শ্রীনিবাসে পুনঃ না দেখিব নেত্রদ্বারে ॥ ১৭৮ ॥
শুনিলুঁ দুঃখিনী কৃষ্ণদাস যোগ্য অতি।
শ্যামানন্দ নাম তাঁর হইল সম্প্রতি ॥ ১৭৯ ॥
তাঁহারে দেখিতে বড় মনে সাধ ছিল।
এত কহি সবে নেত্রজলে সিক্ত হৈল ॥ ১৮০ ॥
নরোত্তম তাঁ সভার চেষ্টা নিরখিয়া।
ভূমে পড়ি প্রণময়ে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৮১ ॥
সবে স্থির হৈয়া নরোত্তমে স্থির করি।
যাত্রা করাইলা কৃষ্ণচৈতন্য সঙরি ॥ ১৮২ ॥
সঙ্গের যে লোক সে পরম অনুরাগে।
শ্রীমহাপ্রসাদ লৈয়া চলিলেন আগে ॥ ১৮৩ ॥
নরোত্তমে বিদায় করিয়া সর্ব্বজন।
হইলেন যৈছে তাঁহা না হয় বর্ণন ॥ ১৮৪ ॥
নরোত্তম চলিলেন মৃতপ্রায় হৈয়া।
করিলা ক্রন্দন বহু নরেন্দ্রেতে গিয়া ॥ ১৮৫ ॥
ক্ষেত্র আসিবার কালে দেখে যে ব্রাহ্মণে।
সেই পথে দেখে তাঁরে তাঁর পুত্রসনে ॥ ১৮৬ ॥
ব্রাহ্মণের পদধূলি লইতেই শিরে।
বিপ্র আলিঙ্গন করি কহে ধীরে ধীরে ॥ ১৮৭ ॥
ওহে নরোত্তম মোর প্রাণাধিক তুমি।
অদ্য গৌড় দেশে যাবে শুনিয়াছি আমি ॥ ১৮৮ ॥
সাধিয়া বিশেষ কার্য্য আইলুঁ তুরিতে।
জগন্নাথ ইচ্ছায় সে দেখা হৈল পথে ॥ ১৮৯ ॥
নহিলে মনের দুঃখে মরিতুঁ পুড়িয়া।
এত কহি কোলে হৈতে না দেয় ছাড়িয়া ॥ ১৯০ ॥
কতক্ষণে বৃদ্ধবিপ্র ব্যাকুল হিয়ায়।
করি বহু আশীর্বাদ দিলেন বিদায় ॥ ১৯১ ॥

নরোত্তম সঙ্গে বিপ্র চলে কত দূর।
ছাড়িতে না পারে দুঃখ বাড়য়ে প্রচুর ॥ ১৯২ ॥
নরোত্তম তাঁরে কত যত্নে ফিরাইয়া।
চলিলেন শীঘ্র অতি ব্যাকুল হইয়া ॥ ১৯৩ ॥
দুই দিন জাজপুরে করিয়া বিশ্রাম।
কতদিনে আইলা নৃসিংহপুর গ্রাম ॥ ১৯৪ ॥
দূরে হৈতে গিয়া কেহ শ্যামানন্দে কয়।
ক্ষেত্র হৈতে আইলা শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ ১৯৫ ॥
শুনিতেই শ্যামানন্দ বিহ্বল হইলা।
নিজগণ সহ শীঘ্র আগুসরি গেলা ॥ ১৯৬ ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি অতি অধৈর্য্য হইয়া।
ভাসে নেত্রজলে দুহু দোঁহে প্রণমিয়া ॥ ১৯৭ ॥
নরোত্তম শ্যামানন্দে ধরিলেন কোলে।
ছাড়িতে নারয়ে হিয়া আনন্দে উথলে ॥ ১৯৮ ॥
দেখিয়া সকল লোক অদ্ভুত মিলন।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ ১৯৯ ॥
কেহ কহে ওহে ভাই কি অদ্ভুত রীত।
জনমিঞা কভু না দেখিলুঁ হেন প্রীতি ॥ ২০০ ॥
কেহ কহে যে শুনিলুঁ দেখিলুঁ তাঁহাই।
মনে অভিলাষ যত কব কার ঠাই ॥ ২০১ ॥
কেহ বলে ওহে ভাই শুনিলু যে হৈতে।
মনে বড় ছিল সাধ বারেক দেখিতে ॥ ২০২ ॥
কেহ কহে মো সবার ভাগ্য অতিশয়।
তেঞি এথা প্রাপ্ত শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ ২০৩ ॥
কেহ কহে হেন ভাগ্য হৈবে মো-সবার।
আচার্য্য ঠাকুরে কি দেখিব একবার ॥ ২০৪ ॥
কেহ কহে ওহে পূর্ণ হৈবে অভিলাষ।
দিবেন দর্শন শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস ॥ ২০৫ ॥
ঐছে কত কহে কার স্থির নহে মন।
ধাওয়াধাই করে গ্রামবাসী লোকগণ ॥ ২০৬ ॥
শ্যামানন্দ আনন্দে ঠাকুর মহাশয়ে।
দিলেন নির্জ্জনে বাসা লোক ভীড় ভয়ে ॥ ২০৭ ॥

তথাপি নরোত্তমে করিতে দর্শন।
আইসে অনেক লোক নহে নিবারণ ॥ ২০৮ ॥
লোকের সুকৃতি কিছু কহা নাহি যায়।
হেন রত্ন পাইল শ্যামানন্দের কৃপায় ॥ ২০৯ ॥
শ্যামানন্দ কৃপায় এ দেশ ধন্য দেখি।
শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈলা মহাসুখী ॥ ২১০ ॥
স্নানাদিক ক্রিয়া করি সুস্থির হইয়া।
বসিলেন নরোত্তম শ্যামানন্দে লৈয়া ॥ ২১২ ॥
সময় পাইয়া শ্যামানন্দ যত্ন করি।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে কহে ধরি ধরি ॥ ২১৩ ॥
আচার্য্য ঠাকুর বনবিষ্ণুপুর হৈতে।
জাজিগ্রাম গেলা এই কথোক দিনেতে ॥ ২১৪ ॥
গতদিন প্রহরেক দিবস সময়।
আইল তাঁর কৃপাপত্রী দেখি মহাশয় ॥ ২১৫ ॥
পত্রিকা দর্শনে অতি আনন্দে উথলে।
পড়িতেই পত্রী নেত্র ভাসে অশ্রুজলে ॥ ২১৬ ॥
অতিযত্নে পত্রীপাঠ কৈলা মহাশয়।
পুনঃ শ্যামানন্দ প্রেমাবেশে নিবেদয় ॥ ২১৭ ॥
শ্রীঅম্বিকা হৈতে প্রভু করি অনুগ্রহ।
পাঠাইলা শ্রীমহাপ্রসাদ পত্রী সহ ॥ ২১৮ ॥
নরোত্তম পত্রী পড়ি নেত্রজলে ভাসে।
শ্যামানন্দভাগ্য প্রশংসয়ে প্রেমাবেশে ॥ ২১৯ ॥
শ্রীমহাপ্রসাদে প্রণমিয়া বার বার।
ভক্ষণ করিতে হৈল আনন্দ অপার ॥ ২২০ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ সঙ্গী জনে।
কহিলেন আনহ প্রসাদ এই স্থানে ॥ ২২১ ॥
শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ লইয়া।
শ্যামানন্দ মুখে দিলা মহাহর্ষ হৈয়া ॥ ২২২ ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ মহাযত্নে সেবা করি।
শ্যামানন্দে নরোত্তম কহে ধীরি ধীরি ॥ ২২৩ ॥
নীলাচলে যে আছেন প্রভুর পরিকর।
তাঁ সবারে বিচ্ছেদাগ্নি দহে নিরন্তর ॥ ২২৪ ॥

তাঁ-সভার যে দশা তা না হয় বর্ণন।
প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র আছয়ে জীবন ॥ ২২৫ ॥
তোমারে দেখিতে সাধ করেন সকলে।
বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ নীলাচলে ॥ ২২৬ ॥
তথা তাঁ-সবার করি চরণ দর্শন।
বিতরহ উৎকলে অমূল্য প্রেমধন ॥ ২২৭ ॥
কিছুদিন পরে পত্রী দিব পাঠাইয়া।
যাইবে খেতরি গ্রামে নিজগণ লৈয়া ॥ ২২৮ ॥
ঐছে কত কহি দিন দুই স্থিতি কৈলা।
এ সকল কথা সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হৈলা ॥ ২২৯ ॥
বিদায়ের কালে যৈছে হৈলা দুই জন।
তাঁহা একমুখে কিছু না হয় বর্ণন ॥ ২৩০ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি।
একভিতে রহি কান্দে নেত্রে বহে বারি ॥ ২৩১ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় অতি স্নেহভরে।
আলিঙ্গন করি বহু কৃপা কৈলা তাঁরে ॥ ২৩২ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের পদে যে লৈলা শরণ।
তাঁ সবারে যৈছে স্নেহ না হয় বর্ণন ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় পানে চাঞা চাঞা।
সকলে ব্যাকুল ভূমে পড়ে লোটাইয়া ॥ ২৩৫ ॥
লইয়া মস্তকে দুই চরণের ধূলি।
মাথে হাত দিয়া সবে কান্দে ফুলি ফুলি ॥ ২৩৬ ॥
গৌড়দেশে চলিলা ঠাকুর মহাশয়।
স্থির হৈতে নারে দুই নেত্রে ধারা বয় ॥ ২৩৭ ॥
এথা শ্যামানন্দ কান্দে পড়িয়া ভূমিতে।
করয়ে যতন কত নারে স্থির হৈতে ॥ ২৩৮ ॥
কি অদ্ভুত চেষ্টা কিছু বুঝনে না যায়।
নীলাচলে যাত্রা কৈলা ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ২৩৯ ॥
নীলাচলে চলে শ্যামানন্দ প্রেমাবেশে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা গৌড়দেশে ॥ ২৪০ ॥
নীলাচল যাইতে শ্যামানন্দের যে রীত।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দেখ বিস্তারিত ॥ ২৪১ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ২৪২ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তম বিলাসে নীলাচলগমন নাম চতুর্থ বিলাস ॥ ৪ ॥

॥ পঞ্চম বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥ ১ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥
গৌড়দেশে প্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ড নামে গ্রাম।
তথা আইলেন নরোত্তম গুণধাম ॥ ৩ ॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের আলয় যাইতে।
নরোত্তমে দেখিয়া গেলেন কেহ পথে ॥ ৪ ॥
ঠাকুরের আগে গিয়া কহে ধীরি ধীরি।
আইসে পুরুষ এক অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ ৫ ॥
কিবা সে প্রেমের গতি চলে বা না চলে।
চাহিয়া শ্রীখণ্ডপানে ভাসে নেত্রজলে ॥ ৬ ॥
বুঝি নীলাচলে হৈতে কৈলা আগমন।
সঙ্গেতে আছয়ে তাঁর লোক চারি জন ॥ ৭ ॥
শুনিয়া ঠাকুর কহে কি আর কহিতে।
নরোত্তম আইলেন নীলাচল হৈতে ॥ ৮ ॥
শ্রীরঘুনন্দন শুনি আগুসরি গেলা।
দূরে হৈতে নরোত্তমে দেখি হর্ষ হৈলা ॥ ৯ ॥
নরোত্তম লোকমুখে পাঞা পরিচয়।
যে আনন্দ হৈল তাঁহা কহনে না যায় ॥ ১০ ॥
ভূমে পড়ি শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিতে।
ধাইয়া করিলা কোলে না পারে ছাড়িতে ॥ ১১ ॥

হইল গদগদ কণ্ঠ ধারা দুনয়নে।
কহিতে নারয় কিছু যত উঠে মনে ॥ ১২ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীরঘুনন্দন।
নরোত্তমে লৈয়া শীঘ্র করিলা গমন ॥ ১৩ ॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের সমীপেতে গিয়া।
প্রণময়ে নরোত্তম ভূমে লোটাইয়া ॥ ১৪ ॥
যদ্যপি ঠাকুর দগ্ধ বিচ্ছেদ অগ্নিতে।
তথাপি নরোত্তমে দেখি হর্ষ চিতে ॥ ১৫ ॥
আইস আইস বলি দুই বাহু পসারিয়া।
নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে কোলে লৈয়া ॥ ১৬ ॥
কি অদ্ভুত স্নেহে বসাইয়া নিজপাশে।
নরোত্তম মুখ চাঞা কহে মৃদুভাসে ॥ ১৭ ॥
তোমারে দেখিতে বড় সাধ ছিল মনে।
ভাল কৈলে আইলে শীঘ্র দেখিলুঁ নয়নে ॥ ১৮ ॥
তোমা দ্বারে প্রভু বিলাইব ভক্তিধন।
লইব অনেক লোক তোমার শরণ ॥ ১৯ ॥
প্রভু ভাবাবেশে প্রকাশিবে উচ্চ গানে।
কেবা না হইব মত্ত তোমার কীর্তনে ॥ ২০ ॥
সর্বমনোরথ সিদ্ধি করিবেন প্রভু।
কোনই বিষয়ে চিন্তা না করিবা কভু ॥ ২১ ॥
খেতরি যাইবা শীঘ্র জাজিগ্রাম দিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্য্য আছেন পথ চাঞা ॥ ২২ ॥
এই কথো দিন আইলা বিষ্ণুপুর হৈতে।
সদাই করেন চিন্তা তোমার নিমিত্তে ॥ ২৩ ॥
তোমারে দেখিলে তাঁর চিত্ত স্থির হয়।
কালি এথা আসিয়া গেলেন নিজালয় ॥ ২৪ ॥
ঐছে কহি পুছে শ্রীক্ষেত্রের সমাচার।
নরোত্তম নিবেদিলা যে দশা সবার ॥ ২৫ ॥
শুনি শ্রীসরকার ঠাকুরের হৈল যাহা।
সহস্রেক মুখে না কহিতে পারি তাঁহা ॥ ২৬ ॥
স্থির হৈয়া আজ্ঞা দিলা শ্রীরঘুনন্দনে।
নরোত্তমে লৈয়া যাহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে ॥ ২৭ ॥

শ্রীরঘুনন্দন নরোত্তমকরে ধরি।
লৈয়া গেলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে স্থির করি ॥ ২৮ ॥
নরোত্তম গৌরকৃষ্ণ বিগ্রহ দর্শনে।
ধরিতে নারয়ে হিয়া ধারা দু নয়নে ॥ ২৯ ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বার বার।
কে ধরে ধৈর্য্য দেখি সে প্রেমবিকার ॥ ৩০ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া দেখে নেত্র ভরি।
শ্রীমালাপ্রসাদ আনি দিলেন পূজারী ॥ ৩১ ॥
নরোত্তম আইলা শুনি শ্রীখণ্ডনিবাসী।
গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে মিলিলা সবে আসি ॥ ৩২ ॥
পরস্পর মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
শত শত মুখেও তা নারি বর্ণিবার ॥ ৩৩ ॥
নরোত্তম প্রতি সবে মধুর ভাষায়।
কহি কত স্থির করি লইয়া বাসায় ॥ ৩৪ ॥
নরোত্তম বাসাতে বসিয়া সেই ক্ষণে।
শ্রীমহাপ্রসাদ দিলা শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৩৫ ॥
শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ লইয়া।
শ্রীসরকার ঠাকুরে দিলেন শীঘ্র গিয়া ॥ ৩৬ ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ যত্নে ভুঞ্জিলা ঠাকুর।
পূর্ব্ব সঙরিতে খেদ উপজে প্রচুর ॥ ৩৭ ॥
দুই নেত্রে ধারা না ধরিতে পারে হিয়া।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস গৌরচন্দ্র কৈয়া ॥ ৩৮ ॥
কতক্ষণে স্থির হইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
কহিলেন শ্রীপ্রসাদ দেহ সর্ব্বজনে ॥ ৩৯ ॥
সভে শ্রীপ্রসাদ দিলা শ্রীরঘুনন্দন।
প্রসাদ সেবনে স্থির নহে কার মন ॥ ৪০ ॥
নীলাচলে প্রভুর যে অদ্ভুত বিহার।
সঙরি সবার নেত্রে ধারা অনিবার ॥ ৪১ ॥
অনেক যত্নেতে স্থির হৈলা সর্ব্বজন।
নরোত্তমে ছাড়িতে নারয়ে একক্ষণ ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণকথা রসে দিবানিশি গোঙাইয়া।
নরোত্তম প্রাতঃকালে কৈলা প্রাতঃক্রিয়া ॥ ৪৩ ॥

স্নানাদি করিয়া করি গৌরাঙ্গদর্শন।
ঠাকুরসমীপে শীঘ্র করিলা গমন ॥ ৪৪ ॥
সরকার ঠাকুর নরোত্তম মুখ দেখি।
অতি স্নেহ করি কহে জুড়াইল আঁখি ॥ ৪৫ ॥
পুনঃ আর না দেখিব কহিলা বচন।
হইলা ব্যাকুল যৈছে না হয় বর্ণন ॥ ৪৬ ॥
নরোত্তম ভূমিতে পড়িয়া বার বার।
লইতে চরণধূলি নেত্রে অশ্রুধার ॥ ৪৭ ॥
নরোত্তমে ঠাকুর করিয়া আলিঙ্গন।
দিলেন বিদায় করি গৌরাঙ্গ স্মরণ ॥ ৪৮ ॥
চলিলেন নরোত্তম বিদায় হইয়া।
খণ্ডবাসি পরিকর গণে প্রণমিঞা ॥ ৪৯ ॥
শ্রীরঘুনন্দন সঙ্গে গেলা কত দূর।
ছাড়িতে নারয় দুঃখ বাঢ়য়ে প্রচুর ॥ ৫০ ॥
জাজিগ্রাম যাইতে এক লোক সঙ্গে দিলা।
নরোত্তমে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিলা ॥ ৫১ ॥
বিদায় করিতে হিয়া বিদরিয়া যায়।
ঘন ঘন নরোত্তম মুখ পানে চায় ॥ ৫২ ॥
আলিঙ্গন করি রহিলেন স্থির হৈয়া।
নরোত্তম নেত্রজলে ভাসে প্রণমিয়া ॥ ৫৩ ॥
ব্যাকুল হইয়া জাজিগ্রামপথে চলে।
যে দেখয়ে সে দশা ভাসয়ে প্রেমজলে ॥ ৫৪ ॥
খণ্ড হৈতে আইলা যে মনুষ্য বিজ্ঞবর।
দূরে হৈতে দেখাইলা আচার্য্যের ঘর ॥ ৫৫ ॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য আপন ভবনে।
শাস্ত্র অধ্যয়ন করায়েন শিষ্যগণে ॥ ৫৬ ॥
হেনকালে কেহ গিয়া কহয়ে তুরিতে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা ক্ষেত্র হইতে ॥ ৫৭ ॥
কেহ কহে কি আশ্চর্য্য দেখি নয়নে।
হয়েন অধৈর্য্য চাহি জাজিগ্রাম পানে ॥ ৫৮ ॥
শুনি শ্রীনিবাসাচার্য আগুসরি যাইতে।
নরোত্তম আসি প্রবেশিলা ভবনেতে ॥ ৫৯ ॥

দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহে ভাসে নেত্রজলে।
দোঁহার হৃদয়ে প্রেমসমুদ্র উথলে ॥ ৬০ ॥
শ্রীনিবাস বাহু পসারিয়া কোলে লৈতে।
নরোত্তম প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে ॥ ৬১ ॥
কে বুঝিবে এ দোঁহার অদ্ভুত চরিত।
দেহমাত্র ভিন্ন ইহা সর্বত্র বিদিত ॥ ৬২ ॥
কতক্ষণে দোঁহে স্থির হইয়া বসিলা।
পরস্পর সকল বৃত্তান্ত জানাইলা ॥ ৬৩ ॥
ক্ষেত্রস্থিত ভক্তচেষ্টা শুনিলেন যাহা।
নরোত্তমে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসেন তাহা ॥ ৬৪ ॥
হেনকালে এক বিপ্র আইলা ক্ষেত্র হৈতে।
পরম বৈষ্ণব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে ॥ ৬৫ ॥
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়িবেন এই আশে।
আত্মনিবেদন কৈলা আচার্য্যের পাশে ॥ ৬৬ ॥
আচার্য্য ঠাকুর তাঁরে করি শিষ্টাচার।
জিজ্ঞাসিলা শ্রীনীলাচলের সমাচার ॥ ৬৭ ॥
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস বিপ্র ভাসি নেত্রজলে।
কহেন হইল রত্নশূন্য নীলাচলে ॥ ৬৮ ॥
যে দিন আইলা শ্রীঠাকুর নরোত্তম।
তাঁর পরদিন হৈতে হইল বিষম ॥ ৬৯ ॥
ক্রমে ক্রমে প্রায় সবে সংগোপন হৈলা।
শ্যামানন্দ গিয়া দুঃখসমুদ্রে পড়িলা ॥ ৭০ ॥
যে দশা হইল তাঁর না হয় বর্ণন।
প্রভু ইচ্ছামতে মাত্র রহিল জীবন ॥ ৭১ ॥
যে কেহ ছিলেন শ্যামানন্দে প্রবোধিয়া।
করিলা বিদায় দেশে আইলুঁ দেখিয়া ॥ ৭২ ॥
রহিতে নারিলুঁ ক্ষেত্রে কি কব বিশেষে।
দিবারাত্রি চলিলু আসিতে গৌড়দেশে ॥ ৭৩ ॥
কহিতে কহিতে বিপ্র অধৈর্য্য হইয়া।
কান্দয়ে ক্ষেত্রস্থ-ভক্তগণ-নাম লইয়া ॥ ৭৪ ॥
আচার্য্য ঠাকুর সেই বিপ্রে করি কোলে।
কান্দিয়া বিহ্বল ভাসে নয়নের জলে ॥ ৭৫ ॥

কান্দে নরোত্তম অতি ব্যাকুল হিয়ায়।
করেন যতেক খেদ কহা নাহি যায় ॥ ৭৬ ॥
ব্যাস চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণবল্লভাদি যত।
যে দশা সবার তাঁহা কহিব বা কত ॥ ৭৭ ॥
কতক্ষণে আচার্য্য ঠাকুর স্থির হৈয়া।
বিপ্রেবাসা দিলা স্থির করি প্রবোধিয়া ॥ ৭৮ ॥
আচার্য্য ঠাকুর তাঁর হৈয়া প্রেমাধীন।
পাঠের আরম্ভ করাইল সেই দিন ॥ ৭৯ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে লইয়া নিভৃতে।
কহিলা যতেক তাঁহা কে পারে বুঝিতে ॥ ৮০ ॥
রজনী প্রভাত কৈলা প্রভুর কথায়।
প্রাতঃকালে নরোত্তম করয়ে বিদায় ॥ ৮১ ॥
বিদায়ের কালে হৈল যে দশা দোঁহার।
তাঁহা দেখি নারে কেহ ধৈর্য্য ধরিবার ॥ ৮২ ॥
আচার্য্য চাহিয়া নরোত্তম পথপানে।
হইলেন জড় প্রায় ধারা দুনয়নে ॥ ৮৩ ॥
ব্যাস চক্রবর্ত্তী আদি কথো দূর গেলা।
নরোত্তম তাঁ সবারে যত্নে ফিরাইলা ॥ ৮৪ ॥
নরোত্তম চলে নেত্রজলে করি স্নান।
কন্টকনগরে গেলা ভারতীর স্থান ॥ ৮৫ ॥
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ দরশনে।
যে হইলা তাঁহা বা বর্ণিবে কোন্ জনে ॥ ৮৬ ॥
শ্রীগদাধরের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
চক্রবর্ত্তী খ্যাতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ ৮৭ ॥
নরোত্তম চেষ্টা দেখি অত্যন্ত অস্থির।
প্রভুর মন্দির হৈতে হইলা বাহির ॥ ৮৮ ॥
প্রভুর গলার মালা নরোত্তমে দিয়া।
নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া ॥ ৮৯ ॥
হইল গদগদকণ্ঠ কহে ধীরে ধীরে।
ভাল হৈল আইলে শীঘ্র কন্টকনগরে ॥ ৯০ ॥
তোমার লাগিয়া মোর প্রভু গদাধর।
হৈলা ব্যাকুল যৈছে কে বুঝে অন্তর ॥ ৯১ ॥
ক্ষণে আত্মবিস্মৃত কহেন বারে বারে।
দেখ দেখ নরোত্তম আইলা কত দূরে ॥ ৯২ ॥
ওহে ভাই যে হইল কহিতে কি আর।
দিনে দিনে বাঢ়ে দুঃখ সমুদ্র পাথার ॥ ৯৩ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঈশ্বরী জিউর অদর্শনে।
নবদ্বীপ হৈতে আসি আছেন নির্জনে ॥ ৯৪ ॥
না ভায় ভোজন পান খেদ নিরন্তর।
হইল মলিন ক্ষীণ হেমকলেবর ॥ ৯৫ ॥
নরোত্তম প্রতি ঐছে কহি কত কথা।
লইয়া গেলেন দাস গদাধর যথা ॥ ৯৬ ॥
বসি আছে তেঁহো ধূলিধূসরিত হৈয়া।
মুদিত নয়নে ধারা বহে বুক বাঞা ॥ ৯৭ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের চারু চরিত্র সঙরি।
ছাড়ি দীর্ঘনিশ্বাস বলয়ে হরি হরি ॥ ৯৮ ॥
সময় পাইয়া যদুনন্দন কহয়।
ক্ষেত্র হইতে নরোত্তম আইলা হেথায় ॥ ৯৯ ॥
শুনি নরোত্তম নাম নেত্র প্রকাশিয়া।
দেখে নরোত্তম কান্দে অধৈর্য্য হইয়া ॥ ১০০ ॥
বাহু পসারিয়া নরোত্তমে করি কোলে।
নরোত্তম অঙ্গ ধৌত কৈলা নেত্রজলে ॥ ১০১ ॥
বিচ্ছেদাগ্নিদগ্ধ তথাপিহ হর্ষ হৈয়া।
ছাড়িতে না পারে নরোত্তমে কোলে লৈয়া ॥ ১০২ ॥
নরোত্তম পড়ি গদাধর পদতলে।
ধুইলা দুখানি পদ নয়নের জলে ॥ ১০৩ ॥
নরোত্তম স্থির করি যাহা জিজ্ঞাসিলা।
নরোত্তম ক্রমে সে সকল নিবেদিলা ॥ ১০৪ ॥
শুনিতে সে সব যৈছে হইল অন্তরে।
তাঁহা একমুখে কে বর্ণিতে শক্তি ধরে ॥ ১০৫ ॥
নরোত্তমে কৃপা করি কহে বার বার।
সর্ব্বমনোরথসিদ্ধি হইবে তোমার ॥ ১০৬ ॥
অবশ্য নাচিবেন প্রভু তোমার কীর্ত্তনে।
করিবেন প্রেমবৃষ্টি দেখিবে নয়নে ॥ ১০৭ ॥

খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
বিতরহ শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমধন ॥ ১০৮ ॥
ঐছে কত কহি মহা বাৎসল্যে বিভোর।
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে প্রেমলোর ॥ ১০৯ ॥
শ্রীযদুনন্দন আদি যত্নে জানাইয়া।
ভারতীর স্থানে গেলা নরোত্তমে লইয়া ॥ ১১০ ॥
নরোত্তম প্রতি কহে মধুর বচনে।
শ্রীকেশব ভারতী ছিলেন এই স্থানে ॥ ১১১ ॥
এই ঠাঞি কৈলা প্রভু মস্তকমুণ্ডন।
ভারতীর স্থানে কৈলা সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥ ১১২ ॥
এত কহিতেই কণ্ঠ রুদ্ধ তাঁ সবার।
নদীর প্রবাহ প্রায় নেত্রে অশ্রুধার ॥ ১১৩ ॥
নরোত্তম ভাসে দুই নয়নের জলে।
মূর্চ্ছাপ্রায় পড়ি গড়ি যায় ভূমিতলে ॥ ১১৪ ॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ সে দশা দেখিয়া।
কে আছে এমন যে ধরিতে পারে হিয়া ॥ ১১৫ ॥
কতক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হইল সবার।
দেখয়ে মন্দিরে গৌরচন্দ্র চমৎকার ॥ ১১৬ ॥
প্রভু নিজ প্রিয় দুঃখ না পারে সহিতে।
করিলা সবারে স্থির নিজাঙ্গভঙ্গীতে ॥ ১১৭ ॥
নরোত্তম সে দিবস রহিলা তথাই।
হৈলা যে প্রকার তা কহিতে সাধ্য নাই ॥ ১১৮ ॥
প্রভাতে বিদায় হইলেন যে প্রকারে।
কে ধরি ধৈরয তাঁহা বর্ণিবারে পারে ॥ ১১৯ ॥
সঘনে সঙরি নিত্যানন্দ বলরাম।
চলিলেন রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রাম ॥ ১২০ ॥
গ্রামে প্রবেশিতে নিত্যানন্দ দয়াময়।
বৃদ্ধ বিপ্ররূপে নরোত্তমে জিজ্ঞাসয় ॥ ১২১ ॥
কি নাম তোমার বল আইলে কোথা হৈতে।
কি কার্য্যে যাইবে কোথা স্থিতি বা কোথাতে ॥ ১২২ ॥
নরোত্তম কহে মোর নরোত্তম নাম।
ক্ষেত্র হইতে আইলুঁ এই গ্রামে আছে কাম ॥ ১২৩ ॥

এথা নিত্যানন্দ অবতীর্ণ সে বিদিত।
যাঁর মাতা পিতা পদ্মা ছাড়াই পণ্ডিত ॥ ১২৪ ॥
তাঁর জন্মস্থান যথা লীলা যে যে স্থানে।
সে সব দেখিতে সাধ করিয়াছি মনে ॥ ১২৫ ॥
পদ্মাবতী পার গ্রাম খেতরি নামেতে।
তথাই নিবাস তথা যাব এথা হৈতে ॥ ১২৬ ॥
শুনি নরোত্তমের মধুর মৃদু ভাষ।
মনে মনে হাসে কিছু না করে প্রকাশ ॥ ১২৭ ॥
নরোত্তম প্রতি কহে সব জানি আমি।
করাব দর্শন মোর সঙ্গে আইস তুমি ॥ ১২৮ ॥
এই দেখ এথা নিত্যানন্দ সখা-সঙ্গে।
ধরি গোপবেশ গোচারণ কৈলা রঙ্গে ॥ ১২৯ ॥
এথা নিত্যানন্দ হল মুষল লইয়া।
ভ্রমিলেন সবারে অভয় বর দিয়া ॥ ১৩০ ॥
এইখানে নিত্যানন্দ কৈলা রাসলীলা।
সেতুবন্ধ করি এথা লঙ্কা প্রবেশিলা ॥ ১৩১ ॥
বধিয়া রাবণে সীতা করিলা উদ্ধার।
এই দেখ অযোধ্যার অশেষ বিহার ॥ ১৩২ ॥
যৈছে শ্বেতদ্বীপে বলরাম বিলসয়।
তৈছে নিত্যানন্দ এই স্থানে বিহরয় ॥ ১৩৩ ॥
হাড়ো পণ্ডিতের ঘর দেখহ এথায়।
এইখানে জন্মিলেন নিত্যানন্দ রায় ॥ ১৩৪ ॥
হামাগুড়ী বেড়াইয়া বাহির প্রাঙ্গণে।
ধরিয়া সর্পের ফণা খেলে এইখানে ॥ ১৩৫ ॥
দেখ এইখানে তাঁর শ্রীচূড়াকরণ।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র ভুবনমোহন ॥ ১৩৬ ॥
এথা বিষ্ণু আরাধিলা করিয়া যতন।
বিষ্ণুর মন্দির এই করহ দর্শন ॥ ১৩৭ ॥
এথাই পরমানন্দে সন্ন্যাসী ভুঞ্জিলা।
হাড়ো-ওঝা স্থানে নিত্যানন্দে মাগি লৈলা ॥ ১৩৮ ॥
নিত্যানন্দে লৈয়া ন্যাসী গেলা এই পথে।
ধাইল গ্রামের লোক নিতাই দেখিতে ॥ ১৩৯ ॥

এথা উচ্চৈঃস্বরে সভে করয়ে ক্রন্দন।
নিত্যানন্দে লৈয়া শীঘ্র ন্যাসীর গমন ॥ ১৪০ ॥
এইখানে নিত্যানন্দচন্দ্রের জননী।
হা পুত্র হা পুত্র বলি লোটায় ধরণী ॥ ১৪১ ॥
পুত্রগত প্রাণ হাড়ো পণ্ডিত এথায়।
কান্দিয়া বিহ্বল ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥ ১৪২ ॥
এথা পদ্মাবতী দেবী মূর্চ্ছাপন্না ছিলা।
হাড়াই পণ্ডিত স্থির হৈয়া প্রবোধিলা ॥ ১৪৩ ॥
ওহে নরোত্তম দেখাইলুঁ যে যে স্থান।
দেবের দুর্লভ ইহা জানিবে কে আন ॥ ১৪৪ ॥
এই একচক্রাগ্রামে নিত্যানন্দ রায়।
অদ্যাপি বিহরে ভাগ্যবান্ দেখে তাঁয় ॥ ১৪৫ ॥
ঐছে কহি বিপ্র তথা হৈলা অদর্শন।
না দেখি ব্যাকুল চিত্তে চিন্তে নরোত্তম ॥ ১৪৬ ॥
নরোত্তম কহে মোরে হৈল বজ্রাঘাত।
এইখানে ছিলা কোথা গেলা অকস্মাৎ ॥ ১৪৭ ॥
যদি পুনঃ বিপ্রের না পাই দর্শন।
তবে অগ্নি জ্বালি তাহে ত্যজিব জীবন ॥ ১৪৮ ॥
হা হা বিপ্র মোরে ছাড়ি কোথা গেলা চলি।
নরোত্তম ক্রন্দন করয়ে বাহু তুলি ॥ ১৪৯ ॥
দয়ার সমুদ্র নিত্যানন্দ হলধর।
সেই বিপ্ররূপে হৈলা নয়ন গোচর ॥ ১৫০ ॥
বিপ্র হৈলা রামরূপ মাধুর্য্য অশেষ।
শিঙ্গা বেত্র হাতে মাথে চূড়া চারুবেশ ॥ ১৫১ ॥
বলরাম নিত্যানন্দ হৈলা সেই ক্ষণে।
রূপের উপমা নাই এ তিন ভুবনে ॥ ১৫২ ॥
হাসি নরোত্তম প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
তুমি মোর প্রিয় তোমা নারি ভাঁড়িবারে ॥ ১৫৩ ॥
হইবে অচিরে পূর্ণ যত অভিলাষ।
মোরে দেখিলে এথা না কর প্রকাশ ॥ ১৫৪ ॥
এত কহি প্রভু তথা হৈলা অদর্শন।
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহে নরোত্তম ॥ ১৫৫ ॥
যে প্রকার হৈলা সে দর্শন আবেশে।
সে সব কহিতে মোর মুখে না আইসে ॥ ১৫৬ ॥
সে দিবস একচক্রা গ্রামেতে রহিয়া।
প্রভাতে চলিলা কত কৌতুক দেখিয়া ॥ ১৫৭ ॥
জয় একচক্রা নাথ রোহিণী নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ দীন দুঃখীর জীবন ॥ ১৫৮ ॥
ঐছে প্রভু নাম লৈয়া পথে চলি যায়।
মুখ বক্ষ ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ ১৫৯ ॥
খেতরি যাইতে হৈলা পদ্মাবতী পার।
যে আনন্দ হৈলা লোকে না হয় বিস্তার ॥ ১৬০ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে শ্রীগৌড়মণ্ডলভ্রমণ তথা শ্রীনিত্যানন্দদর্শন নাম পঞ্চম বিলাস ॥

॥ ষষ্ঠ বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥ ১ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাঁহা করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥
পদ্মাবতী নদী পার হৈয়া মহাশয়।
শুভক্ষণে শ্রীখেতরি গ্রামে প্রবেশয় ॥ ৩ ॥
চতুর্দিকে আসি লোক দেখে নেত্র ভরি।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া খেতরি ॥ ৪ ॥
শ্রীসন্তোষ আদি শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
যত্নে লই গেলা অতি নির্জ্জন আলয়ে ॥ ৫ ॥

তথাপিহ লোকগতাগতি নাহি অন্ত।
লোক ভীড় দিবারাত্রি প্রহর পর্য্যন্ত ॥ ৬ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিশায় নির্জনে।
কৈছে সেবা প্রকাশিব এই চিন্তে মনে ॥ ৭ ॥
নিশাবসানেতে নিদ্রা কৈলা আকর্ষণ।
স্বপ্নচ্ছলে কহে কিছু শচীর নন্দন ॥ ৮ ॥
ওহে নরোত্তম তুয়া পথ নিরখিয়া।
পূর্বেই আছিয়ে ধাতুবিগ্রহ হইয়া ॥ ৯ ॥
তোমার রাজ্যেতে এক গৃহস্থ প্রধান।
সকলেই জানে তাঁরে অতি অর্থবান ॥ ১০ ॥
তাঁর ঘরে ধান্যাদির গোলা বহু হয়।
তাঁহা কেহ যাইতে নারে মহাসর্পভয় ॥ ১১ ॥
তাঁর মধ্যে বৃহৎ গোলায় আছি আমি।
মোচন করিয়া দ্বার শীঘ্র আন তুমি ॥ ১২ ॥
পুনঃ আর বিগ্রহ নির্ম্মাণ কথা কৈয়া।
হৈলা অদর্শন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া ॥ ১৩ ॥
স্বপ্নের বিচ্ছেদে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ব্যগ্র হৈয়া জাগি দেখে রাত্রি দণ্ডছয় ॥ ১৪ ॥
শ্রীনাম কীর্ত্তনে রাত্রি প্রভাত করিয়া।
কৈলা শীঘ্র দন্তধাবনাদি স্নানক্রিয়া ॥ ১৫ ॥
অতি হর্ষ হইয়া কহেন সর্ব্বজনে।
বহুগোষ্ঠি গৃহস্থ কে আছে কোন্ খানে ॥ ১৬ ॥
ধান্যাদির গোলা বহু হয় তাঁর ঘরে।
সর্পভয়ে তথা কেহ যাইতে না পারে ॥ ১৭ ॥
সকলেই কহে তাঁরে জানিয়ে আমরা।
ঠাকুর কহেন তবে চলহ তোমরা ॥ ১৮ ॥
তথা মোর আছে অতি গূঢ় প্রয়োজন।
এত কহি মহাশয় করিলা গমন ॥ ১৯ ॥
অতি শীঘ্র সেই গৃহস্থের ঘরে গেলা।
গোষ্ঠীসহ সে আপনা কৃতার্থ মানিলা ॥ ২০ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় চলে গোলা-পানে।
সে গৃহস্থ ব্যগ্র হৈয়া পড়িলা চরণে ॥ ২১ ॥

দুই হাত যুড়ি কহে করিয়া ক্রন্দন।
মহাসর্পভয় তথা জানে সর্ব্বজন ॥ ২২ ॥
আইল অনেক ওঝা সর্প খেদাইতে।
সর্পের গর্জনে কেহ নারে স্থির হৈতে ॥ ২৩ ॥
বহুদিন হৈল মোরা দিলুঁ পরিচ্ছেদ।
অনেক অর্থের দ্রব্য ইথে পাই খেদ ॥ ২৪ ॥
যে হউ সে হউ তথা যাইতে না দিব।
যে কার্য্য থাকয়ে মোরা এথাই সাধিব ॥ ২৫ ॥
হাসিয়া কহেন শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কিছু চিন্তা নাই দূরে যাবে সর্পভয় ॥ ২৬ ॥
তোমার গোলাতে আছে অতি প্রয়াজেন।
দেখিবে সাক্ষাৎ হৈব সফল নয়ন ॥ ২৭ ॥
এত কহি চলিলা ঠাকুর মহাশয়।
এথা সর্ব্বলোক ভয়ে হৈলা কম্পময় ॥ ২৮ ॥
দেখি শ্রীঠাকুর মহাশয়ের গমন।
অন্তর্ধান হইলেন মহাসর্পগণ ॥ ২৯ ॥
প্রেমাবেশে নরোত্তম দ্বার ঘুচাইতে।
দেখে নবদ্বীপচন্দ্র প্রিয়ার সহিতে ॥ ৩০ ॥
ঝলমল করে অঙ্গ ভূষিত ভূষণে।
উপমার স্থান না দেখয়ে কোন খানে ॥ ৩১ ॥
হস্ত পসারিয়া কোলে লৈতে হেন কালে।
চমকি বিদ্যুৎপ্রায় সাম্ভাইলা কোলে ॥ ৩২ ॥
দেখি সর্ব্বলোকের হইল চমৎকার।
জয় জয় ধ্বনি করে নেত্রে অশ্রুধার ॥ ৩৩ ॥
কেহ কার প্রতি কহে দেখিলুঁ আশ্চর্য্য।
মনুষ্যে সম্ভব কভু নহে হেন কার্য্য ॥ ৩৪ ॥
কেহ কহে ঞিহারে চিনিতে নারে অন্য।
ঞিহার কৃপাতে দেশ হইবেক ধন্য ॥ ৩৫ ॥
কেহ কহে মো-সবার ভাগ্য যদি হয়।
অবশ্য হইবে তবে এ পদ-আশ্রয় ॥ ৩৬ ॥
জয় জয় প্রভু নরোত্তম বলি বুলি।
নাচিয়া বেড়ায় সে সকলে বাহু তুলি ॥ ৩৭ ॥

প্রভু লৈয়া মহাশয় বাসায় যাইতে।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক মহা ভীড় পথে ॥ ৩৮ ॥
বাসায় যাইয়া অতি অপূর্ব আসনে।
যত্নে বসাইলা গৌরচন্দ্রে প্রিয়া সনে ॥ ৩৯ ॥
অনিমিখ নেত্রে শোভা করি নিরীক্ষণ।
হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে সংবরণ ॥ ৪০ ॥
অকস্মাৎ হৃদয়েতে হইল উদয়।
নৃত্য গীত বাদ্য যে সঙ্গিতশাস্ত্রে কয় ॥ ৪১ ॥
সেইক্ষণে মহাশয় হস্তে তালি দিয়া।
গায় গৌরচন্দ্রগুণ নিজগণে লৈয়া ॥ ৪২ ॥
কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি কৈলা মহাশয়।
দেখিতে সে নৃত্য গন্ধর্বের গর্ব্বক্ষয় ॥ ৪৩ ॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাম্—

গন্ধর্ব্বগর্ব্বক্ষপণ-স্বলাস্য-
বিস্মাপিতাশেষকলিপ্রজায়।
স্বসৃষ্টগানপ্রথিতায় তস্মৈ,
নমো নমঃ শ্রীনরোত্তমায় ॥ ১ ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের স্তব করিয়া
বলিতেছেন—যাঁহার গন্ধর্ব্ব-গর্বহারী নৃত্যে অসংখ্য কলিসম্ভূত প্রজা বিস্ময়াপন্ন হয় এবং যিনি নিজের সৃষ্ট সঙ্গীতে (গরাণহাটী কীর্ত্তনে) খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ॥ ১ ॥

যাঁর পানে বারেক করয়ে কৃপাদৃষ্টি।
সে হয় গায়ক গানে করে প্রেমবৃষ্টি ॥ ৪৪ ॥
অতি নীচ যবন বর্বর দুরাচার।
সেহ মত্ত হৈয়া গায় গৌরাঙ্গ বিহার ॥ ৪৫ ॥
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি ব্যাপিল ভুবন।
স্বর্গে রহি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ॥ ৪৬ ॥

শুনিতে সে উচ্চগান কেবা ধৈর্য্য ধরে।
আনের কা কথা দারু পাষাণ বিদরে ॥ ৪৭ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কহে এ কি চমৎকার।
অকস্মাৎ ঐছে গীত কে কৈল প্রচার ॥ ৪৮ ॥
দেবলোকে দুর্লভ এ গীতের বিধান।
নৃত্য গীত বাদ্য কি হইল মূর্তিমান ॥ ৪৯ ॥
কেহ কহে চৈতন্য ভক্তের কি অসাধ্য।
চৈতন্যের ভক্ত সর্ব্বদেবের আরাধ্য ॥ ৫০ ॥
ঐছে কহি মনুষ্যের বেশেতে আসিয়া।
নরোত্তম চরণে পড়য়ে লোটাইয়া ॥ ৫১ ॥
হৈল যে প্রকার তাঁহা কে পারে বর্ণিতে।
কতক্ষণে সবে স্থির হইলা যত্নেতে ॥ ৫২ ॥
সেই দিন বলরাম আদি কত জন।
ঠাকুরের স্থানে কৈলা শ্রীমন্ত্র গ্রহণ ॥ ৫৩ ॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ সেই দিন হৈতে।
আর যে যে রঙ্গ তাঁহা না পারি বর্ণিতে ॥ ৫৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের আনন্দে।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখে গৌরচন্দ্রে ॥ ৫৫ ॥
বলরাম বিপ্র আদি শিষ্য কত জনে।
নিযুক্ত করিয়া গৌর বিগ্রহ সেবনে ॥ ৫৬ ॥
স্বপ্নাদেশে আর পঞ্চ সেবা প্রকাশিয়া।
চিন্তাযুক্ত আচার্য্যের সংবাদ না পাঞা ॥ ৫৭ ॥
মহাশয় বিচার করয়ে মনে মনে।
তাঁর আজ্ঞা নাই লোক পাঠাব কেমনে ॥ ৫৮ ॥
এবে কি উপায় করি বহুদিন হৈল।
জাজিগ্রাম হৈতে এথা কেহ না আইল ॥ ৫৯ ॥
এইরূপে বিচারিতে উদ্বিগ্ন হইলা।
হেনকালে জাজিগ্রাম হৈতে লোক আইলা ॥ ৬০ ॥
তাঁরে দেখি হর্ষ শ্রীঠাকুর মহাশয়।
বসাইয়া আসনে কুশল জিজ্ঞাসয় ॥ ৬১ ॥
তেঁহো কহে সকল মঙ্গল কহি ক্রমে।
তোমা লাগি সতত ব্যাকুল জাজিগ্রামে ॥ ৬২ ॥

শ্রীখণ্ডকন্টকনগরেতে প্রায় স্থিতি।
মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপাঞ্চলে গতাগতি ॥ ৬৩ ॥
একদিন আচার্য্য ঠাকুর খণ্ডে গেলা।
শ্রীসরকার ঠাকুর অনেক প্রবোধিলা ॥ ৬৪ ॥
পুনঃ করে ধরি আজ্ঞা দেই বারে বারে।
বিবাহ করিতে বাপু হইবে তোমারে ॥ ৬৫ ॥
পুনঃ পুনর্ব্বার আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয়।
করিলা বিবাহ শুনি হৈল হর্ষোদয় ॥ ৬৬ ॥
করিয়া বিবাহ রহি শ্রীজাজিগ্রামেতে।
তথা আইসে বহু বিদ্যাবন্ত শিষ্য হৈতে ॥ ৬৭ ॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেনের নন্দন।
রামচন্দ্র নাম সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ ৬৮ ॥
তাঁরে শিষ্য করিলেন এ কথা শুনিতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে ॥ ৬৯ ॥
পুনঃ কহে ঐছে বহুজনে শিষ্য কৈলা।
গোস্বামীর গ্রন্থ সর্ব্বত্রেই প্রচারিলা ॥ ৭০ ॥
শ্রীবৃন্দাবনেতে পাঠাইলা সমাচার।
পত্রী লৈয়া মনুষ্য আইলা তথাকার ॥ ৭১ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী পুনঃ যে গ্রন্থ পাঠাইলা।
তাঁহা শীঘ্র সর্ব্বত্রেই প্রচার করিলা ॥ ৭২ ॥
আইল সংবাদপত্রী নবদ্বীপ হৈতে।
অদর্শন হৈলা বহু ভক্ত নদীয়াতে ॥ ৭৩ ॥
শান্তিপুর আদি যে যে স্থানে প্রভুগণ।
বিচ্ছেদাগ্নি দাহে প্রায় হৈলা অদর্শন ॥ ৭৪ ॥
শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীদাসগদাধর।
অদর্শন হৈতে দগ্ধ আচার্য্য-অন্তর ॥ ৭৫ ॥
আচার্য্যের যে দশা তা কহনে না যায়।
হইল আচার্য্য দেহ ধারণ সংশয় ॥ ৭৬ ॥
পশুপক্ষী কান্দয়ে সে ক্রন্দন শুনিতে।
তিলার্দ্ধেক আচার্য্য না পারে সম্বরিতে ॥ ৭৭ ॥
কারে কিছু না কহিয়া প্রভাতে চলিলা।
অতি অল্পদিনে বৃন্দাবনে প্রবেশিলা ॥ ৭৮ ॥

আচার্য্যে দেখিয়া হর্ষে গোস্বামী সকল।
নির্জ্জনে বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল ॥ ৭৯ ॥
গ্রন্থ লৈয়া গেলা যৈছে যৈছে প্রচারিলা।
আদ্যোপান্ত আচার্য্য সকল নিবেদিলা ॥ ৮০ ॥
প্রভু পরিকরের কহিতে অদর্শন।
ব্যাকুল হইয়া সবে করিলা ক্রন্দন ॥ ৮১ ॥
সবে স্থির হৈয়া বুঝি আচার্য্য অন্তর।
আচার্য্যে প্রবোধবাক্য কহিলা বিস্তর ॥ ৮২ ॥
এইরূপে দিনচারি পাঁচ গোঙাইতে।
রামচন্দ্র সেন গিয়া মিলিলা তথাতে ॥ ৮৩ ॥
পাইলেন সবে রামচন্দ্র পরিচয়।
যাঁহার দৌহিত্র হন যাঁহার তনয় ॥ ৮৪ ॥
মহা নৈয়ায়িক কবি ব্রজে ব্যক্ত হৈলা।
কবিরাজ খ্যাতি শ্রীগোস্বামী সবে দিলা ॥ ৮৫ ॥
আচার্য্যের বিবাহ হইল যে প্রকারে।
তাহা শুনিলেন সবে কবিরাজ দ্বারে ॥ ৮৬ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী আদি অতি যত্ন পাঞা।
করিলা বিদায় কিছু গ্রন্থ সমর্পিয়া ॥ ৮৭ ॥
দিলেন সঙ্গেতে ব্রজবাসী চারিজন।
আচার্য্য চলিলা করি অনেক ক্রন্দন ॥ ৮৮ ॥
শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথ আদি করি।
হইলা ব্যাকুল আচার্য্যের পথ হেরি ॥ ৮৯ ॥
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা ঠাকুর।
রাজারে সুস্থির কৈলা গিয়া বিষ্ণুপুর ॥ ৯০ ॥
জাজিগ্রাম আসিবেন এ সব শুনিয়া।
আইলুঁ একাকী সর্ব্বসংবাদ লইয়া ॥ ৯১ ॥
এক কহিতেই আসি আর একজন।
দিলেন শ্রীআচার্য্যের স্বহস্ত লিখন ॥ ৯২ ॥
পত্রী পাঠ করিতে ঠাকুর মহাশয়।
হইলা অস্থির তবু পত্রিকার্থ কয় ॥ ৯৩ ॥
শ্রীআচার্য্য গৃহ হইতে নিজগণ লৈয়া।
দুই শিষ্য কৈলা আসি কাঞ্চনগড়িয়া ॥ ৯৪ ॥

দ্বিজ হরিদাস প্রভু পার্ষদপ্রধান।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ দুই পুত্র তান্ ॥ ৯৫ ॥
দুই ভাই শিষ্য হৈলা পিতার নির্দ্দেশে।
পরম পণ্ডিত মত্ত সংকীর্ত্তনরসে ॥ ৯৬ ॥
তথা হৈতে দোঁহে আইলা আনন্দ অন্তরে।
আচার্য্য ঠাকুর কালি আইলা বুধরে ॥ ৯৭ ॥
আজু মোর সুপ্রভাত এতেক কহিয়া।
শ্রীগৌরমন্দিরে গেলা দুই জনে লৈয়া ॥ ৯৮ ॥
বলরাম পূজারী প্রভৃতি যে যে তথা।
সবারে কহিলা সংক্ষেপেতে সব কথা ॥ ৯৯ ॥
বলরাম পূজারী পরমানন্দ-মনে।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইলা দুই জনে ॥ ১০০ ॥
এথা মহাশয় চলিলেন দেখিবার।
মহা মহোৎসব আয়োজনের ভাণ্ডার ॥ ১০১ ॥
দেখিয়া প্রস্তুত অতি উল্লাস হিয়ায়।
যাঁর যেই কার্য্য তাঁরে নিয়োজিলা তায় ॥ ১০২ ॥
দেবীদাস গোকুল গৌরাঙ্গে লৈয়া সাথে।
চলিলা বুধরি গ্রামে রজনী প্রভাতে ॥ ১০৩ ॥
গ্রামে প্রবেশিতে তাকে দেখি হৃষ্ট হৈয়া।
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরে কহিলা শীঘ্র গিয়া ॥ ১০৪ ॥
আচার্য্য ঠাকুর মহা আনন্দ হৃদয়।
বাটীর বাহিরে দেখে আইলা মহাশয় ॥ ১০৫ ॥
মহাশয় ভূমে পড়ি প্রণাম করিতে।
কোলে লৈয়া আচার্য্য নারয়ে স্থির হৈতে ॥ ১০৬ ॥
উথলিল প্রেমের সমুদ্র অতিশয়।
দেখিতেই হৈল সর্ব্বলোকের বিস্ময় ॥ ১০৭ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে আচার্য্য আপনে।
মিলাইয়া রামচন্দ্রাদিক সর্ব্বজনে ॥ ১০৮ ॥
হৈল মিলন যৈছে প্রেমানন্দভরে।
কিছু বিস্তারিলুঁ গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরে ॥ ১০৯ ॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
কহেন বৃত্তান্ত সব নির্জন আলয়ে ॥ ১১০ ॥

রামচন্দ্রাদিকে শিষ্য কৈলা যে প্রকারে।
বিবাহ করিয়া যৈছে গেলা ব্রজপুরে ॥ ১১১ ॥
রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
কবিরাজ খ্যাতি তাঁর হইল যেমনে ॥ ১১২ ॥
যেরূপ আইলা গৌড়দেশে বিষ্ণুপুরে।
জাজিগ্রাম হৈতে যৈছে আইলা বুধরে ॥ ১১৩ ॥
কবিরাজ খ্যাতি যৈছে দিলেন গোবিন্দে।
কহিলা এ সব কথা মনের আনন্দে ॥ ১১৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে জিজ্ঞাসে মঙ্গল।
ক্রমে ক্রমে মহাশয় কহেন সকল ॥ ১১৫ ॥
শ্রীসন্তোষ রায় আদি শিষ্য যে প্রকারে।
ভক্তিদেবী কৃপা যৈছে করিলা সবারে ॥ ১১৬ ॥
শ্রীগৌর বিগ্রহ প্রাপ্ত্যে যে রঙ্গ হইল।
আর পঞ্চ বিগ্রহ নির্ম্মাণ যৈছে কৈল ॥ ১১৭ ॥
শ্রীমহোৎসবের যৈছে হৈল আয়োজন।
শ্রীমন্দির যৈছে সিংহাসনের গঠন ॥ ১১৮ ॥
এত কহি কহে পত্রী পাইলুঁ যৈইক্ষণে।
ফাগুন পূর্ণিমার উৎসব কৈলুঁ মনে ॥ ১১৯ ॥
আচার্য্য কহেন সেই দিন স্থির হৈল।
এত কহি নিমন্ত্রণপত্রী লেখাইল ॥ ১২০ ॥
শ্রীগৌড়মণ্ডলে ভক্তালয় যথা যথা।
নিমন্ত্রণপত্রী পাঠাইলা তথা তথা ॥ ১২১ ॥
উৎকলে মনুষ্য শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা।
শ্যামানন্দে এ সকল বৃত্তান্ত লিখিলা ॥ ১২২ ॥
সর্ব্বত্র লিখন পাঠাইয়া হর্ষমনে।
না জানি কি মহাশয়ে কহিলা নির্জনে ॥ ১২৩ ॥
কৃষ্ণকথারসে অতি বিহ্বল হইয়া।
নরোত্তমে দিলা রামচন্দ্রে সমর্পিয়া ॥ ১২৪ ॥
এ দুই জনের তনু প্রাণ মন এক।
দেখিতেই ভিন্ন প্রেমমূর্ত্তি পরতেক ॥ ১২৫ ॥
শ্রীআচার্য্য নরোত্তম রামচন্দ্র রীত।
দুই এক দিবসেই হইল বিদিত ॥ ১২৬ ॥

কেহ কহে এ তিন মনুষ্য কভু নয়।
জীবের নিস্তার হেতু তিনের উদয় ॥ ১২৭ ॥
কেহ কহে ওহে ভাই তিনের দর্শনে।
এক বস্তু তিন এই হয় মোর মনে ॥ ১২৮ ॥
কেহ কহে মোর মনে উপজয়ে যাহা।
ব্যক্ত করি কাহাকে কহিতে নারি তাঁহা ॥ ১২৯ ॥
ঐছে কত কথা লোক কহে পরস্পরে।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থবাহুল্যের ডরে ॥ ১৩০ ॥
আচার্য্য শ্রীমহাশয়ে রাখি দিন চারি।
বিদায় হইলা আগে যাইতে খেতরি ॥ ১৩১ ॥
রামচন্দ্র আদি প্রিয়গণ সঙ্গে দিলা।
খেতরি যাইয়া সবে গৌরাঙ্গ দেখিলা ॥ ১৩২ ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গুণের নিধান।
ব্যাস আচার্য্যাদি সব মহা বিদ্যাবান্ ॥ ১৩৩ ॥
সকলের হৈলা মহা আনন্দ হৃদয়।
দেখি প্রভু-সেবার সম্পত্তি অতিশয় ॥ ১৩৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্রে লৈয়া।
দিলেন সবারে বাসা নির্জ্জন দেখিয়া ॥ ১৩৫ ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র আদি সর্ব্বজন।
আচার্য্যের পথপানে করে নিরীক্ষণ ॥ ১৩৬ ॥
এথা শ্রীআচার্য্য কত জনে শিষ্য করি।
গোবিন্দাদি সঙ্গে শীঘ্র গেলেন খেতরি ॥ ১৩৭ ॥
কি অদ্ভুত শোভা হৈল গ্রামে প্রবেশিতে।
আইলা বৈষ্ণব সব আগুসরি লৈতে ॥ ১৩৮ ॥
উথলিল প্রেমানন্দ সবার হিয়ায়।
আচার্য্য লইয়া আইলা অপূর্ব বাসায় ॥ ১৩৯ ॥
বাসা হৈতে আচার্য্য ঠাকুরগণ সনে।
অতি শীঘ্র গেলা শ্রীগৌরাঙ্গ দরশনে ॥ ১৪০ ॥
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ দেখি গৌররায়।
হইয়া বিহ্বল নেত্রজলে ভাসি যায় ॥ ১৪১ ॥
আর পঞ্চ বিগ্রহ করিয়া দরশন।
হৈলা প্রেমাবেশে যৈছে না হয় বর্ণন ॥ ১৪২ ॥

কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রিয়গণ-সনে।
দেখিলা সামগ্রী সব প্রস্তুত ভবনে ॥ ১৪৩ ॥
গণসহ বাসা আসি কহে অনুক্ষণ।
শ্যামানন্দ গমনে বিলম্ব কি কারণ ॥ ১৪৪ ॥
হেনকালে কেহ আসি কহে আচম্বিতে।
শ্যামানন্দ আইলেন উৎকল হইতে ॥ ১৪৫ ॥
শুনি আচার্য্য হৈল আনন্দ হৃদয়।
গণ সহ আগুসরি গেলা মহাশয় ॥ ১৪৬ ॥
হেন কালে শ্যামানন্দ নিজগণ-সনে।
আসি প্রবেশিলা শীঘ্র আচার্য্য-ভবনে ॥ ১৪৭ ॥
শ্যামানন্দ আচার্য্যেরে করিয়া দর্শন।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ ঝরে দুনয়ন ॥ ১৪৮ ॥
আচার্য্য ঠাকুর স্নেহে নারে স্থির হৈতে।
ধরি কৈলা কোলে শ্যামানন্দ প্রণমিতে ॥ ১৪৯ ॥
নয়নের জলে শ্যামানন্দে সিক্ত কৈলা।
দেখি প্রেমাবেশে সবে অধৈর্য্য হইলা ॥ ১৫০ ॥
আচার্য্য চাহিয়া শ্যামানন্দ মুখ পানে।
জিজ্ঞাসি কুশল স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥ ১৫১ ॥
নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে প্রেমাবেশে।
হইলা যেরূপ তাঁহা কহিতে না আইসে ॥ ১৫২ ॥
শ্রীশ্যামানন্দেরে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
করাইলা সর্ব্ব বৈষ্ণবের পরিচয় ॥ ১৫৩ ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি কবিরাজ খ্যাতি ॥ ১৫৪ ॥
চট্টরাজ রামকৃষ্ণ কুমুদাদি সনে।
মিলনে যে আনন্দ বর্ণিবে কোন জনে ॥ ১৫৫ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি।
সবে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি ॥ ১৫৬ ॥
পরস্পর মিলনে যে স্নেহ ভক্তি রীতি।
যে দেখিলা সে আপনা মানয়ে সুকৃতী ॥ ১৫৭ ॥
রামচন্দ্র সহ নরোত্তম মহাশয়।
শ্যামানন্দে লৈয়া গেলা অপূর্ব্ব আলয় ॥ ১৫৮ ॥

তথা বাসা দিয়া অতি মনের উল্লাসে।
রসিকানন্দের প্রতি কহে স্নেহাবেশে ॥ ১৫৯ ॥
ওহে বাপু সকল করিবে সমাধান।
কোন মতে কার যেন নহে অসম্মান ॥ ১৬০ ॥
শুনিয়া রসিকানন্দ করযোড় করি।
আপনা কৃতার্থ মানি রহে মৌন ধরি ॥ ১৬১ ॥
রসিকানন্দের চেষ্টা দেখি মহাশয়।
হইলেন হৃষ্ট যৈছে কহিলে না হয় ॥ ১৬২ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সনে।
গেলেন শ্রীআচার্য্য ঠাকুর যেই স্থানে ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজে দিলা পাঠাইয়া।
তেঁহো আইলা শ্যামানন্দ পাশে হৃষ্ট হৈয়া ॥ ১৬৪ ॥
শ্যামানন্দ মহান্ত পরমানন্দ মনে।
চলিলেন ত্বরা শ্রীগৌরাঙ্গ দরশনে ॥ ১৬৫ ॥
দেখিলেন মধুর মূর্ত্তি নেত্রে ধারা বয়।
বার বার ভূমিতে পড়িয়া প্রণময় ॥ ১৬৬ ॥
সর্ব্বাঙ্গে পুলক শোভা অতি মনোহর।
প্রেমের আবেশেতে অবশ কলেবর ॥ ১৬৭ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্রীগোবিন্দে কন।
আর পঞ্চ বিগ্রহ করাহ দরশন ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাঁহা দেখাইতে।
শ্যামানন্দ হৈলা যৈছে না পারি বর্ণিতে ॥ ১৬৯ ॥
উৎসবের সামগ্রী আছয়ে যে যে স্থানে।
তাঁহা দেখাইলা দেখি মহা হৃষ্ট মনে ॥ ১৭০ ॥
এথা শ্রীরসিকানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম।
শ্রীকিশোর আদি সবে সর্বাংশে উত্তম ॥ ১৭১ ॥
যে সব সামগ্রী আনিলেন দেশ হৈতে।
তাঁহা রাখাইলা গৌরাঙ্গের ভাণ্ডারেতে ॥ ১৭২ ॥
সঙ্গে বহু লোক তাঁ-সবার যত্ন পাঞা।
দিলা যে উচিত দ্রব্য বাসা নিয়োজিয়া ॥ ১৭৩ ॥
এইরূপে নানাস্থানে করে সমাধান।
শ্যামানন্দ শিষ্য সবে বৈষ্ণবের প্রাণ ॥ ১৭৪ ॥

এথা শ্যামানন্দ গেলা আচার্য্য যথায়।
হইলেন মগ্ন গৌর কৃষ্ণের কথায় ॥ ১৭৫ ॥
সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া।
প্রাতঃকালে সবে সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া ॥ ১৭৬ ॥
স্নানাদি করিয়া সবে চিন্তে মনে মনে।
শ্রীজাহ্নবা দেবীর বিলম্ব হৈল কেনে ॥ ১৭৭ ॥
হেনকালে এক বিপ্র কহে যত্ন করি।
পদ্মাবতী পার হৈলা জাহ্নবা ঈশ্বরী ॥ ১৭৮ ॥
শুনিতেই সবে প্রেমানন্দে পূর্ণ হৈলা।
পদ্মাবতী তীর পথে আগুসরি গেলা ॥ ১৭৯ ॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব করে ধাওয়াধাই।
সবে কহে আইলা জাহ্নবা প্রেমময়ী ॥ ১৮০ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সঙ্গের এক জন।
তেঁহো আইসে জানাইতে ঈশ্বরীগমন ॥ ১৮১ ॥
দেখি আচার্য্যের গতি অতি হর্ষ চিতে।
ঈশ্বরীগমন কহে প্রণমি ভূমিতে ॥ ১৮২ ॥
তাঁরে প্রণমিয়া আচার্য্য মহাশয়।
জিজ্ঞাসে বিশেষ তেঁহো বিবরিয়া কয় ॥ ১৮৩ ॥
এথাকার সমাচার পাঞা পত্র দ্বারে।
হৈলা উৎকণ্ঠিত সবে এথা আসিবারে ॥ ১৮৪ ॥
তথায় ছিলেন কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
সূর্য্যদাস সরখেল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাঁর ॥ ১৮৫ ॥
শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর ॥ ১৮৬ ॥
কমলাকর পিপলাই শ্রীজীব পণ্ডিত।
মাধব আচার্য্য যাঁর চেষ্টা সুবিদিত ॥ ১৮৯ ॥
নৃসিংহ চৈতন্যদাস কানাই শঙ্কর।
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বৃন্দাবন বিজ্ঞবর ॥ ১৯০ ॥
শ্রীমীনকেতন রামদাস মহাশয়।
নকড়ি শ্রীবলরাম আদি প্রেমময় ॥ ১৯১ ॥
সবে নিবেদিলা দুই ঈশ্বরী-চরণে।
খেতরি যাইতে কৈছে ইচ্ছা হয় মনে ॥ ১৯২ ॥

শুনি হর্ষ হৈয়া কহে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
বিলম্বে কি কার্য্য তথা চল শীঘ্র করি ॥ ১৯৩ ॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বর দাস।
করিলা গমন সজ্জা হইয়া উল্লাস ॥ ১৯৪ ॥
খড়দহ হৈতে ঈশ্বরীর যাত্রাদিনে।
দূর হৈতে বৈষ্ণব আইলা দরশনে ॥ ১৯৫ ॥
কহিলা ঈশ্বরী এথা যাত্রা সমাচার।
শুনিতে উৎকণ্ঠা জন্মিল সবাকার ॥ ১৯৬ ॥
সবে নিজ নিজ বাসা গিয়া শীঘ্র আইলা।
এহেতু বিলম্ব হৈল পুনঃ যাত্রা কৈলা ॥ ১৯৭ ॥
হইল আকাশবাণী যাত্রার সময়।
সে অতি আশ্চর্য্য তাঁহা শুন মহাশয় ॥ ১৯৮ ॥
পরম গভীর নাদে কহে বার বার।
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রিয় যে আমার ॥ ১৯৯ ॥
নিজগণ সহ ভক্তিদানেতে প্রবীণ।
নিরন্তর আমি যে দোঁহার প্রেমাধীন ॥ ২০০ ॥
খেতরি গ্রামেতে গণ সহ সংকীর্ত্তনে।
করিব নর্ত্তন দেখিবেক সর্ব্বজনে ॥ ২০১ ॥
মোর প্রেম প্রভাবে মাতিবে সর্ব্বলোক।
না রহিবে কাঁহার কোনই দুঃখ শোক ॥ ২০২ ॥
সর্ব্বসিদ্ধি হৈবে তথা তোমার গমনে।
সবে চাহি আছয়ে তোমার পথ পানে ॥ ২০৩ ॥
খেতরি হইতে তুমি যাবে বৃন্দাবন।
তথা হইতে আসি বিতরিবে ভক্তিধন ॥ ২০৪ ॥
শুনি ঈশ্বরীর চিত্তে হৈল চমৎকার।
স্থির হৈতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২০৫ ॥
খড়দহ গ্রামেতে যতেক বিজ্ঞগণ।
অন্যত্র হইতে যে যে কৈলা আগমন ॥ ২০৬ ॥
সবে শুনি মত্ত হইয়া মনের উল্লাসে।
নিবারিতে নারে নেত্র অশ্রুজলে ভাসে ॥ ২০৭ ॥
শ্রীজাহ্নবা গৌর নিত্যানন্দে সঙরিয়া।
সেই ক্ষণে গমন করয়ে সবা লৈয়া ॥ ২০৮ ॥

শ্রীবসুদেবীরে কিবা কহিয়া নির্জ্জনে।
গঙ্গা বীরচন্দ্রে স্থির করিয়া যতনে ॥ ২০৯ ॥
সবে সর্বপ্রকারে করিয়া সমাধান।
কথো দূর নৌকাপথে করিয়া পয়াণ ॥ ২১০ ॥
চলিতেই এই ধ্বনি হৈল দেশ ভরি।
খেতরি হইয়া ব্রজে যাবেন ঈশ্বরী ॥ ২১১ ॥
কথো দূরে গিয়া নৌকা হইতে নামিলা।
ভাগ্যবন্ত প্রিয় বণিকের ঘরে গেলা ॥ ২১২ ॥
দিবানিশি মত্ত তারা নিত্যানন্দগুণে।
উথলিল প্রেমানন্দ ঈশ্বরী দর্শনে ॥ ২১৩ ॥
শ্রীঈশ্বরী করি সবা প্রতি অনুগ্রহ।
সে দিবস তথায় রহিলা গণ সহ ॥ ২১৪ ॥
রঘুনাথ খঞ্জ ভগবানের নন্দন।
জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম ॥ ২১৫ ॥
তেঁহো আসি ঈশ্বরীরে তথায় মিলিলা।
অতি প্রাতেঃ উঠি সবে অম্বিকা আইলা ॥ ২১৬ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্য যাইয়া কথো দূরে।
সবা সহ ঈশ্বরীরে আনিলেন ঘরে ॥ ২১৭ ॥
নিতাই চৈতন্যচান্দে করিয়া দর্শন।
হৈলা যে প্রকার তাঁহা না হয় বর্ণন ॥ ২১৮ ॥
ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন কতক্ষণে।
ভক্ষণাদি ক্রিয়া সারিলেন সেইখানে ॥ ২১৯ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হৃদয়চৈতন্যেরে।
কহিলেন সকল প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে ॥ ২২০ ॥
শুনি শ্রীহৃদয়ানন্দ আনন্দিত হৈলা।
যাইতে খেতরি গ্রাম মন স্থির কৈলা ॥ ২২১ ॥
শ্রীবংশীবদনপুত্র শ্রীচৈতন্যদাস।
হেনকালে গণ সহ আইলা প্রভুর পাশ ॥ ২২১ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর চরণ দর্শনে।
আপনা মানয়ে ধন্য ধারা দুনয়নে ॥ ২২৩ ॥
বারে বারে ভূমিতে পড়িয়া প্রণমিলা।
ঈশ্বরীর আজ্ঞায় স্থির হইয়া বসিলা ॥ ২২৪ ॥

মনের উল্লাসে তাঁরে কহিলা সকল।
শুনিতেই হৈলা অতি আনন্দে বিহ্বল ॥ ২২৫ ॥
শ্রীচৈতন্যদাস আদি স্থির কৈলা মনে।
খেতরি যাইব শ্রীউৎসব দর্শনে ॥ ২২৬ ॥
মনের উল্লাসে সবে প্রস্তুত হইলা।
শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরে জানাইলা ॥ ২২৭ ॥
শান্তিপুর হইতে আইলা এক জন।
তেঁহো নিবেদয়ে তথাকার বিবরণ ॥ ২২৮ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত-তনয়।
বিচ্ছেদে জর্জর দেহ ধারণ সংশয় ॥ ২২৯ ॥
শ্রীসীতা মাতার আজ্ঞা করিতে পালন।
খেতরি যাইতে হৈবে প্রভাতে গমন ॥ ২৩০ ॥
শুনি ঈশ্বরীর অতি আনন্দ বাঢ়িল।
তাঁর দ্বারে শীঘ্র সব কহি পাঠাইল ॥ ২৩১ ॥
সবা সহ শ্রীজাহ্নবা পণ্ডিত-আবাসে।
গোঙাইলা রাত্রি অতি মনের উল্লাসে ॥ ২৩২ ॥
প্রভাতেই শ্রীমঙ্গল আরতি দেখিলা।
নিতাই চৈতন্যপদে আত্ম সমর্পিলা ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীসেবা নিযুক্ত সবে সাবধান করি।
সবা সহ নবদ্বীপে চলিলা ঈশ্বরী ॥ ২৩৪ ॥
দূরে হৈতে শ্রীনবদ্বীপের পানে চাঞা।
দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে বুক বাঞা ॥ ২৩৫ ॥
সঙরি সে সব নবদ্বীপের বিলাস।
অনলের শিখা প্রায় ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ২৩৬ ॥
হইল অবশ অঙ্গ আকুল হিয়ায়।
কতক্ষণে স্থির হইলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ২৩৭ ॥
নবদ্বীপে যে যে ছিলা প্রভুর প্রিয়গণ।
শুনিলা শ্রীজাহ্নবাঈশ্বরী আগমন ॥ ২৩৮ ॥
মনের উল্লাসে সবে আইলা আগুসরি।
দূরে দেখি দোলা হইতে নামিলা ঈশ্বরী ॥ ২৩৯ ॥
ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া সর্ব্বজনে।
আপনার ভাগ্যশ্লাঘা করয়ে আপনে ॥ ২৪০ ॥

আজি সুপ্রভাত বিধি কৈলা মো সভার।
ঐছে কহি নিকটে প্রণমে বার বার ॥ ২৪১ ॥
শ্রীজাহ্নবা দেবী কৈলা যে হইল মনে।
আশ্চর্য্য প্রেমের গতি বুঝে কোন্ জনে ॥ ২৪২ ॥
শ্রীঈশ্বরীর সঙ্গে যে আইলা প্রিয়গণ।
যথাযোগ্য সবা সহ হইল মিলন ॥ ২৪৩ ॥
মিলনের কালে ধৈর্য্য গেল সবাকার।
কেহ কার পদধূলি লয় বার বার ॥ ২৪৪ ॥
প্রেমাবেশে কেহ কার ধরিয়া গলায়।
সঙরি প্রভুর লীলা কান্দে উচ্চরায় ॥ ২৪৫ ॥
কি অদ্ভুত প্রেমের মহিমা কেবা জানে।
প্রভু প্রিয়গণ স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥ ২৪৬ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীপতি।
যত্নে কহে শ্রীমাধব আচার্য্যাদি প্রতি ॥ ২৪৭ ॥
এথা গঙ্গাস্নান হয় এই মোর মনে।
শুনি এই বাক্য হর্ষ হৈলা সর্ব্বজনে ॥ ২৪৮ ॥
সকলেই গঙ্গাস্নান করেন তথাই।
নবদ্বীপে শ্রীপতি গেলেন ধাওয়াধাই ॥ ২৪৯ ॥
বিবিধ সামগ্রী শীঘ্র লইয়া আইলা।
এথা সবে স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সমাধিলা ॥ ২৫০ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
সবে ভুঞ্জাইলা কিছু ভুঞ্জিয়া আপনে ॥ ২৫১ ॥
নবদ্বীপমধ্যে প্রবেশিলা শীঘ্র করি।
শ্রীবাসপণ্ডিতগৃহে আইলা ঈশ্বরী ॥ ২৫২ ॥
তথাতে আইলা প্রভু অদ্বৈত নন্দন।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম ভুবনপাবন ॥ ২৫৩ ॥
অচ্যুতের ভ্রাতা শ্রীগোপাল প্রেমময়।
শ্রীকানু পণ্ডিত বিষ্ণুদাস মহাশয় ॥ ২৫৪ ॥
বনমালী দাস আদি অতি বিজ্ঞগণ।
পরস্পর হৈল মহা আশ্চর্য্য মিলন ॥ ২৫৫ ॥
উথলিল প্রেমের সমুদ্র অতিশয়।
একমুখে সে সব কহিতে সাধ্য নয় ॥ ২৫৬ ॥

শ্রীমতী ঈশ্বরী অতি নির্জনে আনন্দে।
জানাইলা সব কথা শ্রীঅচ্যুতানন্দে ॥ ২৫৭ ॥
শুনি প্রেমাবেশে প্রভু অদ্বৈতকুমার।
হই অতি অধৈর্য্য গর্জয় অনিবার ॥ ২৫৮ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি সবে জানাইতে।
হইল সবার মন উৎসব দেখিতে ॥ ২৫৯ ॥
খেতরিগমন কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিলা।
শ্রীবাসভবনে সবে একত্র হইলা ॥ ২৬০ ॥
সে দিবস সেইখানে সবার ভোজনে।
যে আনন্দ হইল তাঁহা না হয় বর্ণনে ॥ ২৬১ ॥
নবদ্বীপবাসী লোক ধায় চারিপাশে।
হইল অত্যন্ত ভীড় শ্রীবাস আবাসে ॥ ২৬২ ॥
প্রভু পার্ষদের শুভ দর্শন পাইয়া।
জুড়াইল দারুন দুঃখাগ্নিদগ্ধ হিয়া ॥ ২৬৩ ॥
কথো রাত্রি রহি সব লোক গৃহে গেলা।
এথ প্রভুগণ সবে শয়ন করিলা ॥ ২৬৪ ॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে চলিলা সত্বরে।
আইলা আকাই হাটে কৃষ্ণদাস ঘরে ॥ ২৬৫ ॥
পরম গায়ক কৃষ্ণদাস প্রেমাবেশে।
আপনা মানয়ে ধন্য আনি নিজাবাসে ॥ ২৬৬ ॥
ভক্ষণসামগ্রী অতি শীঘ্রেতে করিয়া।
খেতরি যাইতে রহে প্রস্তুত হইয়া ॥ ২৬৭ ॥
প্রভাতে উঠিতে সবে আনন্দ অন্তরে।
অতি শীঘ্র আইলেন কন্টক নগরে ॥ ২৬৮ ॥
প্রথমেই কৃষ্ণদাস ঠাকুর আসিয়া।
শ্রীযদুনন্দনে সব কহে বিবরিয়া ॥ ২৬৯ ॥
শ্রবণমাত্রেতে মহা উল্লাস অন্তরে।
আগুসরি গিয়া শীঘ্র আনিলেন ঘরে ॥ ২৭০ ॥
তথা আইলা শ্রীরঘুনন্দনগণ সাথ।
শিবানন্দ সহ আইলা বিপ্র বাণীনাথ ॥ ২৭১ ॥
বল্লভ চৈতন্যদাস ভাগবতাচার্য্য।
নর্ত্তক গোপাল জিতা মিশ্র বিপ্রবর্য্য ॥ ২৭২ ॥

রঘুমিশ্র কাশীনাথ পণ্ডিত উদ্ধব।
শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ২৭৩ ॥
আইলেন ঐছে বহু প্রভুপ্রিয়গণ।
পরস্পর হৈল অতি অদ্ভুত মিলন ॥ ২৭৪ ॥
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ শোভা দেখি।
হইলা বিহ্বল সবে জুড়াইতে আঁখি ॥ ২৭৫ ॥
গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল যথা।
কান্দিতে কান্দিতে সবে চলিলেন তথা ॥ ২৭৬ ॥
স্থান দৃষ্টিমাত্রে হইলা যে দশা সবার।
সে সব কহিতে মুখে না আসে আমার ॥ ২৭৭ ॥
কতক্ষণে স্থির হইলেন সর্ব্বজন।
করিলেন শীঘ্র সবে গঙ্গাবগাহন ॥ ২৭৮ ॥
এথা যদুনন্দনাদি অতি যত্ন করি।
বিবিধ মিষ্টান্ন সাজাইলা পাত্র ভরি ॥ ২৭৯ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রে সমর্পিয়া থরে থরে।
পৃথক্ পৃথক্ থুইলেন বাসাঘরে ॥ ২৮০ ॥
এথা স্নানাধিক ক্রিয়া সবে সমাধিলা।
শ্রীমহাপ্রসাদ অতি যত্নেতে ভুঞ্জিলা ॥ ২৮১ ॥
সে দিবস জাহ্নবী ঈশ্বরী আপনে।
মনের আনন্দে শীঘ্র চলিলা রন্ধলে ॥ ২৮২ ॥
করিলা রন্ধন শীঘ্র বিবিধ প্রকার।
শুনিতে সবার মনে হৈল চমৎকার ॥ ২৮৩ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে ভোগ কৈলা সমর্পণ।
পরম আনন্দে প্রভু করিলা ভোজন ॥ ২৮৪ ॥
কতক্ষণ পরে যত্নে ভোগ সরাইলা।
ভুঞ্জাইলা সবারে পরম যত্ন পাঞা ॥ ২৮৫ ॥
অমৃত সমান সব দিতে কি তুলনা।
যে ভুঞ্জিল সে আনন্দে পাসরে আপনা ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীঈশ্বরী করিলেন প্রসাদ সেবন।
সর্ব্ব মহান্তের হৈল আনন্দিত মন ॥ ২৮৭ ॥
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী আদি যত।
ভুঞ্জিলেন পশ্চাতে করিয়া যত্ন যত ॥ ২৮৮ ॥

শ্রীমহাপ্রসাদাস্বাদে যে হইল মনে।
কহিতে নারয়ে অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥ ২৮৯ ॥
নিজ ইষ্টদাস-গঙ্গাধরে সঙরিয়া।
কতক্ষণে স্থির হৈলা নিভৃতে বসিয়া ॥ ২৯০ ॥
খেতরি যাইতে অতি উৎকণ্ঠিত মন।
করিলেন তথা যাইবার আয়োজন ॥ ২৯১ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা পরিচারকেরে।
করিলেন সাবধান সকল প্রকারে ॥ ২৯২ ॥
হইল সন্ধ্যাসময় সকল সাধিতে।
আইলা সর্ব্বমহান্ত গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণেতে ॥ ২৯৩ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের করি আরতি দর্শন।
করিলেন কতক্ষণ শ্রীনাম কীর্ত্তন ॥ ২৯৪ ॥
গোঙাইলা রাত্রি সবে কৃষ্ণকথা-রসে।
হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা মনের উল্লাসে ॥ ২৯৫ ॥
রজনী প্রভাতে গৌরচন্দ্রে প্রণমিঞা।
আইলেন ঐছে পথে সবা সম্বোধিয়া ॥ ২৯৬ ॥
অদ্য শীঘ্র পদ্মাবতী হইলেন পার।
আমা পাঠইলা শীঘ্র দিতে সমাচার ॥ ২৯৭ ॥
শুনি এ প্রসঙ্গ সব আচার্য্য ঠাকুর।
হইলেন যৈছে তাঁহা বচনের দূর ॥ ২৯৮ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ আদি।
হইল সবার মনে আনন্দ অবধি ॥ ২৯৯ ॥
যাইতে দেখয়ে নেত্রে আগে বিদ্যমান।
আইসেন সবে তেজে সূর্য্যের সমান ॥ ৩০০ ॥
নিরখিতে নেত্রের নিমিখ গেল দূরে।
হইল অবশ অঙ্গ চলিতে না পারে ॥ ৩০১ ॥
এ সবার দশা দেখি জাহ্নবী ঈশ্বরী।
নামিলেন দোলা হইতে প্রভুরে সঙরি ॥ ৩০২ ॥
শ্রীঅচ্যুত আদি কথোজন যানে ছিলা।
মনের উল্লাসে শীঘ্র ভূমেতে নামিলা ॥ ৩০৩ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি ভাসি প্রেমজলে।
লোটাইয়া পড়ে ঈশ্বরীর পদতলে ॥ ৩০২ ॥

শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী নারয়ে স্থির হৈতে।
যৈছে অনুগ্রহ কৈলা কে পারে কহিতে ॥ ৩০৩ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি প্রভুপ্রিয়গণ।
ক্রমে ক্রমে তাঁ সবার বন্দিলা চরণ ॥ ৩০৪ ॥
শ্রীনিবাসচার্য্য আদি পানে নিরখিয়া।
শ্রীঅচ্যুতানন্দাদি ধরিতে নারে হিয়া ॥ ৩০৫ ॥
কেহ শ্রীনিবাসে কোলে করিয়া কান্দয়ে।
কেহ নরোত্তমে বার বার আলিঙ্গয়ে ॥ ৩০৬ ॥
কেহ না ছাড়ে রামচন্দ্রে করি কোলে।
কেহ শ্রীগোকুলানন্দে সিঞ্চে নেত্রজলে ॥ ৩০৭ ॥
কেহ বাহু পসারিয়া ধরয়ে শ্রীদাসে।
কেহ শ্যামানন্দে মহাবাৎসল্য প্রকাশে ॥ ৩০৮ ॥
কেহ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মুখ চাঞা।
আলিঙ্গিতে নেত্রধারা বহে বুক বাঞা ॥ ৩০৯ ॥
ঐছে প্রেম গতি আদি অদ্ভুত মিলন।
দেখিয়া আপনা ধন্য মানে দেবগণ ॥ ৩১০ ॥
গ্রামে প্রবেশিতে লোক চতুর্দ্দিকে ধায়।
ডুবিল খেতরি গ্রাম আনন্দবন্যায় ॥ ৩১১ ॥
আচার্য্য ঠাকুর যত্নে নিবেদি সবারে।
লৈয়া গেলা পৃথক্ পৃথক্ বাসাঘরে ॥ ৩১২ ॥
গণ সহ ঈশ্বরীর বাসা হৈল যথা।
রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা তথা ॥ ৩১২ ॥
রঘুনাথ আচার্য্য আদির বাসাঘরে।
করিলা নিযুক্ত কবিরাজ কর্ণপুরে ॥ ৩১৩ ॥
হৃদয়চৈতন্যের বাসা যেইখানে।
তথা শ্যামানন্দে সমর্পিলা সাবধানে ॥ ৩১৪ ॥
শ্রীচৈতন্য দাস আদি যথা উত্তোরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা ॥ ৩১৫ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীব্যাস-আচার্য্যেরে ॥ ৩১৬ ॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদিবাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লবীকান্ত তায় ॥ ৩১৭ ॥

শ্রীরঘুনন্দনগণ সহ যে বাসাতে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে ॥ ৩১৮ ॥
বিপ্র বাণীনাথ জিতামিশ্রাদিক ঘরে।
সমর্পিলা রাম কৃষ্ণ কুমুদ আদি রে ॥ ৩১৯ ॥
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তির বাসস্থানে।
নিয়োজিল যত্নে কবিরাজ ভগবানে ॥ ৩২০ ॥
আর যে যে বৈষ্ণবগণের বাসা যথা।
সমর্পিলা শ্রীগোপীরমণ আদি তথা ॥ ৩২১ ॥
সর্ব্বত্র যাইয়া সবে করি পরিহার।
পৃথক্ পৃথক্ করি দিলেন ভাণ্ডার ॥ ৩২২ ॥
তথা বহুদ্রব্য তাঁর লেখা নাই দিতে।
সদা পরিপূর্ণ কৃষ্ণচৈতন্য ইচ্ছাতে ॥ ৩২৩ ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বত্র ভ্রময় ॥ ৩২৪ ॥
শ্রীখেতরি গ্রামে মহান্তের আগমন।
ইহার শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৩২৫ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ৩২৬ ॥

**ইতি নরোত্তমবিলাসে খেতরিগ্রামে
শ্রীবৈষ্ণবাগমন নাম
ষষ্ঠ বিলাস ॥ ৬ ॥**

॥ সপ্তম বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥ ১ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাঁহা করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥
শ্রীখেতরি গ্রামে মহা মহোৎসবপ্রথা।
সর্ব্বদেশে সর্ব্বত্র ব্যাপিল এই কথা ॥ ৩ ॥
কেহ কার প্রতি কহে মহানন্দমনে।
ওহে ভাই কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ নয়নে ॥ ৪ ॥
ধরণীমণ্ডলে ধন্য শ্রীখেতরি গ্রাম।
কি অদ্ভুত শোভা যেন আনন্দের ধাম ॥ ৫ ॥
কি নারী পুরুষ বাল বৃদ্ধ তথাকার।
বৈষ্ণবদর্শনে নেত্রে ধারা অনিবার ॥ ৬ ॥
অদ্য বহু বৈষ্ণব আইলা খেতরিতে।
আপনা পাসরি তারা ধায় চারিভিতে ॥ ৭ ॥
কেহ কেহ সে মাধুরী করিয়া দর্শন।
বিধাতার প্রতি মাগে অসংখ্য নয়ন ॥ ৮ ॥
কেহ কহে তাঁ সবার তেজ সূর্য্য সম।
বিনাশয়ে জীবের দারুণ তাপতম ॥ ৯ ॥
কেহ কহে তাঁ সবার দর্শনকৃপায়।
যে না কহে কৃষ্ণ সেহ কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ১০ ॥
কেহ কহে তাঁ সবার অদ্ভুত চরিত।
পতিত দুঃখীর প্রতি অতিশয় প্রীত ॥ ১১ ॥
কেহ কহে শ্রীসন্তোষ রাজা ভাগ্যবান।
কি অপূর্ব্ব তাঁ সবার কৈলা বাসস্থান ॥ ১২ ॥
কেহ কহে মহামহোৎসব আয়োজনে।
সদাই উল্লাস রাজা নিজগণ সনে ॥ ১৩ ॥
কেহ কহে করিলেন যে সব সম্ভার।
তাঁহা কহিবারে সাধ্য না হয় আমার ॥ ১৪ ॥
কেহ কহে লোকরীত মঙ্গলবিধান।
সে সব করেন রাজা হৈয়া সাবধান ॥ ১৫ ॥
কেহ কহে ফাল্গুনের শুক্লা পঞ্চমীতে।
কহিলা বাদকগণে বাদ্য আরম্ভিতে ॥ ১৬ ॥
কেহ কহে বাদ্যধ্বনি ভেদিল গগন।
গায়কেতে গান করে নর্ত্তকে নর্তন ॥ ১৭ ॥
কেহ কহে রাজা আজ্ঞা দিলা মালীগণে।
নানা পুষ্প আনি হার করিতে যতনে ॥ ১৮ ॥
কেহ কহে রাজা বহু লোক সাবহিতে।
আজ্ঞা করিলেন চারু চন্দন ঘষিতে ॥ ১৯ ॥

কেহ কহে সে মহাশয়ের আজ্ঞা পাঞা।
অভিষেকদ্রব্য সজ্জা কৈলা হর্ষ হৈয়া ॥ ২০ ॥
কালি শ্রীপূর্ণিমা দিবা অপূর্ব্ব সময়।
শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে করিব বিজয় ॥ ২১ ॥
কেহ কহে ওহে ভাই কহিতে না পারি।
সকল ছাড়িয়া শীঘ্র যাইব খেতরি ॥ ২২ ॥
কেহ মৌন ধরিয়া কহয়ে এই হৈল।
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেশ ধন্য কৈল ॥ ২৩ ॥
এ দেশের লোক দস্যুকর্ম্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম বা কেমন ॥ ২৪ ॥
করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘরে দ্বারে ॥ ২৫ ॥
কেহ কহে মনুষ্যের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়গকরে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া ॥ ২৬ ॥
সে সময়ে যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তাঁর হাতে না এড়ায় ॥ ২৭ ॥
সবে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত ॥ ২৮ ॥
ওহে ভাই কৈলুঁ ইথে সুদৃঢ় বিচার।
নরোত্তম করিব এ সবার উদ্ধার ॥ ২৯ ॥
জয় নরোত্তম জয় নরোত্তম বলি।
নেত্রে ধারা বহে নৃত্য করে বাহু তুলি ॥ ৩০ ॥
লইয়া বিবিধ দ্রব্য মহা কুতূহলে।
শ্রীখেতরি গ্রামে শীঘ্র আইসে সকলে ॥ ৩১ ॥
ঐছে বহু গ্রাম হৈতে আইসে বহুলোক।
খেতরি প্রবেশমাত্র ভুলে সব শোক ॥ ৩২ ॥
এথা সর্ব্বলোকে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে সব দুঃখ বিনাশয় ॥ ৩৩ ॥
ঐছে সবে সমাধিয়া মনের উল্লাসে।
সন্ধ্যাকালে কহে কিছু আচার্য্যের পাশে ॥ ৩৪ ॥
বহুখোল করতাল নির্ম্মাণ হইয়া।
আসিয়াছে বারেক দেখুন তথা গিয়া ॥ ৩৫ ॥

শুনি শ্রীআচার্য্য চলিলেন হর্ষ হৈয়া।
গৌরাঙ্গ গোকুল দেবীদাসে সঙ্গে লৈয়া ॥ ৩৬ ॥
তথা গিয়া দেখি সব খোল করতাল।
প্রেমাবেশে আচার্য্য কহেন ভাল ভাল ॥ ৩৭ ॥
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত করিয়া স্মরণ।
খোল করতাল পূজা কৈলা সেইক্ষণ ॥ ৩৮ ॥
সবা সহ চলিলেন শ্রীঈশ্বরী যথা।
ক্রমে নিবেদিলা সব অভিষেক কথা ॥ ৩৯ ॥
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া কৈল সর্ব্বত্র গমন।
অভিষেক কথা সবে কৈল নিবেদন ॥ ৪০ ॥
শুনিয়া সবার মনে আনন্দ বাঢ়িল।
শ্রীচৈতন্যকথায় সে রাত্রি গোঙাইল ॥ ৪১ ॥
কিছু নিদ্রা গেল হৈল রজনী বিহান।
সবে প্রাতঃক্রিয়া সারি করিলেন স্নান ॥ ৪২ ॥
এথা শ্রীআচার্য্য শ্রীঠাকুর মহাশয়।
লইয়া অপূর্ব্ব বস্ত্র গেলা সর্বালয় ॥ ৪৩ ॥
সকল মহান্ত মহান্তের সঙ্গে যত।
সবে বস্ত্র প্ররান আগ্রহ করি কত ॥ ৪৪ ॥
এথা শ্রীসন্তোষ রায় মহা হর্ষ মনে।
দেখে চন্দ্রাতপ কৈছে শোভয়ে প্রাঙ্গণে ॥ ৪৫ ॥
শ্রীমন্দির অঙ্গন অত্যন্ত বিস্তারিত।
হইয়াছে সর্বপ্রকারেতে সুশোভিত ॥ ৪৬ ॥
চন্দ্রাতপতলে অতি অপূর্ব্ব আসন।
যাহাতে বসিলা আসি শ্রীমহান্তগণ ॥ ৪৭ ॥
বসিলেন শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী যেখানে।
সে অতি গোপন স্থান সভা সন্নিধানে ॥ ৪৮ ॥
স্থানে স্থানে কদলীবৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেলফলাদি বেষ্টিত আম্রশাখা ॥ ৪৯ ॥
জলে পূর্ণ কলস শোভয়ে স্থানে স্থানে।
এ সব দেখিয়া গেলা আচার্য্য যেখানে ॥ ৫০ ॥
নিবেদিলা সকল সুসজ্জা হৈল তথা।
শুনিয়া আচার্য্য গেলা শ্রীঈশ্বরী যথা ॥ ৫১ ॥

তাঁরে নিবেদিতে তেঁহো করিয়া গমন।
বসিলেন গিয়া যথা স্থান সঙ্গোপন ॥ ৫২ ॥
শ্রীআচার্য্য সর্বমহান্তেরে নিবেদিতে।
সবে গিয়া বসিলা প্রাঙ্গণে আসনেতে ॥ ৫৩ ॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা জিনি চন্দ্রগণ।
পরস্পর বাক্যসুধা করে বরিষণ ॥ ৫৪ ॥
সবে অনুমতি দিলা আচার্য্য ঠাকুরে।
শ্রীবিগ্রহগণাভিষেকাদি করিবারে ॥ ৫৫ ॥
শ্রীআচার্য্য ঈশ্বরী আদির আজ্ঞা পাঞা।
চলিলেন অতি দীন প্রায় প্রণমিয়া ॥ ৫৬ ॥
শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ আনাইলা।
দেখিয়া আচার্য্য শোভা বিহ্বল হইলা ॥ ৫৭ ॥
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সহ নবদ্বীপচান্দে।
ধরিয়া হিয়ায় গুণ সঙরিয়া কান্দে ॥ ৫৮ ॥
কে বুঝিতে পারে এই আচার্য্য-অন্তর।
কতক্ষণে স্থির হইলেন বিজ্ঞবর ॥ ৫৯ ॥
শ্রীরূপগোস্বামিকৃত গ্রন্থাদি বিধানে।
করিলা সকল ক্রিয়া অতি সাবধানে ॥ ৬০ ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু যে যে নাম জানাইল।
অভিষেককালে সব নাম স্পষ্ট হৈল ॥ ৬১ ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ ॥ ৬২ ॥
বসিলেন ঐছে শ্রীবিগ্রহ সিংহাসনে।
হইল আশ্চর্য্য শোভা প্রাণপ্রিয়া সনে ॥ ৬৩ ॥
বিবিধ ভূষণেতে ভূষিত কলেবর।
দেখিয়া আচার্য্য মহা আনন্দ অন্তর ॥ ৬৪ ॥
পূজা সমাপিয়া শীঘ্র আরতি করিলা।
পৃথক্ পৃথক্ করি ভোগ সমর্পিলা ॥ ৬৫ ॥
সে সকল সামগ্রী পরম চমৎকার।
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার ॥ ৬৬ ॥
পরম আনন্দে ভুঞ্জিলেন প্রভুগণ।
ভোগ সরাইল যত্নে রহি কতক্ষণ ॥ ৬৭ ॥

ভোগের প্রসাদি স্থান ধুই শীঘ্র করি।
শ্রীমালা চন্দন সমর্পয়ে পাত্র ভরি ॥ ৬৮ ॥
চন্দন সহিত মালা প্রভুগলে দিলা।
করিয়া বিভাগ কথো পৃথক রাখিলা ॥ ৬৯ ॥
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীমালাচন্দন।
সর্বমহান্তের আগে কৈলা সমর্পণ ॥ ৭০ ॥
সবে পরস্পর প্রেমাবেশে উল্লাসিত।
শ্রীমালা চন্দনে সবে হৈলা বিভূষিত ॥ ৭১ ॥
শ্রীবিগ্রহ ছয় করি একত্রে দর্শন।
জয় জয় ধ্বনি করিলেন সর্বজন ॥ ৭২ ॥
বাজয়ে বিবিধ বাদ্য হৈল কোলাহল।
যেন জগতের দূরে গেল অমঙ্গল ॥ ৭৩ ॥
এথা শ্রীঠাকুর মহাশয়ে সর্ব্বজন।
অনুমতি দিলা আরম্ভিতে সংকীর্ত্তন ॥ ৭৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলা দেবীদাসে ॥ ৭৫ ॥
আইসেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে হর্ষ হৈয়া।
দেবীদাস গায়ক বাদকগণ লৈয়া ॥ ৭৬ ॥
বল্লভ গৌরাঙ্গ গোকুলাদি প্রিয়গণ।
তাঁ সবার শোভায় সবার হরে মন ॥ ৭৭ ॥
এ সব লইয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
দাঁড়াইলা প্রাঙ্গণে পরম তেজোময় ॥ ৭৮ ॥
পুলকে বেষ্টিত অঙ্গ বলনী সুন্দর।
কনক কেতকী জিনি কান্তি মনোহর ॥ ৭৯ ॥
উন্নত নাসিকা দীর্ঘ কমলনয়ন।
কন্দর্পের দর্প দূরে দেখি সে বদন ॥ ৮০ ॥
জিনিয়া কুঞ্জরকর মঞ্জু ভুজদ্বয়।
দেখি সে বক্ষের শোভা কে না হর্ষ হয় ॥ ৮১ ॥
ঝলকে তিলক কিবা সুচারু কপালে।
ঝলমল করে কণ্ঠ তুলসীর মালে ॥ ৮২ ॥
রুচির চরণ জানু মধ্য কি মধুর।
নিরখিতে নয়নের তাপ যায় দূর ॥ ৮৩ ॥

পরম আশ্চর্য্য শোভা কহনে না যায়।
সংকীর্ত্তন আরম্ভে কি উল্লাস হিয়ায় ॥ ৮৪ ॥
গণ সহ নিতাই অদ্বৈত গোরাচান্দে।
সঙরি উথলে প্রেম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥ ৮৫ ॥
সর্ব্বমহান্তেরে ভূমে পড়ি প্রণমিঞা।
করয়ে আলাপ করে করতাল লৈয়া ॥ ৮৬ ॥
মন্দ মন্দ হাস্যে দন্তদ্যুতি মনোহর।
স্বেদাশ্রুপূর্ণিত অতি আনন্দ অন্তর ॥ ৮৭ ॥

তথা হি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাম্

সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্য-
দন্তদ্যুতিদ্যোতিতাদিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারাস্নপিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥ ১ ॥

স্তবামৃতলহরী গ্রন্থে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের স্তব করিতেছেন— যাঁহার সংকীর্ত্তনানন্দজাতমন্দহাস্যের দন্তশোভায় দিকসকল উজ্জ্বল হইয়াছেন এবং যিনি স্বেদ ও অশ্রুধারায় স্নাত হইয়াছেন, আমি সেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

দেবীদাসাদিকে পূর্বে শক্তি সঞ্চারিলা।
এবে নিদেশিতে গীতবাদ্যে মত্ত হৈলা ॥ ৮৮ ॥
করয়ে মর্দ্দল বাদ্য অতি রসায়ন।
করতালালাপবাদ্যে হৈল সম্মিলন ॥ ৮৯ ॥
শ্রীরঘুনন্দন ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
মত্তসিংহ প্রায় গর্জ্জি গৌরাঙ্গ সঙরে ॥ ৯০ ॥
আচার্য্য আনিয়া দিতে শ্রীমালাচন্দন।
খোল করতালে স্পর্শাইলা সেইক্ষণ ॥ ৯১ ॥
শ্রীরঘুনন্দন আত্মবিস্মারিত প্রেমে।
স্বহস্তে চন্দন মাখায়েন নরোত্তমে ॥ ৯২ ॥
মালা পরাইয়া কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গন।
ঐছে সবাকারে দিলা শ্রীমালাচন্দন ॥ ৯৩ ॥

প্রণমিঞা সবে রঘুনন্দনের পায়।
আপনা মানয়ে ধন্য মনের ইচ্ছায়॥ ৯৪ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দাস তালপাট আরম্ভয়ে।
প্রথমেই মন্দ মন্দ বাদ্য প্রকাশয়ে ॥ ৯৫ ॥
তদুপরি নব্য নব্য বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে।
অমৃত অঙ্কুর যৈছে বাঢ়ে ঘনে ঘনে ॥ ৯৬ ॥
অদ্ভুত অদ্ভুত বাদ্য শুনি দেবগণ।
গন্ধর্ব কিন্নর সহ ব্যাপিল গগন ॥ ৯৭ ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে অতি অধৈর্য্য হইয়া।
অভিলাষ সাধয়ে মনুষ্যে মিশাইয়া ॥ ৯৮ ॥
এথা সর্বমহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে ॥ ৯৯ ॥
হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুঁ।
এ হেন গানের প্রথা কভু না দেখিলুঁ ॥ ১০০ ॥
নরোত্তমকণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তাঁহার তৃষ্ণা বাঢ়ে অনিবার ॥ ১০১ ॥
কি অদ্ভুত ভঙ্গী সব প্রকাশয়ে গানে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কি ইহার ভেদ জানে ॥ ১০২ ॥
নবদ্বীপচন্দ্র প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
এই হেতু পূর্বে বুঝি কৈলা আকর্ষণ ॥ ১০৩ ॥
হইয়া অধীন প্রভু নরোত্তম-প্রেমে।
গীতবাদ্য ভাণ্ডার সঁপিলা নরোত্তমে ॥ ১০৪ ॥
এত কহি নরোত্তমে করি আলিঙ্গন।
উন্মত্ত হইয়া সবে করেন নর্ত্তন ॥ ১০৫ ॥
কি অদ্ভুত আনন্দাশ্রু সবার নয়নে।
ঝলমল করে অঙ্গ শ্রীমালা চন্দনে ॥ ১০৬ ॥
নরোত্তম মত্ত হইয়া হরিগুণ গায়।
গণ সহ অধৈর্য্য হইলা গৌররায় ॥ ১০৭ ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
মুরারি স্বরূপ হরিদাস বক্রেশ্বর ॥ ১০৮ ॥
জগদীশ গৌরীদাস আদি সবা লৈয়া।
হৈল সর্বনয়ন গোচর হর্ষ হৈয়া ॥ ১০৯ ॥

সবে আত্মবিস্মরিত হৈল সেই কালে।
যেন নবদ্বীপে বিলসয়ে কুতূহলে ॥ ১১০ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি করয়ে নর্ত্তন।
তাঁ সবা লইয়া নাচে শচীর নন্দন ॥ ১১১ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা মনের উল্লাসে।
করেন নর্ত্তন প্রিয় নরোত্তম পাশে ॥ ১১২ ॥
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নাচে মহামত্ত হইয়া।
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি সবে লৈয়া ॥ ১১৩ ॥
নাচয়ে পণ্ডিত গদাধর প্রেমোল্লাসে।
শ্রীনিবাস আচার্য্যে লইয়া প্রভু পাশে ॥ ১১৪ ॥
ঐছে মহারঙ্গে নাচে পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
শ্রীগুপ্ত মুরারি শ্রীস্বরূপ হরিদাস ॥ ১১৫ ॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
বাসুদেব দত্ত শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ ১১৬ ॥
গদাধর দাস শ্রীমুকুন্দ নরহরি।
গৌরদাস পণ্ডিত নকুল ব্রহ্মচারী ॥ ১১৭ ॥
জগদীশ সূর্য্যদাস আচার্য্যনন্দন।
শ্রীনাথ মহেশ যদু শ্রীমধুসূদন ॥ ১১৮ ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু রায় রামানন্দ।
শ্রীবিজয় ধনঞ্জয় দত্ত শ্রীমুকুন্দ ॥ ১১৯ ॥
সনাতনরূপ রঘুনাথ কাশীশ্বর।
নাচয়ে অসংখ্য শ্রীপ্রভুর পরিকর ॥ ১২০ ॥
নৃত্য ভঙ্গী ভুবনমাদক মোদভরে।
চরণচালনে মহী টল টল করে ॥ ১২১ ॥
প্রকটাপ্রকট দুই হৈলা এক ঠাঞি।
কি অদ্ভুত নৃত্যাবেশে দেহস্মৃতি নাই ॥ ১২২ ॥
পরম মাদক বাদ্যে উল্লাসয়ে হিয়া।
করয়ে হুঙ্কার সবে করতালি দিয়া ॥ ১২৩ ॥
গীত-সুধাপানে কে ধরিতে পারে অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে নানা ভাবের তরঙ্গ ॥ ১২৪ ॥
নবদ্বীপচন্দ্র চতুর্দিকে করি দৃষ্টি।
দেবের দুর্লভ প্রেমামৃত করে বৃষ্টি ॥ ১২৫ ॥

মাতিল অসংখ্য লোক ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি চতুর্দিকে কান্দে ॥ ১২৬ ॥
প্রভু যে কহিলা নরোত্তমে স্বপ্নচ্ছলে।
তাঁহা প্রকাশিলা সবে হৈয়া কুতূহলে ॥ ১২৭ ॥
কে বুঝে প্রভুর এই অলৌকিক লীলা।
যৈছে প্রকটিলা তৈছে অন্তর্ধান হৈলা ॥ ১২৮ ॥
প্রভু অন্তর্ধান হৈতে হৈল চমৎকার।
সে আবেশে অন্তর্ধান হৈল সবাকার ॥ ১২৯ ॥
যদ্যপি এ সব বিজ্ঞ ভুলিলা সকল।
করয়ে বিলাপ হৈয়া বিচ্ছেদে বিহ্বল ॥ ১৩০ ॥
হায় হায় কি আশ্চর্য্য দেখিলুঁ এখনি।
কোথা গেলা গৌর নিত্যানন্দ গুণমণি ॥ ১৩১ ॥
কোথা গেলা অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
কোথা শ্রীমুরারি হরিদাস বক্রেশ্বর ॥ ১৩২ ॥
কোথা নরহরি গৌরীদাস প্রভুগণ।
ঐছে নাম লৈয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥ ১৩৩ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
দেখা দিয়া কোথা গেলা ইহা বলি কান্দে ॥ ১৩৪ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি যত প্রিয়গণ।
কান্দিয়া কহয়ে এ কি দেখিলুঁ স্বপন ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু অদর্শনে।
অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে সেইক্ষণে ॥ ১৩৬ ॥
হায় হায় কি হইল বলিয়া কান্দয় ॥
সে ক্রন্দন শুনি দারু পাষাণ গলয় ॥ ১৩৭ ॥
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি চারিভিতে।
কে ধরে ধৈর্য্য এ সবার ক্রন্দনেতে ॥ ১৩৮ ॥
কান্দে লক্ষ লক্ষ লোক লোচনের জলে।
নদীর প্রবাহ প্রায় ধারা মহীতলে ॥ ১৩৯ ॥
পরিহাস হেতু যে পাষণ্ডীগণ আইলা।
ফিরিল সবার মন কান্দি ব্যগ্র হৈলা ॥ ১৪০ ॥
ছাড়িতে না পারে কেহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণ।
যে দশা সবার তাঁহা না হয় বর্ণন ॥ ১৪১ ॥

বিপ্র বাণীনাথ আদি মূর্চ্ছাপন্ন ছিলা।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া স্থির হৈলা ॥ ১৪২ ॥
ঐছে সবে স্থির হৈয়া প্রভু-ইচ্ছামতে।
দেখে শ্রীনিবাসাচার্য্য লোটায় ভূমেতে ॥ ১৪৩ ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন্দ।
শ্রীদাস শ্রীশ্যামানন্দ গোকুল গোবিন্দ ॥ ১৪৪ ॥
শ্রীরসিকানন্দ দেবীদাসাদী সকলে।
মূর্চ্ছাপন্ন হই পড়ি আছেন ভূতলে ॥ ১৪৫ ॥
সর্ব্বমহান্তের চেষ্টামতে এ সবার।
হইল চেতন ধৈর্য্য নারে ধরিবার ॥ ১৪৬ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সংবরি ক্রন্দন।
করে কত খেদ শ্রীআচার্য্য নরোত্তম ॥ ১৪৭ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মধুর মৃদু ভাসে।
কহয়ে নির্জ্জনে নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥ ১৪৮ ॥
শুনিতে এ খেদ বিদরয়ে হিয়া।
সম্বরহ খেদ প্রভু আজ্ঞা স্মরিয়া ॥ ১৪৯ ॥
ফাগু খেলা আরম্ভের এইত সময়।
শুনি স্মৃতি হৈতে হৈলা আনন্দ হৃদয় ॥ ১৫০ ॥
প্রণমিঞা শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী চরণে।
সবা সহ গেলা সর্বমহান্তের স্থানে ॥ ১৫১ ॥
গণ সহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি সবে প্রবোধয় ॥ ১৫২ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরগণের সহিতে।
তোমা সবাকার প্রেমাধীন সর্বমতে ॥ ১৫৩ ॥
জন্মে জন্মে তোমরা সে প্রভুর কিঙ্কর।
সদা তোমাদের তেঁহো নয়নগোচর ॥ ১৫৪ ॥
যে আনন্দ পাইলুঁ তোমা সবার কীর্ত্তনে।
জন্মে জন্মে মো সবার রহে যেন মনে ॥ ১৫৫ ॥
ইহা বলি আলিঙ্গন করয়ে সবারে।
ভাসে নেত্রজলে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥ ১৫৬ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম আদি যত জন।
প্রেমাবেশে বন্দিলেন সবার চরণ ॥ ১৫৭ ॥

পরস্পর যে আনন্দ হৈল সে সময়।
তাঁহা এক মুখে কি কহিতে সাধ্য হয় ॥ ১৫৮ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
সকল মহান্ত প্রতি যত্নে নিবেদয় ॥ ১৫৯ ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ফাগু করি সমর্পণ।
ফাগু ক্রীড়া করহ লইয়া সর্ব্বজন ॥ ১৬০ ॥
শুনিতেই সবার হইল হর্ষ-হিয়া।
হেনকালে শ্রীসন্তোষ আইল ফাগু লৈয়া ॥ ১৬১ ॥
বিধি প্রকার ফাগু সুগন্ধি সুন্দর।
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শোভা মনোহর ॥ ১৬২ ॥
আইল যতেক ফাগু লেখা নাহি তাঁর।
ফাগুময় সর্বত্র দেখিতে চমৎকার ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীঠাকুরমহাশয় রামচন্দ্রে লৈয়া।
শ্রীঈশ্বরী আগে ফাগু দিলা সাজাইয়া ॥ ১৬৪ ॥
ফাগু লইয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন ঈশ্বরী।
প্রভু-অঙ্গে ফাগু দিয়া দেখে নেত্র ভরি ॥ ১৬৫ ॥
হইয়া অধৈর্য্য পুনঃ আসিয়া নির্জনে।
নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥ ১৬৬ ॥
এথা শ্রীঅচ্যুত রঘুনন্দন শ্রীনিধি।
বাণীনাথ হৃদয় চৈতন্য যদু আদি ॥ ১৬৭ ॥
সকল মহান্ত ফাগু লইয়া উল্লাসে।
গৌরাঙ্গ অঙ্গেতে দিয়া হাসে প্রেমাবেশে ॥ ১৬৮ ॥
কেহ রাধাকান্তে শ্রীবল্লবীকান্তে দিয়া।
ব্রজের বিলাস কহে মহা হর্ষহৈয়া ॥ ১৬৯ ॥
কেহ রাধা সহ কৃষ্ণে ফাগু দেই রঙ্গে।
কেহ ফাগু দেন ব্রজমোহনের অঙ্গে ॥ ১৭০ ॥
কেহ রাধারমণের অঙ্গে ফাগু দিতে।
হইলা অধৈর্য্য চারু শোভা নিরখিতে ॥ ১৭০ ॥
এইরূপে ফাগু প্রভুগণে সমর্পিয়া।
পরস্পর খেলে ফাগু বিহ্বল হইয়া ॥ ১৭১ ॥
কেহ হোলিযাত্রা পদ্য পঢ়য়ে ইচ্ছায়।
কেহ নবদ্বীপ বৃন্দাবন লীলা গায় ॥ ১৭২ ॥

কেহ ডম্ফ বাজাইয়া ফিরে কেহ নাচে।
কেহ হস্তে লইয়া ফাগু ধায় কার পাছে ॥ ১৭৩ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক ফাগু খেলে চারিপাশ।
উড়য়ে ঊর্দ্ধেতে ফাগু ঝাঁপয়ে আকাশ ॥ ১৭৪ ॥
দেবতা মনুষ্যগণে হৈল এক মেলা।
জগতে উপমা নাই ঐছে ফাগু খেলা ॥ ১৭৫ ॥
শ্রীনিবাস আচার্যাদি মনের উল্লাসে।
ফাগুতে ভূষিত হইয়া ফিরে চারি পাশে ॥ ১৭৬ ॥
হইল অদ্ভুত ফাগু খেলা কতক্ষণ।
কাহার শকতি ইহা করিতে বর্ণন ॥ ১৭৭ ॥
সকল মহান্ত স্থির হৈতে সন্ধ্যা হৈল।
প্রভুর আরতি দেখি নেত্র জুড়াইল ॥ ১৭৮ ॥
কতক্ষণ মত্ত হৈয়া শ্রীনামকীর্তনে।
সবে পুনঃ বসিলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ১৭৯ ॥
প্রভু জন্ম তিথি অভিষেকাদি বিধান।
করিলেন আচার্য্য হইয়া সাবধান ॥ ১৮০ ॥
সকল মহান্ত অতি আনন্দ অন্তরে।
গৌরাঙ্গের জন্মগীত গায় মৃদু স্বরে ॥ ১৮১ ॥
বাজে ঝাজ মৃদঙ্গ পরম রসায়ন।
কেহ কেহ করে নৃত্য ভুবনমাহেন ॥ ১৮২ ॥
গীত নৃত্য বাদ্যের উপমা নাহি দিতে।
যে আনন্দ হৈল তাঁহা কে পারে বর্ণিতে ॥ ১৮৩ ॥
ঐছে প্রেমাবেশে সবে রাত্রি গোঙাইলা।
রজনী প্রভাতে সবে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা ॥ ১৮৪ ॥
এথা শ্রীজাহ্নবা দেবী অতি ঊষাকালে।
প্রাতঃক্রিয়া সারি স্নান কৈলা উষ্ণজলে ॥ ১৮৫ ॥
করিয়া আহ্নিক-ক্রিয়া মনের উল্লাসে।
গেলেন রন্ধনঘরে লৈয়া শ্রীনিবাসে ॥ ১৮৬ ॥
রন্ধন সামগ্রী সব প্রস্তুত দেখিয়া।
আচার্য্যের প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৮৭ ॥
কহিল তোমারে নানা দ্রব্য আনাইতে।
এ হেতু তোমারে লৈয়া আইলুঁ এথাতে ॥ ১৮৮ ॥
এত শীঘ্র এথা সব প্রস্তুত করিলা।
করিব রন্ধন ঐছে কিরূপে জানিলা ॥ ১৮৯ ॥
এত কহি পাদপীঠে বসিয়া ঈশ্বরী।
করয়ে রন্ধন সর্বমতে যত্ন করি ॥ ১৯০ ॥
পরিচারকের চারু চাতুর্য্য দেখিয়া।
প্রশংসয়ে সবারে পরম হর্ষ হৈয়া ॥ ১৯১ ॥
ঈশ্বরীর পাকক্রীড়া অলৌকিক হয়।
লখিতে নারয়ে কৈছে কৈছে সমাধয় ॥ ১৯২ ॥
বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন শীঘ্র পাক কৈলা।
অপূর্ব্ব থালিতে অন্ন যত্নে সাজাইলা ॥ ১৯৩ ॥
নানা ব্যঞ্জনাদি বহুপাত্রে পূর্ণ করি।
ভোগ লাগাইতে ত্বরা হইল ঈশ্বরী ॥ ১৯৪ ॥
পৃথক্ পৃথক্ ভোগ শোভা নিরখিয়া।
প্রভুরে অর্পেন ভোগ বহু হর্ষ হৈয়া ॥ ১৯৫ ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীরাধামোহন।
রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহন ॥ ১৯৬ ॥
বিবিধ কৌতুকে সবে ভুঞ্জে হর্ষ হৈয়া।
অপূর্ব সুস্বাদু সব দ্রব্যে প্রশংসিয়া ॥ ১৯৭ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে কৌতুক দেখিতে।
হইলা বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে ॥ ১৯৮ ॥
লোকরীত প্রায় শীঘ্র আবরণ করি।
মন্দির হৈতে বাহির হৈলা ঈশ্বরী ॥ ১৯৯ ॥
ভোজন কৌতুক হেথা সমাধান হৈতে।
লোকরীত প্রায় গেল ভোগ সরাইতে ॥ ২০০ ॥
আচমন দিয়া কৈলা তাম্বুল অর্পণ।
হৈল যে কৌতুক তাঁহা না হয় বর্ণন ॥ ২০১ ॥
এথা সর্ব্বমহান্ত স্নানাদি ক্রিয়া কৈলা।
প্রসাদি-সামগ্রী লৈয়া আচার্য্য আইলা ॥ ২০২ ॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আদি অতি রসায়ন।
পরম আনন্দে ভুঞ্জিলেন সর্ব্বজন ॥ ২০৩ ॥
আচার্য্য ঠাকুর সর্বত্রেই নিবেদিল।
রাজভোগ আরতির সময় হইল ॥ ২০৪ ॥

শুনি সবে চলিলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল পরমানন্দ আরতি দর্শনে ॥ ২০৫ ॥
পূজারী আরতি করি আনন্দ অন্তরে।
দিলেন প্রসাদি-মালা তুলসী সবারে ॥ ২০৬ ॥
অপূর্ব্ব পুষ্পের মালা সবার গলায়।
দেখিয়া সকল লোক নয়ন জুড়ায় ॥ ২০৭ ॥
এথা চারু শয্যা সজ্জা করি স্থানে স্থানে।
পূজারী শয়ন করাইলা প্রভুগণে ॥ ২০৮ ॥
অপূর্ব্ব বসন যত্নে ওঢ়াইয়া গায়।
চাপিয়া চরণ চারু চামর ঢুলায় ॥ ২০৯ ॥
ঐছে সেবা করি শীঘ্র বাহিরে আসিয়া।
প্রণমিলা ভূমিতে কপাট দ্বারে দিয়া ॥ ২১০ ॥
করিয়া প্রার্থনা কত চলিলা পূজারী।
সেবা পরিপাটী যৈছে বর্ণিতে না পারি ॥ ২১১ ॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য কহে সর্ব্বজনে।
করিব ভোজন এই প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ২১২ ॥
শ্রীনিবাস অঙ্গনের ধূলি নিবারিলা।
মণ্ডলী বন্ধনে সর্বমহান্ত বসিলা ॥ ২১৩ ॥
কদলীর পত্র সবে কহে আনাইতে।
আইল অপূর্ব্ব পত্র সবার ইচ্ছাতে ॥ ২১৪ ॥
কেহ পরিবেশে পত্র অতি যত্ন করি।
কেহ সুবাসিত জল দেয় পাত্র ভরি ॥ ২১৫ ॥
কেহ ঘৃত দধি দুগ্ধ পাত্র লইয়া আইসে।
কেহ পত্রখণ্ডেতে লবণ পরিবেশে ॥ ২১৬ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে মণ্ডলী দেখিতে।
যে হইল মনে তাঁহা কে পারে কহিতে ॥ ২১৭ ॥
শীঘ্র অন্নব্যঞ্জনাদি-দেন থরে থরে।
অন্নব্যঞ্জনাদি-সৌগন্ধিতে চিত্ত হরে ॥ ২১৮ ॥
শাকাদি ব্যঞ্জন ভাজা লেখা নাই তাঁর।
সূপ অম্বলাদি ক্ষীর অনেক প্রকার ॥ ২১৯ ॥
করয়ে ভোজন সবে উল্লাস হিয়ায়।
সে শোভা দেখিতে প্রাণ নয়ন জুড়ায় ॥ ২২০ ॥

ভুঞ্জিল আনন্দে সবে করি আচমন।
পরস্পর কহে হৈল অত্যন্ত ভোজন ॥ ২২১ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি কহে ধীরি ধীরি।
কিরূপে ভুঞ্জিলুঁ এত বুঝিতে না পারি ॥ ২২২ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি বাণীনাথ আদি কয়।
ঈশ্বরী প্রভাবে এত ভুঞ্জিলুঁ নিশ্চয় ॥ ২২৩ ॥
শ্রীরঘুনন্দন আদি কহে বার বার।
যে সুখে ভুঞ্জিলুঁ ঐছে না হইবে আর ॥ ২২৪ ॥
এত কহিতেই সবে ভাসে নেত্রজলে।
অনেক যত্নেতে ধৈর্য্য করিলা সকলে ॥ ২২৫ ॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুরমহাশয়।
ঈশ্বরী নিকটে গিয়া যত্নে নিবেদয় ॥ ২২৬ ॥
হৈল বহুশ্রম এবে বসিয়া নির্জনে।
ভুঞ্জেন প্রসাদ এই মো সবার মনে ॥ ২২৭ ॥
ঈশ্বরী কহেন মোর বড় সাধ আছে।
তোমা সবা ভুঞ্জাব ভুঞ্জিব আমি পাছে ॥ ২২৮ ॥
সকলে লইয়া শীঘ্র প্রাঙ্গণে বৈসহ।
আমার শপথ ইথে যদি কিছু কহ ॥ ২২৯ ॥
শুনিয়া আচার্য্য শীঘ্র লৈয়া সর্ব্বজনে।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ২৩০ ॥
পূর্ব্বমত পত্রাদি দেখিয়া হর্ষচিতে।
ঈশ্বরী করেন পরিবেশন ক্রমেতে ॥ ২৩১ ॥
ভূঞ্জায়েন সবারে পরম স্নেহ করি।
ভুঞ্জে সবে সুখে প্রভু চরিত্র সঙরি ॥ ২৩২ ॥
পাইয়া পরম স্বাদু মনের উল্লাসে।
কেহ কার প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥ ২৩৩ ॥
দেবের দুর্লভ এই শ্রীহস্তের পাক।
জনমিয়া কভু না খাইনু ঐছে শাক ॥ ২৩৪ ॥
ঐছে নানা ব্যঞ্জন ভুঞ্জয়ে প্রশংসিয়া।
আপনা মানয়ে ধন্য মহাহর্ষ হৈয়া ॥ ২৩৫ ॥
এথা রঘুনন্দনাদি বিহ্বল স্নেহেতে।
দেখিয়া ভোজন শোভা গেলেন বাসাতে ॥ ২৩৬ ॥

ভোজন সমাধি উঠিলেন শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ শ্রীদাস ॥ ২৩৭ ॥
রামকৃষ্ণ কুমুদ গোকুলানন্দ ব্যাস।
শ্যামানন্দ শ্রীকৃষ্ণবল্লভ দেবীদাস ॥ ২৩৮ ॥
ভগবান্ নৃসিংহ গোকুল কর্ণপূর।
কিশোর রসিকানন্দ গৌরাঙ্গ ঠাকুর ॥ ২৩৯ ॥
শ্রীগোপীরমণ আদি করি আচমন।
প্রসাদি তাম্বুল সবে করিয়া ভক্ষণ ॥ ২৪০ ॥
শ্রীঈশ্বরীসমীপে আচার্য্য শীঘ্র গিয়া।
নির্জনে ভোজনস্থান কৈলা যত্ন পাঞা ॥ ২৪১ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
লইয়া সকল দ্রব্য বসিলা ভোজনে ॥ ২৪২ ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দে লৈয়া।
ভুঞ্জায়েন অনেক লোকের যত্ন পাঞা ॥ ২৪৩ ॥
পূজারী শ্রীবলরাম আদি কত জন।
সর্বশেষে এ সবার হইল ভোজন ॥ ২৪৪ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ভোজন সমাধিয়া।
কৈলা উষ্ণজলে স্নান নিভৃতে আসিয়া ॥ ২৪৫ ॥
ঈশ্বরীর পরিচারিকা যে বিপ্রনারী।
সূক্ষ্ম বসনেতে অঙ্গ পাছে ধরি ধরি ॥ ২৪৬ ॥
প্রভু-বিচ্ছেদাগ্নিতেই দগ্ধ নিরন্তর।
তাঁহে অতি ক্ষীণ সে হেমাব্জকলেবর ॥ ২৪৭ ॥
ঐছে অঙ্গ পোছাইলা অতি সাবধানে।
পরিধেয় বস্ত্র আনি দিলা অন্য জনে ॥ ২৪৮ ॥
শুষ্ক ধৌত বস্ত্র পরি আসনে বসিলা।
হরীতকীখণ্ড খাই মুখ প্রক্ষালিলা ॥ ২৪৯ ॥
নরোত্তম প্রতি কহে সস্নেহ বচন।
এত দিনে হৈল আজি সম্পূর্ণ ভোজন ॥ ২৫০ ॥
নরোত্তম নিত্যানন্দ চৈতন্য সঙরি।
দুই নেত্রে ধারা বহে রহে মৌন ধরি ॥ ২৫১ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে প্রেমের আবেশে।
নরোত্তমে স্থির কৈলা সুমধুর ভাষে ॥ ২৫২ ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীশ্যামানন্দে লৈয়া।
শ্রীঈশ্বরী-পাশে আইলা উল্লাসিত হৈয়া ॥ ২৫৩ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
আচার্য্যের প্রতি কহে মধুরবচনে ॥ ২৫৪ ॥
বৃন্দাবন যাইতে বিলম্ব ভাল নয়।
কালি প্রাতে যাত্রা করি এই মনে হয় ॥ ২৫৫ ॥
আচার্য্য কহেন কিছু না পারি কহিতে।
অন্তর বিদীর্ণ হয় এ কথা শুনিতে ॥ ২৫৬ ॥
যে ইচ্ছা হইল তাঁহা অন্যথা না হয়।
বৃন্দাবন যাইতেই হইবে নিশ্চয় ॥ ২৫৭ ॥
গমনোপযুক্ত হেথা সব সমাধিয়া।
এত শুনি রহিলেন ঈষৎ হাসিয়া ॥ ২৫৮ ॥
আচার্য্য কহেন পুনঃ করিয়া বিনয়।
কিছু কাল শয়ন করিলে ভাল হয় ॥ ২৫৯ ॥
শুনি সেই আসনেতে অঙ্গ গড়াইলা।
এথা তিন জনে শীঘ্র অন্যত্র আইলা ॥ ২৬০ ॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিন জনে।
চলিলেন শ্রীঅচ্যুতানন্দের ভবনে ॥ ২৬১ ॥
সকল মহান্ত বসি আছেন তথাতে।
হইয়া বিহ্বল কৃষ্ণকথা আলাপেতে ॥ ২৬২ ॥
এ তিনের গমনে অধিক সুখ হৈল।
সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ২৬৩ ॥
কতক্ষণ পরে সবে কহে আচার্য্যেরে।
বিদায় মাগিতে প্রাণ না জানি কি করে ॥ ২৬৪ ॥
সকল জানহ তুমি কহিব কি আর।
কালি প্রাতে গমনের ইচ্ছা সভাকার ॥ ২৬৫ ॥
আচার্য্য কহেন ইচ্ছা হইয়াছে যাঁহা।
কাঁহার শকতি অন্য মত করে তাঁহা ॥ ২৬৬ ॥
মো সভার মনে কালি অত্যন্ত সকাল।
নিজ নিজ বাসায় রন্ধন হৈলে ভাল ॥ ২৬৭ ॥
স্নানাদিক ক্রিয়া শীঘ্র করি সমাধান।
ভুঞ্জিবেন আনন্দ দেখিবে ভাগ্যবান্ ॥ ২৬৮ ॥

আচার্য্যের কথা শুনি কৌতুক সভার।
হাসিয়া কহেন সবে যে ইচ্ছা তোমার ॥ ২৬৯ ॥
ঐছে কহি তথায় রহিয়া কতক্ষণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করিলা গমন ॥ ২৭০ ॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ সহ আইলা প্রভুর আলয় ॥ ২৭১ ॥
শ্রীসন্তোষ রায় আদি আইলেন তথা।
তাঁ সবারে আচার্য্য কহিলা সব কথা ॥ ২৭২ ॥
এ সর্ব্বপ্রসঙ্গ শুনি যাঁহার উল্লাস।
অবশ্য তাঁহার পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ ২৭৩ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥

ইতি নরোত্তমবিলাসে শ্রীখেতরিগ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তথা শ্রীকীর্ত্তন মহোৎসব নাম সপ্তম বিলাস ॥ ৭ ॥

॥ অষ্টম বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥ ১ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাঁহা করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের সন্ধ্যা-আরতি সময়ে।
সকল মহান্ত আইলা গৌরাঙ্গ আলয়ে ॥ ৩ ॥
আরতি দেখিয়া সবে মহা হৃষ্ট হৈলা।
পূজারী তুলসী পুষ্পমালা সবে দিলা ॥ ৪ ॥
সবে আরম্ভিলা কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
যাঁহার শ্রবণে তৃপ্ত হয় কর্ণ মন ॥ ৫ ॥
নামসংকীর্ত্তন সমাধিয়া কতক্ষণে।
পরম আনন্দে বাসা গেলা সর্ব্বজনে ॥ ৬ ॥
এথা নানা সামগ্রী প্রভুরে ভোগ দিয়া।
ভোগ সরাইলেন পূজারী হর্ষ হৈয়া ॥ ৭ ॥
সর্ব্বত্রেই পৃথক্ পৃথক্ করি দিলা।
দেখি সে সামগ্রী সৌগন্ধিতে হর্ষ হৈলা ॥ ৮ ॥
ক্ষুধামাত্র নাহি তথাপিহ প্রশংসিয়া।
ভক্ষণ করিতে প্রেমে উমড়য়ে হিয়া ॥ ৯ ॥
প্রসাদ পাইয়া সবে সুস্থির হইতে।
নিবেদয়ে আচার্য্য সর্ব্বত্র যত্নমতে ॥ ১০ ॥
এই যে সন্তোষ রায় ভৃত্য সবাকার।
করিবেন পূর্ণ অভিলাষ যে ঞিঁহার ॥ ১১ ॥
শুনি সবে কহয়ে করিয়া কত স্নেহ।
অভিলাষ পূর্ণ হৈব ইথে কি সন্দেহ ॥ ১২ ॥
মহাহৃষ্ট হৈয়া শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
গণ সহ আইলা শীঘ্র প্রভুর আলয় ॥ ১৩ ॥
পূজারী প্রভুর সব সেবা সমাধিয়া।
সবারে তুলসীমালা দিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ১৪ ॥
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শ্যামানন্দ তিনে।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ কিছু লৈয়া সর্ব্বজনে ॥ ১৫ ॥
শ্রীআচার্য্য পূর্ব্বে যারে যথা নিয়োজিলা।
তাঁ-সবারে সর্বমতে সাবধান কৈলা ॥ ১৬ ॥
সর্ব্ব সমাধিতে রাত্রি অনেক হইল।
সবে নিজ নিজ স্থানে শয়ন করিল ॥ ১৭ ॥
রজনী প্রভাতকালে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
করিলেন স্নানাদিক সবে শীঘ্র করি ॥ ১৮ ॥
এথা মহান্তের যত পাককর্ত্তাদিক।
প্রথমেই স্নান করি করিয়া আহ্নিক ॥ ১৯ ॥
শ্রীতুলসী পরিক্রমা প্রণামাদি কৈলা।
রন্ধনশালাতে সবে সুসজ্জ হইলা ॥ ২০ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি গেলা তথা।
নিজ নিজ ভাণ্ডারে নিযুক্ত যথা যথা ॥ ২১ ॥
সর্ব্বত্রেই ভাণ্ডারের পরিচারকেরে।
পাকের সামগ্রী সব দিলা তাঁ সবারে ॥ ২২ ॥

যথা যে নিযুক্ত সে সকল দ্রব্য লৈয়া।
মহান্তগণের বাসা গেলা হৃষ্ট হৈয়া ॥ ২৩ ॥
যে যে মহান্তের যে যে পাক কর্ত্তাগণ।
সবাকারে সকল করিলা সমর্পণ ॥ ২৪ ॥
দেখি নানা সামগ্রী সকলে হৃষ্ট হৈলা।
রন্ধনের পরিচারকেরে সমর্পিলা ॥ ২৫ ॥
সে সব করিলা সজ্জা শাকাদি ব্যঞ্জন।
পাককর্ত্তা শীঘ্র গেলা করিতে রন্ধন ॥ ২৬ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি স্থানে স্থানে।
রহিলেন নিযুক্ত অত্যন্ত সাবধানে ॥ ২৭ ॥
এথা শ্রীসন্তোষ রায় কৈলা আয়োজন।
তাম্বুলাদি সহ বাটা অতি বিলক্ষণ ॥ ২৮ ॥
থাল বাটি ঝারি আদি অপূর্ব্ব গঠন।
স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রা পট্টবস্ত্রাদি আসন ॥ ২৯ ॥
এ সকল প্রত্যেক দিবেন মহান্তেরে।
এই হেতু পৃথক্ পৃথক্ সজ্জা করে ॥ ৩০ ॥
শ্রীসন্তোষ রায় শ্রীঈশ্বরীপাশ গিয়া।
কহিলা সংবাদ আইলা অনুমতি লৈয়া ॥ ৩১ ॥
সকল মহান্ত সুখে যথা স্নান কৈলা।
এ সব লইয়া শ্রীসন্তোষ তথা গৈলা ॥ ৩২ ॥
সর্বমহান্তেরে করিতেই সমর্পণ।
স্নেহাবেশে পট্টবস্ত্র পরে সেইক্ষণ ॥ ৩৩ ॥
শ্রীসন্তোষ তুষিলেন মধুর বচনে।
আহ্নিক করিতে বসিলেন সে আসনে ॥ ৩৪ ॥
মহান্তগণের সঙ্গে যত লোক ছিলা।
প্রত্যেকে অপূর্ব্ব বস্ত্র মুদ্রাদিক দিলা ॥ ৩৫ ॥
সন্তোষের হৈলা মহা আনন্দ হৃদয়।
আইলেন যথা শ্রীআচার্য্য মহাশয় ॥ ৩৬ ॥
নিবেদিলা যেই সবে অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শুনি হর্ষ হৈলা ॥ ৩৭ ॥
প্রভুর পূজারী কহে ভোগ সরাইলুঁ।
পৃথক্ পৃথক্ করি সব সাজাইলুঁ ॥ ৩৮ ॥

শুনি শ্রীআচার্য্য চলিলেন হর্ষ হৈয়া।
নবনীত ছানা নানা মিষ্টান্নাদি লৈয়া ॥ ৩৯ ॥
শ্রীঈশ্বরী-পাশে গিয়া গেলা সর্বঠাঞি।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ সবে মহাসুখ পাই ॥ ৪০ ॥
তথা সব মহান্তের পাককর্তাগণ।
দিলেন প্রভুরে ভোগ করিয়া রন্ধন ॥ ৪১ ॥
কতক্ষণ পরে সবে ভোগ সরাইলা।
ভোজন নিমিত্তে শ্রীমহান্তে নিবেদিলা ॥ ৪২ ॥
নিজ নিজ বাসায় সকল বিজ্ঞগণ।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে করিতে ভোজন ॥ ৪৩ ॥
কেহ নব্য ঝারী ভরি বারি সুবাসিত।
দিলেন আনিয়া শীঘ্র হৈয়া উল্লাসিত ॥ ৪৪ ॥
করিলা রন্ধন যেঁহ তেঁহ হর্ষ হৈয়া।
নব্য থাল দিলা অন্নাদিক সাজাইয়া ॥ ৪৫ ॥
নব্য বাটি ভরি দুগ্ধাদিক যত্নে দিলা।
মহাসুখে সকলে ভোজন আরম্ভিলা ॥ ৪৬ ॥
ঐছে ভোজেনের পরিপাটি সব স্থানে।
শ্রীআচার্য্য আদি মহা হর্ষ সে দর্শনে ॥ ৪৭ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর ভবন অঙ্গনে।
নামমাত্র কহি যে যে বসিলা ভোজনে ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য্য।
রঘুপতি উপাধ্যায় কৃষ্ণভক্তবর্য্য ॥ ৪৯ ॥
শ্রীমীনকেতন রামদাস মহীধর।
মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর ॥ ৫০ ॥
কমলাকর পিপলাইনৃসিংহ চৈতন্য।
শ্রীজীব পণ্ডিত যে পতিতে কৈলা ধন্য ॥ ৫১ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গদাস বৃন্দাবন শ্রীশঙ্কর।
কানাঞি নকড়ি কৃষ্ণদাস দ্বিজবর ॥ ৫২ ॥
পরমেশ্বর দাস বলরাম দামোদর।
মুকুন্দাদি এ সবার শোভা মনোহর ॥ ৫৩ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ যথা বসিলা ভোজনে।
নামমাত্র কহি যে বসিলা তাঁর সনে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দের অনুজ শ্রীগোপাল।
প্রেমভক্তিময় যেঁহ পরম দয়াল ॥ ৫৫ ॥
শ্রীকানুপণ্ডিত বিষ্ণুদাস নারায়ণ।
বনমালী দাস শ্রীঅনন্ত জনার্দ্দন ॥ ৫৬ ॥
শ্রীমাধব লোকনাথ ভাগবতাচার্য্য।
এ সবার শোভা দেখি কেবা ধরে ধৈর্য্য ॥ ৫৭ ॥
রঘুনাথাচার্য্য নিজ সঙ্গিগণ সনে।
করয়ে ভোজন মহা আনন্দিত মনে ॥ ৫৮ ॥
শ্রীবংশীবদন-পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস।
নিজ গণ লৈয়া ভুঞ্জে হইয়া উল্লাস ॥ ৫৯ ॥
কিবা সে অপূর্ব্ব বাসা ঝলমল করে।
সে মণ্ডলী শোভা দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥ ৬০ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্য লইয়া সর্ব্বজন।
আপন বাসায় রঙ্গে করেন ভোজন ॥ ৬১ ॥
কিবা সে মণ্ডলী চারু অঙ্গন ঘেরিয়া।
জুড়ায় নয়ন প্রাণ সে শোভা হেরিয়া ॥ ৬২ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি কৃষ্ণদাস শ্রীসঞ্জয়।
কাশীনাথ মুকুন্দ পরমানন্দময় ॥ ৬৩ ॥
শেখর পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর।
শুভানন্দ শ্রীগোপাল আচার্য্য উদার ॥ ৬৪ ॥
কবিচন্দ্র কীর্ত্তনিয়া ষষ্ঠীবর আদি।
ভুঞ্জে এক বাসায় সে শোভার অবধি ॥ ৬৫ ॥
আকাই-হাটের কৃষ্ণদাস সঙ্গি-সহ।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় সে আনন্দবিগ্রহ ॥ ৬৬ ॥
বাণীনাথ শিবানন্দ বল্লভ চৈতন্য।
নর্ত্তক গোপাল যাঁর নৃত্যে মহী ধন্য ॥ ৬৭ ॥
ভাগবতাচার্য্য জিতামিশ্র রঘু আর।
শ্রীউদ্ধব কাশীনাথ পণ্ডিত উদার ॥ ৬৮ ॥
শ্রীনয়নমিশ্র শ্রীমঙ্গল এক ঠাঞি।
এ সবে ভুঞ্জয়ে সে শোভার সীমা নাই ॥ ৬৯ ॥
শ্রীরঘুনন্দন সুলোচন আদি সঙ্গে।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় পরম প্রেমরঙ্গে ॥ ৭০ ॥

সে মণ্ডলী দেখিতে দেবের সাধ হয়।
কি দিব উপমা অতি অদ্ভুত শোভয় ॥ ৭১ ॥
গণ সহ শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।
ভুঞ্জে নিজ বাসায় সে আনন্দের মূর্তি ॥ ৭২ ॥
গণ সহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
দেখিতে ভোজনরঙ্গ সর্ব্বত্র ভ্রময় ॥ ৭৩ ॥
আপনা মানিয়া ধন্য কহে বার বার।
এ হেন দর্শন কি হইবে পুনঃ আর ॥ ৭৪ ॥
এথা সর্ব্ব মহান্ত ভোজন সমাধিলা।
করি আচমন আদি আসনে বসিলা ॥ ৭৫ ॥
প্রসাদি তাম্বুল নব্য বাটাতে হইতে।
করিলা ভক্ষণ সবে উল্লাসিতচিতে ॥ ৭৬ ॥
সর্ব্বত্র ভুঞ্জিতে পাছে ছিলা যত জন।
ক্রমে ক্রমে তাঁ সবার হইল ভোজন ॥ ৭৭ ॥
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি যে যথায়।
ভুঞ্জিলেক সবে সর্ব্বমহান্ত আজ্ঞায় ॥ ৭৮ ॥
আর যত বৈষ্ণবমণ্ডলী ঠাঞি ঠাঞি।
তথা যে ভুঞ্জিলা লোক তাঁর অন্ত নাই ॥ ৭৯ ॥
এথা প্রভু প্রসাদান্ন ভুবনপাবন।
পরিবেশে পূজারী ভুঞ্জয়ে সর্ব্বজন ॥ ৮০ ॥
উল্লাসে অসংখ্য লোক ভোজন করিয়া।
জয় জয় ধ্বনি করে মহামত্ত হৈয়া ॥ ৮১ ॥
চণ্ডালাদি পাইলেন পরম সম্মান।
সর্বমতে সর্ব্বত্র হইল সমাধান ॥ ৮২ ॥
আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় দুই জনে।
সর্বশেষে ভুঞ্জিলেন পরমানন্দ মনে ॥ ৮৩ ॥
হৈল মহা মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
সহস্র বদন হৈলে নারি বর্ণিবারে ॥ ৮৪ ॥
এ হেন আনন্দ যে দেখিলা নেত্র ভরি।
জন্মে জন্মে তাঁহার বালাই লৈয়া মরি ॥ ৮৫ ॥
স্থানে স্থানে লোক সব মনের উল্লাসে।
কেহ কার প্রতি কহে প্রেমের আবেশে ॥ ৮৬ ॥

ওহে ভাই যে দেখি এ মহামহোৎসব।
দেবের দুর্লভ এ কি মনুষ্যে সম্ভব ॥ ৮৭ ॥
কেহ কহে মনুষ্য কহয়ে কোন্ জন।
দেবতার পূজ্য এই চৈতন্যের গণ ॥ ৮৮ ॥
কেহ কহে কি আর বলিব ওহে ভাই।
শ্রীচৈতন্যগণের অসাধ্য কিছু নাই ॥ ৮৯ ॥
কেহ কহে ওহে ভাই দেখিলুঁ সাক্ষাতে।
মাতাইলা পাষণ্ডেরে কৃষ্ণের কথাতে ॥ ৯০ ॥
কেহ কহে ওহে ভাই পাষণ্ডী সকল।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট খায় হইয়া বিহ্বল ॥ ৯১ ॥
কেহ কহে পাষণ্ডী কহয়ে ঠাঞি ঠাঞি।
অনুগ্রহ কর মোরে বৈষ্ণব গোসাঞি ॥ ৯২ ॥
কেহ কহে পাষণ্ডী সে ধূলায় লোটায়।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিফিরে গোরাগুণগায় ॥ ৯৩ ॥
কেহ কহে পাষণ্ডীর হৈল পরিত্রাণ।
এ সবার সম কেহ নাহি ভাগ্যবান ॥ ৯৪ ॥
কেহ কহে যে পাষণ্ডী না আইল এথা।
তাঁ-সবার কি হইবে ইথে পাই ব্যথা ॥ ৯৫ ॥
কেহ কহে পাষণ্ডী না রহিবেক আর।
নরোত্তম কৃপায় সে হইবে উদ্ধার ॥ ৯৬ ॥
কেহ কহে ওহে ভাই তখনি কহিল।
নরোত্তম হৈতে এই দেশ ধন্য হৈল ॥ ৯৭ ॥
জয় জয় নরোত্তম অদ্ভুত বৈভব।
যে কৃপায় দেখিলুঁ এ মহামহোৎসব ॥ ৯৮ ॥
ঐছে কত কহে লোক উল্লাস-হৃদয়ে।
তা না বর্ণিয়ে গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে ॥ ৯৯ ॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য্য নির্জন আলয়ে।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি কহে মহাশয়ে ॥ ১০০ ॥
চলিবেন কালি সবে রজনী বিহান।
পদ্মাবতী-পার হৈয়া করিবনে স্নান ॥ ১০১ ॥
প্রসাদ পক্কান্ন সঙ্গে গেলে ভাল হয়।
পদ্মাবতী-তীরে যেন সকলে ভুঞ্জয় ॥ ১০২ ॥

শ্রীঠাকুর মহাশয় শুনিয়া তুরিতে।
করাইলা বিবিধ পক্কান্ন যত্নমতে ॥ ১০৩ ॥
প্রভুকে সমর্পি তাহা পৃথক্ করিয়া।
সঙ্গে যে দিবেন তা রাখিলা সাজাইয়া ॥ ১০৪ ॥
শ্রীআচার্য্য-পাশে আসি সব নিবেদিল।
এ কার্য্য সাধিতে সন্ধ্যাসময় হইল ॥ ১০৫ ॥
এথা সর্ব্বমহান্তের মন নহে স্থির।
নিজ নিজ বাসা হৈতে হইলা বাহির ॥ ১০৬ ॥
প্রভুর আরতি পূর্ব্বে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
দাঁড়াইলা সবে প্রভু-প্রাঙ্গণে আসিয়া ॥ ১০৭ ॥
পূজারী তুলসী পুষ্পমালা সবে দিয়া।
প্রভুর আরতি করে উল্লসিত হৈয়া ॥ ১০৮ ॥
আরতি দর্শন করি সকল মহান্ত।
করে নামসকীর্ত্তন সুখের নাহি অন্ত ॥ ১০৯ ॥
শুনিতে দ্রবয়ে দারু পাষাণ-হৃদয়।
অমৃতের নদী হেন চতুর্দ্দিকে বয় ॥ ১১০ ॥
সকল মহান্ত প্রেম সমুদ্রে সাঁতারে।
ধূলায় লোটায় ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥ ১১১ ॥
একে সে সবার অঙ্গ অতি মনোহর।
তাঁহাতে হইল চারু ধূলায় ধূসর ॥ ১১২ ॥
যে দেখে সে শোভা তাঁর তাপ যায় দূরে।
প্রেমভক্তি অনুগ্রহ করে তাঁ সবারে ॥ ১১৩ ॥
ঐছে প্রহরেক করি নামসংকীর্ত্তন।
শয়ন আরতি দেখিলেন সর্ব্বজন ॥ ১১৪ ॥
পুনঃ মালা তুলসী পূজারী আনি দিলা।
বিদায় হইয়া সবে বাসায় চলিলা ॥ ১১৫ ॥
আচার্য্য অধৈর্য্য বাহ্যে ধৈর্য্য প্রকাশিয়া।
নরোত্তমে কৈলা স্থির যত্নে প্রবোধিয়া ॥ ১১৬ ॥
প্রসাদি পক্কান্ন সব লৈয়া থরে থরে।
অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসাঘরে ॥ ১১৭ ॥
সকল মহান্ত প্রতি কহে বার বার।
কালি এ খেতরি গ্রাম হৈব অন্ধকার ॥ ১১৮ ॥

পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে।
করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে ॥ ১১৯ ॥
তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদ পক্কান্ন।
বুধরি গ্রামেতে গিয়া হইব মধ্যাহ্ন ॥ ১২০ ॥
আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথো জন।
সেই সঙ্গে পাককর্ত্তা করিব গমন ॥ ১২১ ॥
রামচন্দ্রাদি এ সঙ্গে যাইবেন তথা।
বুধরি হইতে তাঁরা আসিবেন এথা ॥ ১২২ ॥
তবে শ্রীঈশ্বরী যাইবেন বৃন্দাবন।
ঐছে কত কহিঃ পুনঃ করে নিবেদন ॥ ১২৩ ॥
এই মহাপ্রসাদ ভুঞ্জহ এইক্ষণে।
এ তোমা সবার ভৃত্য দেখুক নয়নে ॥ ১২৪ ॥
শ্রীনিবাস আগে সবে প্রসাদ ভুঞ্জয়।
হইব বিচ্ছেদ ইথে ব্যাকুল-হৃদয় ॥ ১২৫ ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা কৈলা সর্ব্বজন।
এ সবে করিলা নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ১২৬ ॥
সকল মহান্ত অতি অধৈর্য্য হইয়া।
রহিলেন মৌন অবলম্বন করিয়া ॥ ১২৭ ॥
আচার্য্য ঠাকুর গিয়া ঈশ্বরীর পাশে।
সকল বৃত্তান্ত কহিলেন মৃদুভাষে ॥ ১২৮ ॥
শ্রীঈশ্বরী আচার্য্যেরে ব্যাকুল দেখিয়া।
করিলেন স্থির অতি যত্নে প্রবোধিয়া ॥ ১২৯ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম বাৎসল্যেতে।
নিজভূক্ত শেষ দিলা আচার্য্যে ভুঞ্জিতে ॥ ১৩০ ॥
ভুঞ্জিয়া আনন্দে কিছু লইয়া চলিলা।
নরোত্তম আদি প্রিয়গণে ভুঞ্জাইলা ॥ ১৩১ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর প্রসাদ ভক্ষণে।
না জানয়ে কত বা আনন্দ হৈল মনে ॥ ১৩২ ॥
আচার্য্য ঠাকুর সন্তোষের প্রতি কয়।
নৌকার সঙ্গতি যেন অতি শীঘ্র হয় ॥ ১৩৩ ॥
সন্তোষ কহয়ে পূর্বে পাঠাইলুঁ দূত।
পদ্মাবতী তীরে নৌকা হইল প্রস্তুত ॥ ১৩৪ ॥

শুনি শ্রীআচার্য্য হর্ষ হৈয়া বাসা গেলা।
নিজ নিজ স্থানে সবে বিশ্রাম করিলা ॥ ১৩৫ ॥
হইতে কিঞ্চিৎ নিদ্রা রাত্রি শেষ হৈলা।
গাত্রোত্থান করি সবে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা ॥ ১৩৬ ॥
শ্রীমঙ্গল আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
একত্র হইলা সর্ব্ব পাক-কর্ত্তাগণ ॥ ১৩৭ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথো জন।
তাঁ সবারে লৈয়া শীঘ্র করিলা গমন ॥ ১৩৮ ॥
পদ্মাবতী পার হইলেন শীঘ্র করি।
করিলা স্নানাদি ক্রিয়া যাইয়া বুধরি ॥ ১৩৯ ॥
এথাতে মহান্তগণ রজনী-প্রভাতে।
ঈশ্বরীর বাসা গেলা বিদায় হইতে ॥ ১৪০ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কহে করিয়া ক্রন্দন।
পুনঃ না দেখিব ঐছে লয় মোর মন ॥ ১৪১ ॥
শ্রীগোপাল আদি অতি ব্যাকুল হইয়া।
কহিলেন যত তা শুনিতে দ্রবে হিয়া ॥ ১৪২ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি কিছু নিবেদিতে।
হইলা অধৈর্য্য ধারা বহয়ে নেত্রেতে ॥ ১৪৩ ॥
বিপ্রবাণীনাথ আদি যত্নে নিবেদয়।
শুনিতে তাঁ দ্রবে দারু পাষাণ হৃদয় ॥ ১৪৪ ॥
রঘুনাথ আচার্য্যাদি কাতর অন্তরে।
যাঁহা নিবেদিলা তাঁহা বর্ণিতে কে পারে ॥ ১৪৫ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্য করয়ে নিবেদন।
এই কর শীঘ্র যেন দেখি শ্রীচরণ ॥ ১৪৬ ॥
শ্রীচাঁদ হালদার মিতু হালদার সকলে।
নিবেদিতে নারে পড়ি কান্দয়ে ভূতলে ॥ ১৪৭ ॥
শ্রীচৈতন্যদাসাদি কহিতে কিছু চায়।
মুখে না নিঃসরে বাক্য ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ১৪৮ ॥
অতি ব্যগ্র হৈয়া কহে শ্রীরঘুনন্দন।
অনুগ্রহ করি শীঘ্র দিবেন দর্শন ॥ ১৪৯ ॥
শ্রীযদুনন্দন কহে বৃন্দাবন হৈতে।
আসিবেন শীঘ্র এই পামরে শোধিতে ॥ ১৫০ ॥

ঐছে মহাব্যাকুল মহান্ত জনে জনে।
বিদায় হইয়া গেলা প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ১৫১ ॥
শ্রীমীনকেতন রামদাস বৃন্দাবন।
কমলাকর পিল্লাই আদি কথো জন ॥ ১৫২ ॥
এই সবে ঈশ্বরী আজ্ঞা খরদহ যাইতে।
হইয়া বিদায় কেহ নারে স্থির হৈতে ॥ ১৫৩ ॥
বিদায় হইয়া সবে করিতে গমন।
ঈশ্বরী কহিলা যৈছে না হয় বর্ণন ॥ ১৫৪ ॥
সকলে একত্র হৈয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইলেন প্রেমে মত্ত প্রভুর দর্শনে ॥ ১৫৫ ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বার বার।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ হইল সবার ॥ ১৫৬ ॥
আচার্য্যাদি মঙ্গল চিন্তয়ে প্রভু আগে।
সবে শ্রীআচার্য্য নরোত্তম সঙ্গ মাগে ॥ ১৫৭ ॥
সবে কহে ওহে ভাই কমললোচন।
জন্মে জন্মে শুনি যেন ঐছে সংকীর্ত্তন ॥ ১৫৮ ॥
এইরূপে সভে কত প্রার্থনা করিয়া।
চলয়ে প্রভুর স্থানে বিদায় হইয়া ॥ ১৫৯ ॥
হইয়া মহাব্যাকুল পূজারী সেই ক্ষণে।
প্রভুর প্রসাদি বস্ত্র দিলা সর্বজনে ॥ ১৬০ ॥
লইয়া প্রসাদি বস্ত্র মস্তকে ধরিয়া।
চলিলেন সবে অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥ ১৬১ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্য আচার্য্যে কোলে করি।
প্রেমের আবেশে কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥ ১৬২ ॥
মধ্যে মধ্যে অম্বিকা যাইয়া দেখা দিবে।
শ্যামানন্দে আপনার করিয়া জানিবে ॥ ১৬৩ ॥
আচার্য্য কহেন শ্যামানন্দ মোর প্রাণ।
শ্যামানন্দ প্রতি মোর নাহি অন্য জ্ঞান ॥ ১৬৪ ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র আদি যত জন।
গণসহ শ্যামানন্দ সবার জীবন ॥ ১৬৫ ॥
হৃদয়চৈতন্যের অতি স্নেহের আবেশে।
শ্যামানন্দে সমর্পিয়া দিলা শ্রীনিবাসে ॥ ১৬৬ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শ্যামানন্দ প্রতি।
যৈছে অনুগ্রহ তাঁ বর্ণিতে কি শকতি ॥ ১৬৭ ॥
সকল মহান্ত নরোত্তম শ্রীনিবাসে।
ঐছে কত কহিলেন সুমধুর ভাষে ॥ ১৬৮ ॥
খেতরি ছাড়িয়া সবে কথোদুর যাইতে।
উঠিল ক্রন্দন রোল খেতরি গ্রামেতে ॥ ১৬৯ ॥
কিবা বাল বৃদ্ধ সবে করে হায় হায়।
এমন করিয়া বল কেবা কোথা যায় ॥ ১৭০ ॥
সকল মহান্ত সে সভার কথা শুনি।
হইলেন যৈছে তাঁহা কহিতে কি জানি ॥ ১৭১ ॥
পদ্মাবতী তীরে সবে আসি কতক্ষণে।
আচার্য্যাদি সবারে প্রবোধে জনে জনে ॥ ১৭২ ॥
সবে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া সভায়।
রামচন্দ্রাদিক সহ চড়িয়া নৌকায় ॥ ১৭৩ ॥
কর্ণধার শীঘ্র নৌকা দিলেক বাহিয়া।
আচার্য্যাদি কান্দে সবে ভূমে লোটাইয়া ॥ ১৭৪ ॥
এ সবার দশা দেখি মহান্ত সকল।
নিবারিতে নারে কেহ নয়নের জল ॥ ১৭৫ ॥
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হৈল সর্ব্বজনে।
পদ্মাবতী পার হইলেন কতক্ষণে ॥ ১৭৬ ॥
পদ্মাবতী তীরে সবে স্নানাদি করিয়া।
চলিলা বুধরি গ্রামে প্রসাদ ভুঞ্জিয়া ॥ ১৭৭ ॥
এথা প্রভু ইচ্ছামতে সবে ধৈর্য্য ধরি।
পদ্মাবতী তীর হৈতে গেলেন খেতরি ॥ ১৭৮ ॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ আদি গেলা প্রভুর আলয় ॥ ১৭৯ ॥
আচার্য্য ঠাকুরে আসি কহেন পূজারী।
এই কতক্ষণে স্নান করিলা ঈশ্বরী ॥ ১৮০ ॥
বিদায় হইয়া শ্রীমহান্তগণ গেলে।
নির্জ্জনে ছিলেন সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥ ১৮১ ॥
মাধব আচার্য্য আদি ধৈর্য্যাবলম্বিয়া।
এতক্ষণে কৈলা স্নান আইলুঁ দেখিয়া ॥ ১৮২ ॥

শুনিয়া আচার্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
গেলেন ঈশ্বরী আগে ব্যাকুল অন্তরে ॥ ১৮৩ ॥
ঈশ্বরী হইয়া অতি অধৈর্য্য হৃদয়।
জিজ্ঞাসিতে আচার্য্য সংক্ষেপে নিবেদয় ॥ ১৮৪ ॥
পদ্মাপার হৈয়া সবে গেলেন বুধরি।
আইলুঁ আমরা পদ্মাবতী স্নান করি ॥ ১৮৫ ॥
শুনি সে ঈশ্বরী আচার্য্যের পানে চায়।
দেখিয়া আচার্য্য দেহ হৈল শুষ্কপ্রায় ॥ ১৮৬ ॥
একেত বিচ্ছেদ দুঃখ না যায় সহন।
তাহে কালি হৈতে প্রায় নাহিক ভোজন ॥ ১৮৭ ॥
অদ্য এ সবার ভক্ষণের চেষ্টা নাই।
জানি কি হয় পাছে ইথে ভয় পাই ॥ ১৮৮ ॥
আমি না ভুঞ্জাই তবে না হৈব ভোজন।
ঐছে মনে করি কহে মধুর বচন ॥ ১৮৯ ॥
স্নান করি আইলা অপরাহ্ন হৈল আসি।
নাহিক ভোজন চেষ্টা ইথে দুঃখ বাসি ॥ ১৯০ ॥
লইয়া সবারে করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
আমার অঙ্গনে আজি করহ ভোজন ॥ ১৯১ ॥
ইহা শুনি আচার্য্য কৃতার্থ হেন মানে।
আনাইলা নরোত্তম আদি সর্ব্বজনে ॥ ১৯২ ॥
সবাকার চেষ্টা দেখি ব্যাকুল ঈশ্বরী।
কহিলা বাৎসল্যে যাহা কহিতে না পারি ॥ ১৯৩ ॥
নৃসিংহচৈতন্য কহে মধুর বচনে।
এ সবারে লৈয়া শীঘ্র বৈসহ অঙ্গনে ॥ ১৯৪ ॥
বসিলেন সভে চারু মণ্ডলীবন্ধনে।
পত্র পরিবেশন করিলা কোন জনে ॥ ১৯৫ ॥
কেহ আনি দিলা জল জলপাত্র ভরি।
বিবিধ পক্কান্ন সবে দিলেন ঈশ্বরী ॥ ১৯৬ ॥
ঈশ্বরীর আজ্ঞাতে ভুঞ্জয়ে সর্বজন।
ঈশ্বরীর হৈল মহা উল্লসিত মন ॥ ১৯৭ ॥
ছেনা পানা নবনীত আনি সুমধুর।
বারে বারে দেন সবে করিয়া প্রচুর ॥ ১৯৮ ॥

ভুঞ্জয়ে সকলে প্রেম উথলে হিয়ায়।
না জানে আনন্দে কিছু কেবা কিবা খায় ॥ ১৯৯ ॥
ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমন।
পত্র উঠাইলা আচার্য্যের ভৃত্যগণ ॥ ২০০ ॥
পত্রাদি লইয়া সবে গেলা অন্য স্থানে।
পাত্র শেষ ভুঞ্জি তৃপ্তি হৈলা সর্ব্বজনে ॥ ২০১ ॥
আচার্য্যাদি সবে ঈশ্বরীর আজ্ঞা লৈয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে গেলা উল্লসিত হৈয়া ॥ ২০২ ॥
প্রসাদি তাম্বুল কেহ যত্নে আনি দিলা।
করিয়া ভক্ষণ সবে অন্য গৃহে গেলা ॥ ২০২ ॥
তথাতে দেখিলা লোক অসংখ্য বসিয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জে উল্লাসিত হৈয়া ॥ ২০৩ ॥
হইল সবার মহাপ্রসাদ সেবন।
হরিধ্বনি করি উঠিলেন সর্ব্বজন ॥ ২০৪ ॥
ঐছে সবে প্রসাদ ভুঞ্জয়ে ঠাঞি ঠাঞি।
বৈষ্ণবমণ্ডলী যত তাঁর অন্ত নাই ॥ ২০৫ ॥
প্রভুগণ গমন বিচ্ছেদে ছিলা দুঃখী।
ঈশ্বরী ইচ্ছাতে সবে হৈলা মহাসুখী ॥ ২০৬ ॥
ঈশ্বরীর ইচ্ছা কেবা বুঝিবারে পারে।
সেই সে বুঝয়ে অনুগ্রহ হয় যারে ॥ ২০৭ ॥
ঐছে মহাসুখে হৈল দিবা অবসান।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা প্রভু মন্দিরে পয়াণ ॥ ২০৮ ॥
প্রভুরূপ মাধুর্য্য দেখিয়া নেত্র ভরি।
শ্রীমালা প্রসাদ আনি দিলেন পূজারী ॥ ২০৯ ॥
হৈল সন্ধ্যার সময় আরতি দরশনে।
আইলা অসংখ্য লোক প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ২১০ ॥
করিয়া প্রভুর চারু আরতি দর্শন।
সবে মেলি আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন ॥ ২১১ ॥
শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ধ্বনি ভুবন ব্যাপিল।
কিবা বাল বৃদ্ধ সবে উন্মত্ত হইল ॥ ২১২ ॥
দেবতা মনুষ্যে মিশাইয়া নাম গায়।
সবেই মনের সাধে ধূলায় লোটায় ॥ ২১৩ ॥

কেহ উর্দ্ধবাহু করি করয়ে নর্ত্তন।
কেহ বীরদর্পে করে হুঙ্কার গর্জন ॥ ২১৪ ॥
লম্ফে লম্ফে ফিরে কেহ হাততালি দিয়া।
নেত্রজলে ভাসে কেহ কারে আলিঙ্গিয়া ॥ ২১৫ ॥
ঐছে নানাভাবের বিকার ক্ষণে ক্ষণে।
কে বর্ণিবে যৈছে সুখ শ্রীনামকীর্ত্তনে ॥ ২১৬ ॥
শ্রীনামকীর্ত্তন সুধা যে করিলা পান।
তাঁর সম জগতে কে আছে ভাগ্যবান ॥ ২১৭ ॥
হইল সবার ঐছে শ্রীনামে আবেশ।
কেহ না জানিল কৈছে রাত্রি হৈল শেষ ॥ ২১৮ ॥
প্রভু ইচ্ছামতে সবে স্থগিত হইলা।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী উল্লাসে বাসা গেলা ॥ ২১৯ ॥
রজনী প্রভাতকালে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
করিলেন স্নান উষ্ণজলে শীঘ্র করি ॥ ২২০ ॥
নিজ নিয়মিত কর্ম্ম করি হর্ষ চিতে।
রন্ধনের আয়োজন করিলা বাসাতে ॥ ২২১ ॥
এথা আচার্য্যাদি সবে প্রাতঃক্রিয়া সারি।
নিয়মিত কর্ম্ম করিলেন স্নান করি ॥ ২২২ ॥
শ্রীমন্দিরে রাজভোগ আরতি দেখিয়া।
আইলা শ্রীঈশ্বরী সমীপে হর্ষ হৈয়া ॥ ২২৩ ॥
ঈশ্বরী করিলা পাক সমর্পি প্রভুরে।
ভোগ সরাইয়া আসি বসিলা বাহিরে ॥ ২২৪ ॥
আচার্য্যাদি প্রতি কহে মধুর বচন।
রামচন্দ্রাদিক না আইলা এতক্ষণ ॥ ২২৫ ॥
এত কহি উদ্বেগে চাহয়ে চারিভিতে।
হেনকালে আইলা সবে বুধরি হইতে ॥ ২২৬ ॥
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি প্রভু প্রণমিয়া।
জিজ্ঞাসিতে সংবাদ কহয়ে ব্যগ্র হৈয়া ॥ ২২৭ ॥
পদ্মাপার হৈয়া সবে স্নানাহ্নিক করি।
ভুঞ্জিয়া প্রসাদ শীঘ্র গেলেন বুধরি ॥ ২২৮ ॥
তথা পাককর্ত্তা শীঘ্র করিয়া রন্ধন।
যত্ন করি করিলা প্রভূরে সমর্পণ ॥ ২২৯ ॥

প্রভুর ভোজন হৈল ভোগ সরাইলা।
হেন কালে সকল মহান্ত তথা গেলা ॥ ২৩০ ॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সর্ব্বজন।
এথাকার কথা সুখে করিলা ভোজন ॥ ২৩১ ॥
ভক্ষণাদি সমাধিতে সন্ধ্যাকাল হৈল।
কতক্ষণ সবে নামসঙ্কীর্ত্তন কৈল ॥ ২৩২ ॥
কিঞ্চিৎ প্রসাদ রাত্রে করিয়া ভক্ষণ।
মনের উদ্বেগে সবে করিলা শয়ন ॥ ২৩৩ ॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাধিলা।
নিজ ভৃত্য জানি অতি অনুগ্রহ কৈলা ॥ ২৩৪ ॥
গমনের কালে যৈছে হৈল সবাকার।
তাঁহা নিবেদিতে মুখে না আইসে আমার ॥ ২৩৫ ॥
পাষাণ সমান এই মো সবার হিয়া।
স্বচ্ছন্দে আইলুঁ পদ্মাবতী পার হৈয়া ॥ ২৩৬ ॥
ঐছে কহি পুনঃ আর নারে কহিবারে।
ঈশ্বরী পরম স্নেহে প্রবোধে সবারে ॥ ২৩৭ ॥
সবে সিক্ত কৈলা ঈশ্বরীর বাক্যামৃতে।
অকস্মাৎ আনন্দ উদয় হৈল চিতে ॥ ২৩৮ ॥
সবার হৃদয়ে হর্ষ প্রকাশি ঈশ্বরী।
ভুঞ্জাইলা অন্নব্যঞ্জনাদি যত্ন করি ॥ ২৩৯ ॥
শ্রীঈশ্বরী ভুঞ্জিলেন সে পাত্রশেষ লৈয়া।
সবা সহ আচার্য্য চলিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ২৪০ ॥
দেখয়ে অনেক লোক প্রভুর প্রাঙ্গণে।
করয়ে ভোজন ঐছে ভুঞ্জে স্থানে স্থানে ॥ ২৪১ ॥
করি সবা সম্মান আচার্য্য মহাশয়।
সন্তোষাদি সভারে প্রবোধবাক্য কয় ॥ ২৪২ ॥
ঈশ্বরীকৃপায় সর্ব্ব হৈল সমাধান।
সর্ব্বত্র ব্যাপিল যৈছে অনুগ্রহ তান ॥ ২৪৩ ॥
হইলেন উদ্বিগ্ন শ্রীবৃন্দাবন যাইতে।
এবে প্রৌঢ় করি এথা না পারি রাখিতে ॥ ২৪৪ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যবে হৈব আগমন।
স্বচ্ছন্দে করিবে তবে শ্রীপাদ দর্শন ॥ ২৪৫ ॥

এখন এ সব কিছু না করিহ চিতে।
ঈশ্বরীর যাত্রা কালি হইবে প্রভাতে ॥ ২৪৬ ॥
শুনিয়া সন্তোষ রায় কতক্ষণ পরে।
গেলেন ঈশ্বরী পাশে ব্যাকুল অন্তরে ॥ ২৪৭ ॥
সন্তোষের অন্তর জানিয়া শ্রীঈশ্বরী।
কহিলা প্রবোধবাক্য অতি স্নেহ করি ॥ ২৪৮ ॥
শ্রীসন্তোষ কহে এই পতিত নিমিত্তে।
শীঘ্র আগমন করিবেন ব্রজ হৈতে ॥ ২৪৯ ॥
মনে যে উপজে তাঁহা কহিতে না পারি।
শুনি মৃদুবাক্যে সন্তোষিলেন ঈশ্বরী ॥ ২৫০ ॥
শ্রীসন্তোষরায় মহা সন্তোষ হইলা।
সঙ্গে যে দিবেন তাঁহা শীঘ্র আনাইলা ॥ ২৫১ ॥
অতি সূক্ষ্ম পট্ট আদি বিচিত্র বসন।
নানা রত্ন জড়িত স্বর্ণাদি বিভূষণ ॥ ২৫২ ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে।
শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণে ॥ ২৫৩ ॥
রাধাদামোদরে দিতে সুসজ্জা করিয়া।
রাখিলেন ঈশ্বরী সম্মুখে যত্ন পাঞা ॥ ২৫৪ ॥
স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা বহু বস্তু পুনঃ দিলা।
গমনোপযুক্ত কার্য্য সব সমাধিলা ॥ ২৫৫ ॥
শ্রীসন্তোষরায়ের ভাগ্যের নাই পার।
লক্ষ্মী হৈয়া যার অর্থ কৈলা অঙ্গীকার ॥ ২৫৬ ॥
সকল প্রস্তুত কিছু অপেক্ষা না দেখি।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হইলা মহা সুখী ॥ ২৫৭ ॥
শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যা আরাত্রিক দরশনে।
চলিলেন ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে ॥ ২৫৮ ॥
করিয়া প্রভুর আরত্রিক দরশন।
মনে যে হইল তাঁহা কৈলা নিবেদন ॥ ২৫৯ ॥
প্রভুর গলায় মালা উছলি পড়িতে।
পূজারী আনিয়া দিলা ঈশ্বরীর হাতে ॥ ২৬০ ॥
ঈশ্বরী সে মালা কৈলা মস্তকে ধারণ।
ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি বুঝে কোন্ জন ॥ ২৬১ ॥

প্রভু আগে নামকীর্ত্তনাদি হৈল তৈছে।
কি বলিব শ্রীঈশ্বরী বাসা গেলা যৈছে ॥ ২৬২ ॥
করিলা শয়ন হৈল প্রভাতসময়।
সবে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা ব্যাকুল হৃদয় ॥ ২৬৩ ॥
শ্রীঈশ্বরী প্রভু আগে বিদায় হইলা।
পূজারী প্রসাদিমালা বহু আনি দিলা ॥ ২৬৪ ॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে যে করয়ে গমন।
তাঁ সবার নাম কিছু করিয়ে গণন ॥ ২৬৫ ॥
সূর্য্যদাসানুজ শ্রীপণ্ডিত কৃষ্ণদাস।
মাধব আচার্য্য যাঁর অদ্ভুত বিলাস ॥ ২৬৬ ॥
মুরারি চৈতন্য কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
নৃসিংহ চৈতন্য বলরাম মহীধর ॥ ২৬৭ ॥
কানাঞি নকড়িদাস গৌরাঙ্গ শঙ্কর।
শ্রীপরমেশ্বর দাস দাস দামোদর ॥ ২৬৮ ॥
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর।
জ্ঞানদাস মুকুন্দাদি গুণের সাগর ॥ ২৬৯ ॥
এ সবার প্রভাব বর্ণিব কোন্ জনে।
পরম প্রবীণ দুষ্ট পাষণ্ডীদমনে ॥ ২৭০ ॥
এই সব সঙ্গী আর ঈশ্বরী আজ্ঞাতে।
চলিলেন কথো জন খেতরি হইতে ॥ ২৭১ ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীরমণ ভগবান্।
গোকুল নৃসিংহ বাসুদেবাদি প্রধান ॥ ২৭২ ॥
এ সবা সহিত শ্রীজাহ্নবা শুভক্ষণে।
খেতরি হইতে যাত্রা করিলা বিহানে ॥ ২৭৩ ॥
শ্রীখেতরি গ্রামের লোকের ধৈর্য্য নাই।
ঈশ্বরী গমনে সবে কান্দে ঠাঞি ঠাঞি ॥ ২৭৪ ॥
শ্রীনরোত্তমাদি সহ আচার্য্য ঠাকুর।
কান্দিতে কান্দিতে সঙ্গে চলে কথো দূর ॥ ২৭৫ ॥
স্নেহমূর্তিমতী শ্রীজাহ্নবা এ সবারে।
করয়ে প্রবোধবাক্যে অধৈর্য্য অন্তরে ॥ ২৭৬ ॥
সুমধুর বাক্যে সবে করিয়া বিদায়।
চলিলেন অগ্রে শীঘ্র চড়িয়া দোলায় ॥ ২৭৭ ॥

কৃষ্ণদাস মাধব আচার্য্য আদি যত।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অবিরত ॥ ২৭৮ ॥
শ্রীআচার্য্য মহাশয় শ্যামানন্দ আদি।
এ সবার হৈল মহাদুঃখের অবধি ॥ ২৭৯ ॥
পরস্পর কহি কত হইলা বিদায়।
সে সব শুনিতে ধৈর্য্য কে ধরে হিয়ায় ॥ ২৮০ ॥
শ্রীগোবিন্দ আদি সভে বিদায় হইতে।
আচার্য্য শ্রীনরোত্তম নারে স্থির হৈতে ॥ ২৮১ ॥
করিলা বিদায় কত কহিয়া সকলে।
চলিলেন সবে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥ ২৮২ ॥
আচার্য্যাদি সবে সে গমনপথ চাঞা।
আইলা খেতরিগ্রামে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২৮৩ ॥
খেতরিগ্রামের লোক হইয়া মৃতপ্রায়।
বিরলে বসিয়া শ্রীজাহ্নবাগুণ গায় ॥ ২৮৪ ॥
কেহ কার প্রতি কহে যত্নে ধৈর্য্য ধরি।
বৃন্দাবন হৈতে শীঘ্র আসিব ঈশ্বরী ॥ ২৮৫ ॥
কেহ কহে দেশে যাইবেন অন্যপথে।
কি কার্য্য আছয়ে পুনঃ আসিব এথাতে ॥ ২৮৬ ॥
কেহ কহে এই শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
ভক্তিবলে তাঁরে বশ করিলা নিশ্চয় ॥ ২৮৭ ॥
কেহ কহে তেঁহ এ সবার প্রেমাধীন।
দেখিবে সাক্ষাতে এই গেলে কথো দিন ॥ ২৮৮ ॥
ঐছে পরস্পর কত কহি ধৈর্য্য ধরে।
অকস্মাৎ হৈল সুখ সবার অন্তরে ॥ ২৮৯ ॥
এথা শ্রীআচার্য্য শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্যামানন্দ আদি আইলা প্রভুর আলয় ॥ ২৯০ ॥
ধরিলেন ধৈর্য্য সবে ঈশ্বরী ইচ্ছায়।
আনন্দ উদয় হৈল সবার হিয়ায় ॥ ২৯১ ॥
স্নানাহ্নিক ক্রিয়া সুখে সারি সর্বজন।
রাজভোগ আরত্রিক করিলা দর্শন ॥ ২৯২ ॥
স্থানে স্থানে বৈষ্ণবের বাসাঘর গিয়া।
আচার্য্য ঠাকুর সবে আইলা সম্বোধিয়া ॥ ২৯৩ ॥

শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইয়া সর্ব্বজনে।।
নিজ গোষ্ঠী লৈয়া বৈসে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ২৯৪ ॥
কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে সুন্দর।
প্রেমভক্তিময় সে সবার কলেবর ॥ ২৯৫ ॥
প্রভুপাককর্তাগণ মনের উল্লাসে।
অন্নব্যঞ্জনাদি অতি যত্নে পরিবেশে ॥ ২৯৬ ॥
আচার্য্য ঠাকুর রামচন্দ্র মহাশয়।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গুণের আলয় ॥ ২৯৭ ॥
শ্যামানন্দ ব্যাস রামকৃষ্ণাদি কৌতুকে।
ভুঞ্জে শাক সূপাদি প্রশংসি মহাসুখে ॥ ২৯৮ ॥
করিয়া ভোজন সুখে করি আচমন।
প্রসাদি তাম্বুল যত্নে করিলা ভক্ষণ ॥ ২৯৯ ॥
সবা লৈয়া বসিলা আচার্য্য মহাশয়।
কৃষ্ণকথারসে মগ্ন সবার হৃদয় ॥ ৩০০ ॥
ভাগ্যবন্ত জন তাঁহা করিলা শ্রবণ।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে না হয় বর্ণন ॥ ৩০১ ॥
দিবা অবসানে সবে সারি নিজ ক্রিয়া।
প্রভুর প্রাঙ্গণে আইলা মহা হর্ষ হৈয়া ॥ ৩০২ ॥
যে সকল বৈষ্ণব ছিলেন স্থানে স্থানে।
সবে আগমন কৈলা প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ৩০৩ ॥
তাঁ সবার মনোবৃত্তি বিদায় হইতে।
বুঝিলা আচার্য্য সবে কহেন নিভৃতে ॥ ৩০৪ ॥
তোমাদের স্থান এই কহিতে কি আর।
মধ্যে মধ্যে হয় যেন গমন সবার ॥ ৩০৫ ॥
অদ্য দেখ দিবস হইল অবসান।
কালি প্রাতে নিজ গৃহে করিবে পয়াণ ॥ ৩০৬ ॥
সন্তোষ রায়ের মনে অভিলাষ যাঁহা।
আপনার জানিয়া করিবা পূর্ণ তাহা ॥ ৩০৭ ॥
আচার্য্যের বাক্যামৃতে সবে সিক্ত হৈলা।
উত্থাপন আরতি দেখিয়া বাসা আইলা ॥ ৩০৮ ॥
শ্রীসন্তোষ রায় গিয়া তাঁ সব পাশে।
করিলা বিনয় বহু সুমধুর ভাষে ॥ ৩০৯ ॥

সন্তোষ রায়ের চেষ্টা দেখি সর্ব্বজন।
হইল সবার মহা আনন্দিত মন ॥ ৩১০ ॥
শ্রীসন্তোষ তাঁ সবার অনুমতিমতে।
প্রত্যেকে দিলেন বস্ত্র মুদ্রাদি যত্নেতে ॥ ৩১১ ॥
এথা সন্ধ্যা আরতির হইল সময়।
আইলেন সবে পুনঃ প্রভুর আলয় ॥ ৩১২ ॥
করিলেন সন্ধ্যা আরত্রিক দরশন।
হইল আরম্ভ চারু শ্রীনামকীর্ত্তন ॥ ৩১৩ ॥
নামামৃতপানে অতি উল্লাসিত হৈলা।
শয়ন আরতি দেখি সবে বাসা গেলা ॥ ৩১৪ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভুর প্রাঙ্গণে।
রহিলেন কতক্ষণ নিজ গোষ্ঠী সনে ॥ ৩১৫ ॥
প্রভুর প্রসঙ্গে কথো রাত্রি গোঙাইয়া।
শয়ন করিলা নিজ নিজ বাসা গিয়া ॥ ৩১৬ ॥
রজনী প্রভাতে আচার্য্যাদি সর্ব্বজনে।
আইলেন শ্রীমঙ্গল আরতি দর্শনে ॥ ৩১৭ ॥
যে সব বৈষ্ণব দেশে করিবে গমন।
তাঁহারাও আসি কৈলা আরতি দর্শন ॥ ৩১৮ ॥
সে সবে প্রভুর আগে লইলা বিদায়।
পূজারী দিলেন মালা প্রসাদ সবায় ॥ ৩১৯ ॥
পরস্পর হৈলা যৈছে বিদায়সময়।
তাঁহা দেখি দ্রবে কাষ্ঠ সমান হৃদয় ॥ ৩২০ ॥
চলিলেন সবে মহা অধৈর্য্য হইয়া।
আচার্য্যাদি রহিলেন পথপানে চাঞা ॥ ৩২১ ॥
ঐছে নানা দেশী লোক ব্যাকুল অন্তরে।
চলয়ে খেতরি হৈতে চলিতে না পারে ॥ ৩২২ ॥
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ গেলা নিজ ঘরে।
মহোৎসব মহিমা কহিয়া পরস্পরে ॥ ৩২৩ ॥
আনন্দে বিদায় হইলেন বন্দিগণ।
কৈলা কত মহা মহোৎসবের বর্ণন ॥ ৩২৪ ॥
নানা বাদ্য বাদক গায়ক নর্ত্তকাদি।
হইলা বিদায় হৈল সুখের অবধি ॥ ৩২৫ ॥

সহস্র সহস্র লোক যায় এক মেলে।
কহিতে কীর্ত্তনানন্দ ভাসে নেত্রজলে ॥ ৩২৬ ॥
দরিদ্র দুঃখিত সুখী হৈলা সর্ব্বমতে।
মহামহোৎসব কীর্ত্তি ব্যাপিল জগতে ॥ ৩২৭ ॥
লোকযাত্রা দেখি কেহ কহে কারো প্রতি।
লোকসংখ্যা করে ঐছে কাহার শকতি ॥ ৩২৮ ॥
কেহ কহে দেখিনু লোকের অন্ত নাই।
খেতরি গ্রামেতে কৈছে হইল সামাই ॥ ৩২৯ ॥
হাসিয়া কহয়ে কেহ অসম্ভব নয়।
নরোত্তম প্রভাবেতে কিবা নাহি হয় ॥ ৩৩০ ॥
কেহ কহে নরোত্তমপ্রভাব প্রমাণ।
নহিলে কি এ লোকের হয় সমাধান ॥ ৩৩১ ॥
ঐছে কত কহে লোক সুমধুর ভাষে।
নরোত্তমগুণ গায় মনের উল্লাসে ॥ ৩৩২ ॥
এথা নরোত্তম শ্রীআচার্য্যে নিবেদিতে।
করিলেন স্নান নরোত্তমাদি সহিতে ॥ ৩৩৩ ॥
নিজ নিজ নিয়মিত কর্ম্ম সবে সারি।
ভুঞ্জিলেন কিছু মিষ্টান্নাদি যত্ন করি ॥ ৩৩৪ ॥
নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্য্য দুই জনে।
জানি কি প্রসঙ্গেতে ছিলেন নির্জনে ॥ ৩৩৫ ॥
দোঁহে নিজ নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
করিলেন প্রভুর দর্শন সবা লৈয়া ॥ ৩৩৬ ॥
রাজভোগ আরত্রিক করিয়া দর্শন।
প্রভু প্রসাদান্ন আদি করিয়া ভোজন ॥ ৩৩৭ ॥
আচমন করি সবে বসিলা আসনে।
প্রসাদি মূল ভুঞ্জিলেন সর্ব্বজনে ॥ ৩৩৮ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কবিরাজ প্রতি।
কহেন আচার্য্য অতি যত্নে ধরি ধৃতি ॥ ৩৩৯ ॥
শ্যামানন্দ সহ যাত্রা করিব প্রভাতে।
পদ্মা পার হৈয়া যাব বুধরি গ্রামেতে ॥ ৩৪০ ॥
জাজিগ্রাম গিয়া অতি শীঘ্র তথা হৈতে।
বনবিষ্ণুপুর হৈয়া আসিব তুরিতে ॥ ৩৪১ ॥

শ্যামানন্দ নবদ্বীপ অম্বিকা হইয়া।
রহিব ধারেন্দা বাহাদুরপুর গিয়া ॥ ৩৪২ ॥
সে সকল দেশে করি ভক্তির প্রচার।
পত্রী দ্বারে শীঘ্র পাঠাবেন সমাচার ॥ ৩৪৩ ॥
জাজিগ্রাম হৈতে সর্ব্বসংবাদ লিখিয়া।
লোক দ্বারা শীঘ্র করি দিব পাঠাইয়া ॥ ৩৪৪ ॥
এথা আসিবেন যবে শ্রীমতী ঈশ্বরী।
জাজিগ্রামে পত্রী পাঠাইব শীঘ্র করি ॥ ৩৪৫ ॥
ঈশ্বরীর সেই পথে হইবে গমন।
এথা হইতে সেই সঙ্গে যাব সর্ব্বজন ॥ ৩৪৬ ॥
ঈশ্বরীর গমন হইলে তথা হৈতে।
সকলে আসিব শীঘ্র খেতরি গ্রামেতে ॥ ৩৪৭ ॥
ঐছে কত কহিলেন আচার্য্য ঠাকুর।
শুনিতেই সবার ধৈরজ গেল দূর ॥ ৩৪৮ ॥
তথাপিহ ধৈর্য্য করিলেন সর্ব্বজন।
করিলেন সন্তোষ গমন আয়োজন ॥ ৩৪৯ ॥
বুধরি গ্রামেতে শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা।
পদ্মাতীরে নৌকাদি প্রস্তুত করাইলা ॥ ৩৫০ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্গে যাইবেক যাঁহা।
শ্রীরসিকানন্দে সমর্পণ কৈলা তাঁহা ॥ ৩৫১ ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে যাঁহা চাই।
তাঁহা দিলা কর্ণপূর কবিরাজ ঠাঞি ॥ ৩৫২ ॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ সর্ব্বকার্য্য সমাধিলা।
ঠাকুরের আগে আসি সব নিবেদিলা ॥ ৩৫৩ ॥
শুনিয়া আচার্য্য অতি প্রসন্ন অন্তরে।
সবা লৈয়া চলিলেন প্রভুর ভাণ্ডারে ॥ ৩৫৪ ॥
দেখিলেন সকল সামগ্রী পূর্ণ তথা।
ঐছে দৃষ্টি করিলা ভাণ্ডার যথা যথা ॥ ৩৫৫ ॥
বার বার হয়ে সন্তোষ ভাগ্যবান।
করিলা সামগ্রী ঐছে হৈল অফুরাণ ॥ ৩৫৬ ॥
ঐছে কত কহি আইলা প্রভুর অঙ্গনে।
হইল আনন্দ-সন্ধ্যা আরতি দর্শনে ॥ ৩৫৭ ॥
পূজারী দিলেন মালাপ্রসাদ সবায়।
হইল অপূর্ব্ব শোভা সবার গলায় ॥ ৩৫৮ ॥
প্রভু-রূপ-মাধুর্য্য দেখিতে সর্ব্বজন।
হইল নিমিষহীন সবার নয়ন ॥ ৩৫৯ ॥
আচার্য্য ঠাকুর ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
শ্রীনরোত্তমের পানে চায় বারে বারে ॥ ৩৬০ ॥
আচার্য্যের মনোবৃত্তি জানি মহাশয়।
আরম্ভে শ্রীসংকীর্ত্তন সুখের আলয় ॥ ৩৬১ ॥
গায়ক বাদকগণ প্রভুর প্রাঙ্গণে।
খোল করতাল লৈয়া আইলা তৎক্ষণে ॥ ৩৬২ ॥
দেবীদাস গোকুল গৌরাঙ্গ আদি যত।
খোল করতাল বাজায় পরম অদ্ভূত ॥ ৩৬৩ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
আলাপয়ে গীত যে রচিলা বাসুঘোষে ॥ ৩৬৫ ॥

তথা হি গীতম্ —

সখি হে অই দেখ গোরা কলেবর।
কত চন্দ্র জিনি মুখ সুন্দর অধর ॥ ৩৬৬ ॥
করিবর কর জিনি বাহু সুবলনি।
খঞ্জন জিনিয়া গোরা নয়ন নাচনি ॥ ৩৬৭ ॥
চন্দন তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানুলম্বিত বাহু বনমালা গলে ॥ ৩৬৮ ॥
কম্তুকণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দন শোভিত কত রত্নহার সাজে ॥ ৩৬৯ ॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ বসন।
নখ মণি জিনি পূর্ণ ইন্দুবরগণ ॥ ৩৭০ ॥
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল ॥ ৩৭১ ॥
গীতের আলাপ যৈছে কহিলে না হয়।
বাজে মর্দ্দলাদি সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষয় ॥ ৩৭২ ॥
মৃদঙ্গের শব্দ সুধা আলাপ মধুর।
শুনি প্রেম মত্ত হৈলা আচার্য্য ঠাকুর ॥ ৩৭৩ ॥

করিতে নর্ত্তনাদি দাঁড়াইলা ভঙ্গী করি।
কে ধরে ধৈরয সে মধুর ভঙ্গী হেরি ॥ ৩৭৪ ॥
কিবা সে পুলক অঙ্গে ঝলমল করে।
রূপে কত কনক দর্পণ দর্পহরে ॥ ৩৭৫ ॥
কিবা চন্দ্রবদনে মিলিত মৃদু হাস।
অরুণ অধর কুন্দ দশন প্রকাশ ॥ ৩৭৬ ॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত পদ্ম নেত্র মনোরম।
ভুরু ভৃঙ্গপাতি নাসা শুক চঞ্চুসম ॥ ৩৭৭ ॥
শ্রবণযুগলগণ্ড ছটা মনোহর।
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর ॥ ৩৭৮ ॥
সুমধুর নাভি মধ্যদেশ অনুপাম।
সুগঠন জানু চারু চরণ ললাম ॥ ৩৭৯ ॥
কিবা সে অপূর্ব্ব শোভা ভাবের আবেশে।
করয়ে নর্ত্তন লোক দেখে চারি পাশে ॥ ৩৮০ ॥
যদ্যপি খেতরি হৈতে বহু লোক গেলা।
তথাপিহ অনেক বিশিষ্ট লোক ছিলা ॥ ৩৮১ ॥
খেতরি-নিবসী যত একত্র হইয়া।
প্রভু প্রাঙ্গণে সবে আইলা ধাইয়া ॥ ৩৮২ ॥
কত শত দীপ জ্বলে উজ্জ্বল অবনী।
মধ্যে মধ্যে লোক সব করে জয়ধ্বনি ॥ ৩৮৩ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের নৃত্য দরশনে।
আইলা দেবতাগণ চড়িয়া বিমানে ॥ ৩৮৫ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ পরস্পর কয়।
ঐছে নৃত্য মনুষ্যে সম্ভব কভু নয় ॥ ৩৮৬ ॥
কেহ কহে ঐছে নৃত্য নাহি দেবপুরে।
এ নৃত্য সম্ভব মাত্র চৈতন্যকিঙ্করে ॥ ৩৮৭ ॥
কেহ কহে নিরূপম গীত বাদ্য যৈছে।
ভুবনমঙ্গল নিরূপম নৃত্য তৈছে ॥ ৩৮৮ ॥
এইরূপ কহে কত অধৈর্য্য হইয়া।
দেখয়ে অদ্ভুত নৃত্য মনুষ্যে মিশাঞা ॥ ৩৮৯ ॥
বিবিধ প্রকার নৃত্য ভঙ্গী নিরখিয়া।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে হৃষ্ট হৈয়া ॥ ৩৯০ ॥

গীত নৃত্য বাদ্যের মহিমা সবে গায়।
ছাড়িয়া বিমান আসি মনুষ্যে মিশায় ॥ ৩৯১ ॥
দেবতা মনুষ্য কেহ নারে স্থির হৈতে।
সচিত্ত হরে গীতবাদ্য নর্ত্তনেতে ॥ ৩৯২ ॥
নাচয়ে আচার্য্য আত্মবিস্মরিত হৈয়া।
নেত্রজলে ভাসে দেবীদাসে আলিঙ্গিয়া ॥ ৩৯৩ ॥
দেবীদাস খোল বায় বিবিধ প্রকারে।
করে তাল পাঠ শুনি কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥ ৩৯৪ ॥
শ্রীগোকুল গায় বর্ণবিন্যাস মধুর।
হস্তাদি ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশে প্রচুর ॥ ৩৯৫ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁরে করি কোলে।
বোল বোল বলিয়া ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ৩৯৬ ॥
শ্যামানন্দ ভাবাবেশে অধৈর্য্য হিয়ায়।
হইলেন সিক্ত দুই নেত্রের ধারায় ॥ ৩৯৭ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি প্রেমাবেশে।
ধূলায় ধূসর হৈয়া ফিরে চারি পাশে ॥ ৩৯৮ ॥
সংকীর্ত্তনে সুখের সমুদ্র উথলিল।
বর্ণিতে নারিয়ে যে যে চমৎকার হৈল ॥ ৩৯৯ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি কার কীর্ত্তন আবেশে।
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হৈলা রাত্রিশেষে ॥ ৪০০ ॥
সংকীর্ত্তন সমাধিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
ধূলায় লোটায় অশ্রু সবার নয়নে ॥ ৪০১ ॥
পরস্পর করি সবে দৃঢ় আলিঙ্গন।
যথাযোগ্য প্রণময়ে সবে সর্ব্বজন ॥ ৪০২ ॥
নিজ নিজ বাসায় সকলে শীঘ্র গিয়া।
করিয়া বিশ্রাম সারিলেন প্রাতঃক্রিয়া ॥ ৪০৩ ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর লইয়া কথোজনে।
গমন সজ্জায় আইলা প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ৪০৪ ॥
শ্যামানন্দ গণ সহ সুসজ্জ হইয়া।
আইলেন প্রভুর অঙ্গনে সবা লৈয়া ॥ ৪০৫ ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র ব্যাকুলহৃদয়।
সন্তোষাদি সহ আইলা প্রভুর আলয় ॥ ৪০৬ ॥

আচার্য্য গমন শুনি ব্যাকুল হইয়া।
খেতরি গ্রামের লোক আইলা ধাইয়া ॥ ৪০৭ ॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে ভীড় হৈল অতিশয়।
কি নারী পুরুষ সবে অধৈর্য্য হৃদয় ॥ ৪০৮ ॥
আচার্য্য ঠাকুর প্রভু পানেতে চাহিয়া।
হইতে বিদায় বিদরিয়া যায় হিয়া ॥ ৪০৯ ॥
শ্যামানন্দ ভূমে প্রণমিয়া প্রভু আগে।
হইলা বিদায় কত কহি অনুরাগে ॥ ৪১০ ॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদি বসন।
আচার্য্যঠাকুর আগে কৈলা সমর্পণ ॥ ৪১১ ॥
আচার্য্য দিলেন মালা বসন সবারে।
আপনে লইয়া যত্নে মস্তক উপরে ॥ ৪১২ ॥
বাহ্যে ধৈর্য্য প্রকাশি প্রবোধি সর্ব্বজনে।
খেতরি হইতে যাত্রা কৈলা শুভক্ষণে ॥ ৪১৩ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় ব্যাকুল হইলা।
রামচন্দ্র কবিরাজ যত্নে প্রবোধিলা ॥ ৪১৪ ॥
পদ্মাবতী তীরে গিয়া আচার্য্য ঠাকুর।
নৌকায় চড়িলা শীঘ্র ধৈর্য গেল দূর ॥ ৪১৫ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ প্রতি।
কহিলা যতেক তাঁহা কহি কি শকতি ॥ ৪১৬ ॥
শ্যামানন্দ ভাসে দুটি নয়নের জলে।
নরোত্তম কান্দে শ্যামানন্দে করি কোলে ॥ ৪১৭ ॥
পরস্পর ঐছে সবে করয়ে ক্রন্দন।
সে ক্রন্দন শুনি ধৈর্য্য ধরে কে এমন ॥ ৪১৮ ॥
কতক্ষণে সবে প্রবোধিলা রামচন্দ্র।
গণ সহ নৌকায় চড়িলা শ্যামানন্দ ॥ ৪১৯ ॥
কর্ণধার নৌকা চালাইলা শীঘ্র করি।
পদ্মাপার হৈয়া শীঘ্র গেলেন বুধরি ॥ ৪২০ ॥
এথা সবা সহ স্নান করি মহাশয়।
আইলা খেতরি অতি ব্যাকুলহৃদয় ॥ ৪২১ ॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে সবে উপনীত হৈতে।
অকস্মাৎ আনন্দ উদয় হৈল চিতে ॥ ৪২২ ॥

জয় জয় প্রেমানন্দময় শ্রীঅঙ্গন।
যথা গণ সহ নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪২৩ ॥
যে দেখিলা এ হেন অঙ্গন মনোহর।
সে হইলা অঙ্গনের ধূলায় ধূসর ॥ ৪২৪ ॥
যে জন করয়ে এই অঙ্গন ধেয়ান।
তাঁর সম জগতে নাহিক ভাগ্যবান ॥ ৪২৫ ॥
প্রভুর অঙ্গনে শ্রীঠাকুর মহাশয়ে।
পূজারি আসিয়া অতি যত্নে নিবেদয়ে ॥ ৪২৬ ॥
রাজভোগ আরাত্রিক হৈল অনেক্ষণ।
সবা লৈয়া করুন শ্রীপ্রসাদ সেবন ॥ ৪২৭ ॥
শুনি শ্রীঠাকুর মহাশয় হর্ষ হৈয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলেন সবা লৈয়া ॥ ৪২৮ ॥
খেতরি গ্রামীয় লোক প্রসাদ ভক্ষণে।
না জানয়ে কত বা আনন্দ হৈলা মনে ॥ ৪২৯ ॥
সে দিবস আইলা বহু পাষণ্ডীর গণ।
তাঁহারাও করিলেক প্রসাদ সেবন ॥ ৪৩০ ॥
প্রসাদ সেবনে হৈল ভক্তির উদয়।
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কেহ কারো প্রতি কয় ॥ ৪৩১ ॥
ওহে ভাই মো সবার বিফল জীবন।
করিনু কুক্রিয়া যত না হয় গণন ॥ ৪৩২ ॥
কেহ কহে এবে কি উপায় মো সবার।
যমদণ্ড হইতে কে করিবে উদ্ধার ॥ ৪৩৩ ॥
কেহ কহে এই যে ঠাকুর নরোত্তম।
করিব উদ্ধার দেখি পতিত অধম ॥ ৪৩৪ ॥
কেহ কহে তাঁর আগে যাইতে অঙ্গ হালে।
কেহ কহে যাইয়া পড়িবে পদতলে ॥ ৪৩৫ ॥
ঐছে কত কহি সবে কান্দিয়া কান্দিয়া।
নরোত্তম আগে পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ ৪৩৬ ॥
দয়ার সমুদ্র শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে তাঁ সবার প্রতি কয় ॥ ৪৩৭ ॥
সম্বরহ ক্রন্দন তোমরা সবে ধন্য।
তোমা সবা উদ্ধারিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৪৩৮ ॥

শ্রীমহাশয়ের বাক্য শুনিয়া উল্লাসে।
করযোড় করি নিবেদয়ে মৃদুভাষে ॥ ৪৩৯ ॥
ওহে প্রভু যতেক কুক্রিয়া লোক কয়।
সে সব করিতে কিছু না করিনু ভয় ॥ ৪৪০ ॥
দেশে না আছিনু গিয়াছিনু দেশান্তরে।
দস্যুকর্ম্ম করিয়া আইনু কালি ঘরে ॥ ৪৪১ ॥
মো সবারে দেখি মো সবার সঙ্গিগণ।
কহিব কি তাঁরা যত করিলা ভর্ৎসন ॥ ৪৪২ ॥
মহা দুরাচার দুষ্ট ছিলেন সে সব।
প্রভুর করুণা হৈতে হইলা বৈষ্ণব ॥ ৪৪৩ ॥
ওহে প্রভু করুণা করহ মো সবারে।
তোমার নির্ম্মল যশ ঘুষুক সংসারে ॥ ৪৪৪ ॥
ঐছে বাক্য শুনি হৈল করুণা অশেষ।
তাঁ সবারে ঠাকুর করেন উপদেশ ॥ ৪৪৫ ॥
নিরন্তর সাধুসঙ্গ কর সর্ব্বজন।
অতি দীন হৈয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন ॥ ৪৪৬ ॥
বৈষ্ণবের স্থানে সদা হৈবে সাবধান।
যেন কোনমতে কার নহে অসম্মান ॥ ৪৪৭ ॥
ঐছে কত কহি পুনঃ কহে বার বার।
এই হরিনাম মন্ত্র কর সবে সার ॥ ৪৪৮ ॥
এত কহি বাহু পসারিয়া প্রেমাবেশে।
আইস আইস কোলে করি কহে মৃদুভাষে ॥ ৪৪৯ ॥
দেখিয়া করুণা সবে পড়ি ক্ষিতিতলে।
চরণ পরশি শিরে ভাসে নেত্রজলে ॥ ৪৫০ ॥
এ সবার ভাগ্য যৈছে কহিলে না হয়।
অনয়াসে হৈল প্রেমভক্তির উদয় ॥ ৪৫১ ॥
দেবের দুর্লভ ধন পাঞা সে সকলে।
না ধরে ধৈরয হিয়া আনন্দে উথলে ॥ ৪৫২ ॥
ঐছে সব পাষণ্ডীর নাশয়ে দুষ্কৃতি।
ইহার শ্রবণে মিলে নির্ম্মল ভকতি ॥ ৪৫৩ ॥
প্রেমভক্তিদাতা শ্রীঠাকুর মহাশয়।
আচার্য্য সংবাদ বিনা উদ্বিগ্ন হৃদয় ॥ ৪৫৪ ॥
লোক পাঠাইতে রামচন্দ্র বাসা চলে।
পরম মঙ্গল দৃষ্টি হৈল হেন কালে ॥ ৪৫৫ ॥
আচার্য্যের পত্রী আইলা জাজীগ্রাম হৈতে।
পত্রী পাঠে পরম আনন্দ হৈল চিতে ॥ ৪৫৬ ॥
মহাশয় সমাচার পত্রী পাঠাইয়া।
রামচন্দ্র সহ বিলসয়ে হর্ষ হৈয়া ॥ ৪৫৭ ॥
পরস্পর কহে আচার্য্যের গুণগণ।
যাঁহার শ্রবণে হয় দুঃখ বিমোচন ॥ ৪৫৮ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ৪৫৯ ॥

ইতি নরোত্তমবিলাসে শ্রীবৈষ্ণববিদায় নাম অষ্টম বিলাস ॥ ৮ ॥

॥ নবম বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥ ১ ॥
জয় জয় কৃপার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাঁহা করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী খেতরিগ্রাম হৈতে।
কৈলা অলৌকিক কার্য্য বৃন্দাবন যাইতে ॥ ৩ ॥
তাঁহা কি কহিব দুষ্ট পাষণ্ডী যবন।
অনায়াসে পাইল দুর্লভ ভক্তিধন ॥ ৪ ॥
সে সব লোকের সঙ্গ করিলেন যাঁরা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণে মত্ত হৈলা তাঁরা ॥ ৫ ॥
সবাসহ ঈশ্বরীর গমন যে পথে।
সে সব দেশীয় লোক ধায় সাথে সাথে ॥ ৬ ॥
যে গ্রামেতে গিয়া যে দিবস স্থিতি হয়।
সে গ্রামীয় লোকের আনন্দ অতিশয় ॥ ৭ ॥

ঐছে কত জীবের কল্মষ নাশ করি।
প্রয়াগ হইয়া শীঘ্র গেলা মধুপুরী ॥ ৮ ॥
সবাসহ শ্রীবিশ্রামঘাটে করি স্নান।
শ্রীমাথুর ব্রাহ্মণেরে করিলা সম্মান ॥ ৯ ॥
সে দিবস রহি নিশি প্রাতে স্নান করি।
তথা হৈতে চলিলেন উল্লাসে ঈশ্বরী ॥ ১০ ॥
ঈশ্বরীর হৈল মথুরাতে আগমন।
এ কথা সর্ব্বত্র শুনিলেন সর্ব্বজন ॥ ১১ ॥
গোস্বামী সকল শীঘ্র বৃন্দাবন হৈতে।
মনের উল্লাসে আইসে আগুসরি লৈতে ॥ ১২ ॥
এথা দূর হৈতে সবা সহিত ঈশ্বরী।
বিহ্বল হইয়া দেখে বনের মাধুরী ॥ ১৩ ॥
নহে নিবারণ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
পদব্রজে চলে দোলা হইতে নামিয়া ॥ ১৪ ॥
ঈশ্বরীর আগে শ্রীপরমেশ্বর দাস।
ধীরে ধীরে কহে অতি সুমধুর ভাষ ॥ ১৫ ॥
শ্রীগোপালভট্ট শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ।
শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিতাদি এক সাথ ॥ ১৬ ॥
এ সকলে আইলেন আগুসরি হৈতে।
এত কহি সবারে দেখান দূর হৈতে ॥ ১৭ ॥
তাঁ সবারে দেখিয়া শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলেন যৈছে তাঁহা কহিতে না পারি ॥ ১৮ ॥
গোস্বামী সকল ঈশ্বরীর দর্শনেতে।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নারে নিবারিতে ॥ ১৯ ॥
ভূমি পড়ি প্রণমিয়া ঈশ্বরী চরণে।
কহিতে নারয়ে কিছু যত উঠে মনে ॥ ২০ ॥
কৃষ্ণদাস সরখেল মাধবাচার্য্যাদি।
সবা সহ মিলন হইল যথাবিধি ॥ ২১ ॥
শ্রীপরমেশ্বর দাস গোবিন্দাদি লৈয়া।
মিলাইয়া সকলের পরিচয় দিয়া ॥ ২২ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সর্ব্বজন।
ভূমে পড়ি বন্দিলেন গোস্বামি চরণ ॥ ২৩ ॥

সবে অতি অনুগ্রহ করি তাঁ সবারে।
করিলেন আলিঙ্গন উল্লাস অন্তরে ॥ ২৪ ॥
পরস্পর মিলনেতে হৈল যে প্রকার।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে না হৈল বিস্তার ॥ ২৫ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী কত কহি সাবধানে।
ঈশ্বরীরে চড়াইয়া মনুষ্যের যানে ॥ ২৬ ॥
শীঘ্র সবা লৈয়া গেল নিভৃত বাসায়।
ঈশ্বরীদর্শনে লোক চতুর্দ্দিকে ধায় ॥ ২৭ ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
তথা হৈতে আইলা তার পরিকরগণ ॥ ২৮ ॥
কেবা কি করয়ে কার স্মৃতি নাহি মনে।
হইল কি অদ্ভুত আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ ২৯ ॥
সবা সহ হৈল স্থির ঈশ্বরী বাসায়।
ভক্ষণসামগ্রী সব আইল তথায় ॥ ৩০ ॥
নানা ভাঁতি প্রসাদি পক্কান্ন শীঘ্র করি।
ভুঞ্জাইয়া সবে কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী ॥ ৩১ ॥
শ্রীগোপালভট্ট আদি উল্লাস হিয়ায়।
নিজ নিজ বাসা গেলা হইয়া বিদায় ॥ ৩২ ॥
গোবিন্দের রাজভোগ আরতি দর্শনে।
শ্রীজীবগোস্বামী সহ গেলা সর্ব্বজনে ॥ ৩৩ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া।
হইলা অধৈর্য্য রাধাগোবিন্দ দেখিয়া ॥ ৩৪ ॥
শ্রীমাধবাচার্য্য আদি গোবিন্দ দর্শনে।
হইলা বিহ্বল অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ৩৫ ॥
শ্রীগোবিন্দ আরাত্রিক করিলা দর্শন।
মহা হর্ষে কৈলা মহাপ্রসাদ সেবন ॥ ৩৬ ॥
তথা হৈতে আসি সবে বিশ্রাম করিলা।
শ্রীজীবগোস্বামী হর্ষে নিজবাসা গেলা ॥ ৩৭ ॥
অপরাহ্নসময়ে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
সবা সহ স্নান করিলেন শীঘ্র করি ॥ ৩৮ ॥
মদনমোহন গোপীনাথালয়ে গিয়া।
করিলা দর্শন প্রেমে বিহ্বল হইয়া ॥ ৩৯ ॥

শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণ।
রাধাদামোদরের করিলা দরশন ॥ ৪০ ॥
এ সব দর্শনে যৈছে ভাবের বিকার।
তাঁহা একমুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার ॥ ৪১ ॥
সঙ্গে যে আনিলা নানা বস্ত্র আভরণ।
সে সকল সর্ব্বত্র করিল সমর্পণ ॥ ৪২ ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহনে।
কি বলিব যে আনন্দ প্রসাদ সেবনে ॥ ৪৩ ॥
লোকনাথ আদি আগে কহিলেন সব।
খেতরিতে হৈল যৈছে মহা মহোৎসব ॥ ৪৪ ॥
যেরূপে আইলা পথে তাঁহা জানাইল।
শুনি সব গোস্বামীর আনন্দ হইল ॥ ৪৫ ॥
গোস্বামী সকলে করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
নিজ নিজ বৃত্তান্ত করিলা নিবেদন ॥ ৪৬ ॥
শুনিয়া ঈশ্বরী অতি ব্যাকুল অন্তরে।
মাধবাচার্য্যাদি ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥ ৪৭ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে সর্ব্বজন।
গোবিন্দের কাব্য কিছু করহ শ্রবণ ॥ ৪৮ ॥
শুনি গোবিন্দের বাক্য প্রশংসিলা কত।
কবিরাজ খ্যাতি হৈল সবার সম্মত ॥ ৪৯ ॥
শ্রীঈশ্বরী তাঁ সবার অনুমতি লৈয়া।
চলিলেন শ্রীকুণ্ডে বহুলাবন হৈয়া ॥ ৫০ ॥
আসিয়াছিলেন যাঁরা শ্রীকুণ্ড হইতে।
চলিলেন তারা সবে ঈশ্বরীর সাথে ॥ ৫১ ॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড করিয়া দর্শন।
দেখিলেন শ্রীমানসগঙ্গা গোবর্দ্ধন ॥ ৫২ ॥
বৃষভানুপুর হৈয়া গেলা নন্দীশ্বর।
দেখিলেন শ্রীজাবট গ্রাম মনোহর ॥ ৫৩ ॥
বলরাম রাসলীলা কৈলা যেইখানে।
তাঁহা দেখি পুনঃ আইলেন বৃন্দাবনে ॥ ৫৪ ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণ ॥ ৫৫ ॥
শ্রীরাধাদামোদর এ সবারে যত্ন করি।
ভুঞ্জাইল ক্রমে পাক করিয়া ঈশ্বরী ॥ ৫৬ ॥
গোস্বামী সবার সেই প্রসাদ সেবনে।
জানি কি আনন্দ উদয় হৈল মনে ॥ ৫৭ ॥
ঐছে শ্রীজাহ্নবা কত দিবস রহিলা।
শ্রীজীবগোস্বামী কিছু গ্রন্থ শুনাইলা ॥ ৫৮ ॥
পুনঃ ঈশ্বরী সঙ্গে লৈয়া সর্ব্বজন।
ক্রমেতে দ্বাদশ বন করিলা ভ্রমণ ॥ ৫৯ ॥
যথা যে দিবস যৈছে আনন্দ হইল।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে তাঁহা না বর্ণিল ॥ ৬০ ॥
গৌড়দেশে গমনের উদযোগ করিলা।
গোস্বামী সকল ইথে অনুমতি দিলা ॥ ৬১ ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
রাধাদামোদর আর শ্রীরাধারমণ ॥ ৬২ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ এই সবার স্থানেতে।
হইলা বিদায় কহি যে ছিল মনেতে ॥ ৬৩ ॥
বিদায়ের কালে যৈছে হইলা ঈশ্বরী।
সহস্রবদন হৈলে বর্ণিতে না পারি ॥ ৬৪ ॥
মাধব আচার্য্য আদি যত্নে স্থির হৈলা।
সে দিবস সবে বৃন্দাবনে স্থিতি কৈলা ॥ ৬৫ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য প্রিয়তম।
বড় গঙ্গাদাস নাম গুণে অনুপম ॥ ৬৬ ॥
পূর্ব্বে তেঁহ আসিয়াছিলেন বৃন্দাবনে।
কভু স্থির নহে সদা রহয়ে ভ্রমণে ॥ ৬৭ ॥
তাঁরে অনুগ্রহ করি ঈশ্বরী আপনে।
আজ্ঞা কৈলা গৌড়দেশ যাবে মোর সনে ॥ ৬৮ ॥
ঐছে আজ্ঞা পাঞা তেঁহ প্রস্তুত হইলা।
এথা গোবিন্দাদি গোস্বামীর বাসা গেলা ॥ ৬৯ ॥
শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথের চরণে।
প্রণমিয়া নিবেদিলা যে আছিল মনে ॥ ৭০ ॥
শ্রীভট্ট শ্রীলোকনাথ অতিহৃষ্ট হৈলা।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে আশীর্বাদ কৈলা ॥ ৭১ ॥

এ সবার মাথে করি চরণ অর্পণ।
পুনঃ যে কহিলা তাঁহা না হয় বর্ণন ॥ ৭২ ॥
তথা হৈতে ভূগর্ভ গোস্বামি বাসা গেলা।
তেঁহ এ সবারে অতি অনুগ্রহ কৈলা ॥ ৭৩ ॥
তথা হইতে গেলা জীবগোস্বামীর স্থানে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি সেইখানে ॥ ৭৪ ॥
একত্রে হইল অনেকের দরশন।
ভূমে পড়ি বন্দিলেন সবার চরণ ॥ ৭৫ ॥
সবে অতি অনুগ্রহ কৈলা এ সবারে।
শ্রীজীবগোস্বামী স্নেহে কহে গোবিন্দেরে ॥ ৭৬ ॥
এথাকার সংবাদ আচার্য্যে জানাইবা।
নিজকৃত গীতামৃত পাঠাইয়া দিবা ॥ ৭৭ ॥
অতি অল্পদিনে এই গ্রন্থ সমাধিব।
লোক দ্বারে পত্রী সহ গ্রন্থ পাঠাইব ॥ ৭৮ ॥
এত কহিঁ "গোপাল বিরুদাবলী' দিলা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি প্রশংসিলা ॥ ৭৯ ॥
ঐছে সর্ব্বত্রই সবে দর্শন করিয়া।
করিলা বিশ্রাম শীঘ্র বাসায় আসিয়া ॥ ৮০ ॥
ঈশ্বরী অনেক রাত্রে করিয়া শয়ন।
স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দিলেন দর্শন ॥ ৮১ ॥
আপন গলার মালা দিলা জাহ্নবারে।
লহু লহু হাসিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥ ৮২ ॥
মোর প্রিয়া দেখি মনে করিয়াছ যাঁহা।
গৌড়দেশে গিয়া শীঘ্র পাঠাইবা তাঁহা ॥ ৮৩ ॥
তেঁহ বামে রহিবেন এহ দক্ষিণেতে।
হইব যে শোভা তাঁহা পাইবা দেখিতে ॥ ৮৪ ॥
ঐছে কত কহি করে মন্দিরে গমন।
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে যাঁহা করিলা দর্শন ॥ ৮৫ ॥
শ্রীগোপীনাথের মালা রাখি সঙ্গোপনে।
চলিলেন শ্রীমঙ্গল আরতি দর্শনে ॥ ৮৬ ॥
আরাত্রিক দেখি কত প্রার্থনা করিয়া।
আইলেন বাসা অতি উল্লাসিত হইয়া ॥ ৮৭ ॥

রজনী প্রভাতকালে অতি শুভক্ষণ।
শ্রীঈশ্বরী বাসা হৈতে করিলা গমন ॥ ৮৮ ॥
গোস্বামীসকল আইলেন সেই ঠাঞি।
যে কিছু কহিলা তাঁ বর্ণিতে সাধ্য নাই ॥ ৮৯ ॥
কথো দূর গিয়া সবে ঈশ্বরী আজ্ঞায়।
বিদায় হইয়া ভাসে নেত্রের ধারায় ॥ ৯০ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হইতে নারে স্থির।
নদীর প্রবাহ প্রায় নেত্রে বহে নীর ॥ ৯১ ॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত শ্রীমাধব আচার্য্য।
মুরারি চৈতন্য আদি হইল অধৈর্য্য ॥ ৯২ ॥
এ সবে কান্দয়ে আর কান্দে ব্রজবাসী।
হইলেন স্থির সবে কথো দূর আসি ॥ ৯৩ ॥
ব্রজবাসিগণ নিজ বাসায় চলিলা।
সবা সহ শ্রীঈশ্বরী মথুরা আইলা ॥ ৯৪ ॥
সে দিবস স্থিতি করিলেন মথুরাতে।
মাথুর ব্রাহ্মণে ভুঞ্জাইলা যত্নমতে ॥ ৯৫ ॥
তথা হৈতে গমন করিলা গৌড়দেশে।
খেতরি গ্রামে আইলা কথোক দিবসে ॥ ৯৬ ॥
ঈশ্বরীর আগমন শুনি লোকমুখে।
নরোত্তম আত্ম বিস্মরিত হৈলা সুখে ॥ ৯৭ ॥
রামচন্দ্রে ডাকিয়া কহিলা সমাচার।
শুনি আগমন হৈল আনন্দ সবার ॥ ৯৮ ॥
চলিলেন আগুসরি গোষ্ঠীর সহিতে।
খেতরি গ্রামের লোক ধায় চারিভিতে ॥ ৯৯ ॥
কথো দূর গিয়া দেখে অপূর্ব্ব গমন।
পরস্পর হৈলা মহা আনন্দে মিলন ॥ ১০০ ॥
ভূমে লোটাইয়া পড়ে ঈশ্বরী চরণে।
ঈশ্বরী হইলা হর্ষ দেখি সর্ব্বজনে ॥ ১০১ ॥
খেতরি গ্রামের লোকে কৃপাদৃষ্টি কৈলা।
সবাসহ খেতরি গ্রামেতে প্রবেশিলা ॥ ১০২ ॥
উত্তরিলা শ্রীঈশ্বরী পূর্ব্বের বাসায়।
হইলা অনেক লোক নিযুক্ত সেবায় ॥ ১০৩ ॥

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি হর্ষ মনে।
উত্তরিলা পূর্ব্বের বাসায় সর্ব্বজনে ॥ ১০৪ ॥
বড়ু গঙ্গাদাস আদি যত বিজ্ঞগণ।
উত্তরিলা দেখি অতি অপূর্ব নির্জন ॥ ১০৫ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ অতি সাবধানে।
লৈয়া গেলা বিবিধ সামগ্রী স্থানে স্থানে ॥ ১০৬ ॥
ঈশ্বরী সমীপে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নান করিবারে পুনঃ পুনঃ নিবেদয় ॥ ১০৭ ॥
উষ্ণজলে শীঘ্র স্নানাদিক ক্রিয়া সারি।
প্রসাদি মিষ্টান্ন কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী ॥ ১০৮ ॥
শীঘ্র পাক করি কৈলা প্রভুরে অর্পণ।
ভুঞ্জিলেন যাতে হর্ষ হৈলা সর্ব্বজন ॥ ১০৯ ॥
ঐছে সর্ব্বমহান্তের স্নানাদি হইল।
শ্রীসন্তোষ সবে নব্য বস্ত্র পরাইল ॥ ১১০ ॥
মিষ্টান্ন প্রসাদ সবে করিলা ভক্ষণ।
তথা এক স্থানে শীঘ্র হইল রন্ধন ॥ ১১১ ॥
কৃষ্ণে সমর্পিয়া ভোগ পাককর্তাগণে।
সকল মহান্তে ভুঞ্জাইলা হর্ষমনে ॥ ১১২ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সর্ব্বজন।
পাককর্তাগণ সহ করিলা ভোজন ॥ ১১৩ ॥
প্রসাদি তাম্বুল সবে করিলা ভক্ষণ।
নিজ নিজ স্থানে শুইলেন অল্পক্ষণ ॥ ১১৪ ॥
বড়ু গঙ্গাদাস আদি নিজ স্থানে গিয়া।
কিছু কাল বিশ্রাম করিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ১১৫ ॥
শ্রীঈশ্বরী কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া।
শীঘ্র সারিলেন পুনঃ স্নানাদিক ক্রিয়া ॥ ১১৬ ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র সন্তোষাদি সনে।
শ্রীঈশ্বরী পাশে আইলা উল্লসিত মনে ॥ ১১৭ ॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় সবে আসনে বসিলা।
নরোত্তম কিছু জিজ্ঞাসিতে মনে কৈলা ॥ ১১৮ ॥
জানিয়া মনের কথা জাহ্নবা ঈশ্বরী।
বৃন্দাবন গমনাদি কহিলা বিবরি ॥ ১১৯ ॥
গোস্বামি সবার চেষ্টা মনে বিচারিতে।
হইলা অধৈর্য্য ধারা বহয়ে নেত্রেতে ॥ ১২০ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সবা প্রবোধিলা।
শ্রীগোপীনাথের আজ্ঞা ভঙ্গীতে কহিলা ॥ ১২১ ॥
যাইতে হইবে শীঘ্র ইহা জানাইতে।
রামচন্দ্র কবিরাজ কহে যোড়হাতে ॥ ১২২ ॥
এথা কথো দিন রহিবেন মনে ছিল।
মো সবার অভিলাষ বিফল হইল ॥ ১২৩ ॥
ঈশ্বরী কহেন কিছু কহিতে না পারি।
বিচারিয়া কহ যে উচিত তাঁহা করি ॥ ১২৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় ধীরে ধীরে কহে।
দুই চারি দিনে যাত্রা হৈব খড়দহে ॥ ১২৫ ॥
সাক্ষাতেই নির্মাণ হইলে ভাল হয়।
এ সকল কার্য্যেতে বিলম্ব কিছু নয় ॥ ১২৬ ॥
পথে যাইতে কিছু দিন বিলম্ব হইব।
কালি প্রাতে খড়দহে লোক পাঠাইব ॥ ১২৭ ॥
ঐছে কহি শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সাক্ষাতে।
পত্রী লেখাইয়া দিল সন্তোষের হাতে ॥ ১২৮ ॥
আচার্য্য ঠাকুরে এক পত্রিকা লিখিলা।
দুই পত্রী দিয়া দূতে শীঘ্র পাঠাইলা ॥ ১২৯ ॥
হইল সময় সন্ধ্যা আরতি দর্শনে।
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে গেলা প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ১৩০ ॥
শ্রীমাধব আচার্য্যাদি সবে শীঘ্র আইলা।
প্রভুর আরতি হর্ষে দর্শন করিলা ॥ ১৩১ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া।
করিলেন দর্শন ভঙ্গীতে কিবা কৈয়া ॥ ১৩২ ॥
কতক্ষণ করিলেন কীর্ত্তন শ্রবণ।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা নিজ বাসায় গমন ॥ ১৩৩ ॥
মাধব আচার্য্য আদি সবে বাসা গেলা।
প্রভুর প্রাঙ্গণে রামচন্দ্রাদি রহিলা ॥ ১৩৪ ॥
প্রভুর প্রসাদি পক্কান্নাদি শীঘ্র লইয়া।
ভুঞ্জাইলা সবারে পরম যত্ন পাঞা ॥ ১৩৫ ॥

পথশ্রম মতে সবে করিলা শয়ন।
শ্রীসন্তোষ আদি কৈলা চরণ সেবন ॥ ১৩৬ ॥
রামচন্দ্র ঈশ্বরী সমীপে শীঘ্র গেলা।
কিঞ্চিৎ প্রসাদি দুগ্ধ পান করাইলা ॥ ১৩৭ ॥
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গেতে যতেক বিপ্রনারী।
তাঁ সবারে কিছু ভুঞ্জাইলা যত্ন করি ॥ ১৩৮ ॥
শ্রীঈশ্বরী শয়ন করিলে মহাশয়।
রামচন্দ্র সহ আইলা প্রভুর আলয় ॥ ১৩৯ ॥
রামচন্দ্র গোবিন্দাদি সবারে লইয়া।
ভুঞ্জিলা প্রসাদ মহাশয় হর্ষ হৈয়া ॥ ১৪০ ॥
অবসর পাইয়া ঠাকুর মহাশয়ে।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ যত্নে নিবেদয়ে ॥ ১৪১ ॥
গোস্বামী সকল যে কহিতে আজ্ঞা কৈলা।
তাঁহা কহি "গোপাল বিরুদাবলী' দিলা ॥ ১৪২ ॥
শুনি মহাশয় রহিলেন মৌন ধরি।
হইলা অধৈর্য্য যৈছে কহিতে না পারি ॥ ১৪৩ ॥
কতক্ষণে আপনা প্রবোধি স্থির হৈলা।
"গোপাল বিরুদাবলী" রামচন্দ্রে দিলা ॥ ১৪৪ ॥
তথাপি ব্যাকুল হৈয়া করিলা শয়ন।
স্বপ্নচ্ছলে লোকনাথ দিলা দরশন ॥ ১৪৫ ॥
নরোত্তম পড়িয়া গোস্বামী পদতলে।
পাদপদ্ম সিক্ত কৈলা নয়নের জলে ॥ ১৪৬ ॥
নরোত্তমে গোস্বামী করিলা আলিঙ্গন।
কহিলা অমৃতপ্রায় প্রবোধ বচন ॥ ১৪৭ ॥
নরোত্তমে মহামোদ করিয়া প্রদান।
মন্দ মন্দ হাসিয়া হইলা অন্তর্ধান ॥ ১৪৮ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মহাহর্ষ হৈলা।
শ্রীনাম গ্রহণে রাত্রি প্রভাত করিলা ॥ ১৪৯ ॥
সবে প্রাতঃ ক্রিয়া করি নরোত্তমে লৈয়া।
মগ্ন হৈলা শ্রীবৃন্দাবনের কথা কৈয়া ॥ ১৫০ ॥
ঐছে মহানন্দে গোঙাইলা দিন চারি।
পূর্ব্বমত পাক আদি করিলা ঈশ্বরী ॥ ১৫১ ॥

যে আনন্দ প্রকাশ করিলা চারি দিনে।
কে বর্ণিতে পারে তাঁ দেখিলা ভাগ্যবানে ॥ ১৫২ ॥
রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
দোঁহে স্থির করিলেন গমনসময় ॥ ১৫৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথোজনে।
পাঠাইলা বুধরি পরমানন্দ মনে ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীসন্তোষ কহে কালি প্রভাতে গমন।
শীঘ্র করি কর গমনের আয়োজন ॥ ১৫৫ ॥
পূজারী সকলে কহে পরম যতনে।
সাবধান হবে প্রভু বৈষ্ণব সেবনে ॥ ১৫৬ ॥
ঐছে সবে সর্ব্বকর্ম্মে সাবধান কৈলা।
শ্রীঈশ্বরী সমীপে এ সব নিবেদিলা ॥ ১৫৭ ॥
এথা শ্রীসন্তোষ রায় আদি কথো জন।
করিলেন শীঘ্র গমনের আয়োজন ॥ ১৫৮ ॥
শ্রীঈশ্বরীর সঙ্গেতে দিবার যোগ্য যাঁহা।
শ্রীপরমেশ্বর দাসে সমর্পিলা তাঁহা ॥ ১৫৯ ॥
রজনী প্রভাতকালে প্রভুর অঙ্গনে।
বিদায় হইতে আইলেন সর্ব্বজনে ॥ ১৬০ ॥
করিয়া দর্শন সবে মনের উল্লাসে।
করিলেন কতেক প্রার্থনা মৃদুভাষে ॥ ১৬১ ॥
পূজারী প্রসাদি মালা বস্ত্র সবে দিলা।
ভূমে পড়ি প্রণমি বিদায় সবে হৈলা ॥ ১৬২ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী অধৈর্য্য দরশনে।
বিদায় হইলা কিবা কহি মনে মনে ॥ ১৬৩ ॥
করিয়া প্রণাম মালা বস্ত্র ধরি মাথে।
চলিলেন সবা সহ প্রাঙ্গণ হইতে ॥ ১৬৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় বিদায় হইলা।
নিজকৃত শ্লোক পড়ি প্রণাম করিলা ॥ ১৬৫ ॥

তথাহি—

গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥ ১ ॥

হে গৌরাঙ্গ ! হে বল্লবীকান্ত ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে ব্রজমোহন ! হে রাধারমণ ! হে রাধাকান্ত ! হে রাধে ! তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছি ॥

যে যে সঙ্গে যাইবেন তাঁ সবারে লৈয়া ।
রামচন্দ্র বিদায়ে ব্যাকুল হৈল হিয়া ॥ ১৬৬ ॥
খেতরি গ্রামের লোক হইয়া অস্থির ।
চলিলেন সঙ্গে সবে পদ্মাবতী তীর ॥ ১৬৭ ॥
শ্রীঈশ্বরী সকল লোকেরে প্রবোধিয়া ।
চড়িলা নৌকায় অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহে কর্ণধারে ।
শীঘ্র নৌকা লইয়া চলহ পদ্মাপারে ॥ ১৬৯ ॥
কর্ণধার নৌকা লইয়া পদ্মাপার আইলা ।
এথা লোক ব্যাকুল হইয়া গ্রামে গেলা ॥ ১৭০ ॥
পদ্মাবতী তীরে সবা সহিত ঈশ্বরী ।
স্নানাদি করিয়া শীঘ্র আইলা বুধরি ॥ ১৭১ ॥
তথা যে যে নিকটে গ্রামের লোকগণ ।
ধাইয়া আইলা সবে করিতে দর্শন ॥ ১৭২ ॥
সকল মহান্তে করি দর্শন সকলে ।
ধরিতে নারয়ে হিয়া ভাসে নেত্রজলে ॥ ১৭৩ ॥
ঐছে চেষ্টা দেখি বিজ্ঞগণ হর্ষ হৈলা ।
তাঁ সবারে সুমধুর বাক্যে সম্বোধিলা ॥ ১৭৪ ॥
সবা সহ শ্রীঈশ্বরী উল্লাস অন্তরে ।
উত্তরিলা অপূর্ব নির্জন বাসাঘরে ॥ ১৭৫ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ পাককর্তাগণে ।
করিলেন নিবেদন যাইতে রন্ধনে ॥ ১৭৬ ॥
সে সকলে শীঘ্র পাক করি হর্ষ হৈলা ।
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া ভোগ সরাইলা ॥ ১৭৭ ॥
শ্রীঈশ্বরী করি অতি সংক্ষেপে রন্ধন ।
দুগ্ধাদি সহিত কৃষ্ণে কৈলা সমর্পণ ॥ ১৭৮ ॥
ভোগ সরাইয়া সুখে ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী ।
বসিলা আসনে আসি পুনঃ স্নান করি ॥ ১৭৯ ॥
এথা অতি যত্ন করি পাককর্তাগণ ।
সর্ব্বমহান্তেরে করাইলেন ভোজন ॥ ১৮০ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আদি সর্ব্বজনে ।
করিলা ভোজন পাককর্তাগণ সনে ॥ ১৮১ ॥
সে দিবস ঈশ্বরীর কি আনন্দ হৈল ।
বড়ু গঙ্গাদাসের বিবাহ স্থির কৈল ॥ ১৮২ ॥
বিরক্তের শিরোমণি বড়ুগঙ্গাদাস ।
স্বপ্নেও নাহিক যার কোন অভিলাষ ॥ ১৮৩ ॥
বড়ুগঙ্গাদাস অতি সঙ্কোচিত হইলা ।
ঈশ্বরীর ইচ্ছামতে বিবাহ করিলা ॥ ১৮৪ ॥
দিলেন বিবাহ যৈছে জাহ্নবা ঈশ্বরী ।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে বর্ণিতে না পারি ॥ ১৮৫ ॥
শ্যামরায় নামে শ্রীবিগ্রহ মনোহর ।
কি অপূর্ব্ব ভঙ্গীমা সে সর্বাঙ্গ সুvন্দর ॥ ১৮৬ ॥
তেঁহ স্বপ্নচ্ছলে কহে ঈশ্বরীর পাশে ।
এবে মোরে সমর্পহ বড়ুগঙ্গাদাসে ॥ ১৮৭ ॥
স্বপ্নাদেশে ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া ।
বড়ুগঙ্গাদাসে দিলা সেবা সমর্পিয়া ॥ ১৮৮ ॥
ভোগের নির্বন্ধ করিলেন সেইক্ষণে ।
মহা মহোৎসব হৈল তাঁর পরদিনে ॥ ১৮৯ ॥
বড়ুগঙ্গাদাস প্রতি নিভৃতে ঈশ্বরী ।
কহিলেন কি তাঁহা বুঝিতে নাহি পারি ॥ ১৯০ ॥
বড়ুগঙ্গাদাসে রাখি বুধরি গ্রামেতে ।
সবা সহ আইলা কন্টকনগরেতে ॥ ১৯১ ॥
শ্রীযদুনন্দন আদি আনন্দ হৃদয়ে ।
আগুসরি আনিলেন প্রভুর আলয়ে ॥ ১৯২ ॥
ভোজন করিয়া প্রভু করিব শয়ন ।
হেনকালে অঙ্গনে প্রবেশে সর্ব্বজন ॥ ১৯৩ ॥
দেখি গৌরচন্দ্রে অতি আনন্দ হিয়ায় ।
সবা সহ উত্তরিলা পূর্ব্বের বাসায় ॥ ১৯৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আদি সর্ব্বজনে ।
দিলেন অপূর্ব্ব বাসা পরম নির্জনে ॥ ১৯৫ ॥

গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন সর্ব্বজন।
এথা সব সামগ্রীর হৈল আয়োজন ॥ ১৯৬ ॥
জাজিগ্রামে শীঘ্র এক লোক পাঠাইলা।
সবা সহ শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আইলা ॥ ১৯৭ ॥
এথা স্নানাধিক ক্রিয়া করি সর্ব্বজন।
প্রসাদি মিষ্টান্ন কিছু করিলা ভক্ষণ ॥ ১৯৮ ॥
হেনকালে আচার্য্য হইলা উপনীত।
দেখিয়া সকলে হইলেন উল্লসিত ॥ ১৯৯ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য সবারে প্রণময়ে।
সবে প্রণমিয়া শ্রীনিবাসে আলিঙ্গয়ে ॥ ২০০ ॥
স্নেহে জিজ্ঞাসিলা শ্রীনিবাসেরে কুশল।
শ্রীনিবাস কহে এই দর্শনে মঙ্গল ॥ ২০১ ॥
শ্রীনিবাস সঙ্গেতে ছিলেন যত জন।
সবে বন্দিলেন সর্বমহান্ত চরণ ॥ ২০২ ॥
সকল মহান্ত যথাযোগ্য ক্রিয়া কৈল।
স্নেহাবেশে যৈছে তাঁ বর্ণিতে না পারিল ॥ ২০৩ ॥
এথা পাককর্তাগণ রন্ধন করিলা।
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া ভোগ সরাইলা ॥ ২০৪ ॥
শ্রীঈশ্বরী করি শীঘ্র পাক সংক্ষেপেতে।
ভুঞ্জাইয়া প্রভুকে ভুঞ্জিলা যত্নমতে ॥ ২০৫ ॥
পুনঃ স্নান করিয়া কহয়ে সর্ব্বজনে।
বেলা অবসান হৈল বৈসহ ভোজনে ॥ ২০৬ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সবারে লইয়া।
সকল মহান্ত ভুঞ্জিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ২০৭ ॥
আচমন করি সবে বসিলা আসনে।
আচার্য্য গেলেন ঈশ্বরীর দরশনে ॥ ২০৮ ॥
ভূমে পড়ি ঈশ্বরী চরণে প্রণমিলা।
স্নেহাবেশে ঈশ্বরী কুশল জিজ্ঞাসিলা ॥ ২০৯ ॥
শ্রীনিবাস কহে এই চরণদর্শনে।
সব অকুশল দূরে গেল এতদিনে ॥ ২১০ ॥
শ্রীঈশ্বরী পুনঃ অতি সুমধুর ভাষে।
আদ্যোপান্ত সকল কহিলা শ্রীনিবাসে ॥ ২১১ ॥

শ্রীনিবাস শুনিলেন উল্লাস হিয়ায়।
আইলেন প্রিয় নরোত্তমের বাসায় ॥ ২১২ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কহিলেন তাঁহা।
কহিতে কহিলা শ্রীগোস্বামী সব যাঁহা ॥ ২১৩ ॥
শুনিয়া আচার্য্য মনে করয়ে বিচার।
প্রভুপাদপদ্ম কি দেখিতে পাব আর ॥ ২১৪ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ কতক্ষণ পরে।
"গোপাল বিরুদাবলী" দিলা আচার্য্যেরে ॥ ২১৫ ॥
আচার্য্য লইয়া তাঁহা মস্তকে ধরিলা।
সন্ধ্যা আরত্রিক শীঘ্র দেখিতে চলিলা ॥ ২১৬ ॥
সকল মহান্ত মিলি আইলা প্রাঙ্গণে।
হইল পরমানন্দ আরতি দর্শনে ॥ ২১৭ ॥
কতক্ষণ করিলেন নাম সঙ্কীর্ত্তন।
যে আনন্দ হৈল তাঁহা না হয় বর্ণন ॥ ২১৮ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী প্রভুর মন্দিরেতে।
হইলেন অধৈর্য্য প্রভুর দর্শনেতে ॥ ২১৯ ॥
যত্নে স্থির হৈয়া কৈলা বাসায় গমন।
কতক্ষণে গৌরাঙ্গের হইল শয়ন ॥ ২২০ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যে লৈয়া মহান্ত সকল।
গেলেন বাসায় হৈয়া আনন্দে বিহ্বল ॥ ২২১ ॥
শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহি কতক্ষণ।
হইল অনেক রাত্রি করিলা শয়ন ॥ ২২২ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গেলেন বাসায়।
আচার্য্য শয়ন কৈলা ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ২২৩ ॥
কিছু নিদ্রা হৈল নিশি অবসানকালে।
শ্রীগোপালভট্ট দেখা দিলা স্বপ্নচ্ছলে ॥ ২২৪ ॥
শ্রীনিবাস লোটাইয়া ভূমিতে পড়িলা।
নয়নের জলে পাদপদ্ম প্রক্ষালিলা ॥ ২২৫ ॥
শ্রীভট্টগোস্বামী করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচন ॥ ২২৬ ॥
তোমার নিকটে আমি আছি নিরন্তর।
জন্মে জন্মে তুমি মোর প্রধান কিঙ্কর ॥ ২২৭ ॥

ঐছে কত কহি মাথে ধরিয়া চরণ।
অদর্শন হইতেই হইল চেতন ॥ ২২৮ ॥
শ্রীগোপালভট্ট পাদপদ্ম ধ্যান করি।
উঠিয়া বসিলা কৃষ্ণচৈতন্য স্মরি ॥ ২২৯ ॥
হইল প্রভাত সবে করি প্রাতঃক্রিয়া।
সুরধনী স্নানাদি করিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ২৩০ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ দেখি দেখে ভারতীর স্থান।
বিদায় হইতে হৈল ব্যাকুল পরাণ ॥ ২৩১ ॥
শ্রীযদুনন্দনে কত কহি স্থির কৈলা।
সবা সহ শ্রীঈশ্বরী জাজিগ্রামে আইলা ॥ ২৩২ ॥
আচার্য্য ঠাকুর খণ্ডে লোক পাঠাইলা।
শুনিয়া সংবাদ খণ্ডবাসী হর্ষ হৈলা ॥ ২৩৩ ॥
জাজিগ্রামে আইলেন শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীরে করিলা দর্শন ॥ ২৩৪ ॥
সবা সহ মিলনে যে উল্লাস হইল।
তাঁহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ২৩৫ ॥
কতক্ষণ জাজিগ্রামে অবস্থিতি কৈলা।
শুনিয়া ব্রজের কথা অধৈর্য্য হইলা ॥ ২৩৬ ॥
পুনঃ সঙ্গে লইয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে।
ঈশ্বরী সমীপে নিবেদয়ে মৃদু ভাষে ॥ ২৩৭ ॥
শুনিনু সকল ইথে বিলম্ব না সহে।
শীঘ্র করি যাইতে হইবে খড়দহে ॥ ২৩৮ ॥
কালি প্রাতে করিবেন খণ্ডে আগমন।
আমারে যাইতে তথা হইবে এখন ॥ ২৩৯ ॥
এত কহি প্রণমিয়া শ্রীখণ্ডে চলিলা।
প্রত্যেক সকল মহান্তেরে নিবেদিলা ॥ ২৪০ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সবে সম্বোধিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন খণ্ডে আইলা হর্ষ হৈয়া ॥ ২৪১ ॥
করাইলা সকল সামগ্রী আয়োজন।
বাসা পরিস্কার করাই সেইক্ষণ ॥ ২৪২ ॥
হইল প্রস্তুত সব দেখে স্থানে স্থানে।
খণ্ডবাসী লোক অতি উৎকণ্ঠা দর্শনে ॥ ২৪৩ ॥

এথা জাজিগ্রামে সবা সহিত ঈশ্বরী।
ভক্ষণাদি ক্রিয়া সারিলেন শীঘ্র করি ॥ ২৪৪ ॥
আচার্য্য করিলা গ্রন্থপাঠ কতক্ষণ।
তাঁর পর হইল অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৪৫ ॥
জাজিগ্রামে সেদিন সুখের নাহি অন্ত।
তাঁহা কি বর্ণিব দেখিলেন ভাগ্যবন্ত ॥ ২৪৬ ॥
রজনী প্রভাতকালে প্রাতঃক্রিয়া করি।
সবা সহ শ্রীখণ্ডেতে আইলা ঈশ্বরী ॥ ২৪৭ ॥
খণ্ডবাসী লোক হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
দেখিয়া শ্রীজাহ্নবার চরণযুগল ॥ ২৪৮ ॥
যে আনন্দ হৈল সর্ব্বমহান্ত দর্শনে।
তাঁহা কি বর্ণিব যে দেখিল সেই জানে ॥ ২৪৯ ॥
সবা সহ প্রভুর প্রাঙ্গণে শীঘ্র গিয়া।
প্রভুর দর্শনে উল্লসিত হৈল হিয়া ॥ ২৫০ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু যথা নর্ত্তন করিলা।
প্রেমের আবেশে যথা মধুপান কৈলা ॥ ২৫১ ॥
যথা নরহরি নৃত্য দেখিলা নিতাই।
ধূলায় ধূসর হইলেন যেই ঠাঞি ॥ ২৫২ ॥
সে সকল স্থান দেখি উল্লাস হিয়ায়।
উত্তরিলা সবে অতি অপূর্ব্ব বাসায় ॥ ২৫৩ ॥
সে দিবস পাকক্রিয়া অল্পে সমাধিলা।
প্রভুরে সমর্পিশীঘ্র সকলে ভুঞ্জিলা ॥ ২৫৪ ॥
ঈশ্বরীর মন জানি শ্রীরঘুনন্দন।
আরম্ভিলা ভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৫৫ ॥
হইল অদ্ভুত প্রেমবন্যা সঙ্কীর্ত্তনে।
সবে সাঁতারয়ে কারো ধৈর্য্য নাহি মনে ॥ ২৫৬ ॥
আত্ম বিস্মরিত হইলেন সর্ব্বজন।
কেহ কারো পায়ে ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৫৭ ॥
লুঠয়ে ধরণীতলে বিহ্বল অন্তর।
হইল সবার অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥ ২৫৮ ॥
যৈছে গীতবাদ্য তৈছে করয়ে নর্ত্তন।
ইথে দ্রবে পাষাণ সমান যাঁর মন ॥ ২৫৯ ॥

কেহ কার প্রতি কহে রহি এক ভিতে।
গীত নৃত্যবাদ্যের উপমা নাহি দিতে ।। ২৬০ ।।
কেহ কহে ওহে ভাই মনে এই করি।
নৃত্য গীত বাদ্যের বালাই লইয়া মরি ।। ২৬১ ।।
কেহ কহে গীত নৃত্যবাদ্যের পাথারে।
সেই সে ডুবয়ে এ সবার কৃপা যাঁরে ।। ২৬২ ।।
ঐছে কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রের ধারায়।
চারি পাশে ফিরে মহামত্ত হস্তি প্রায় ।। ২৬৩ ।।
কি মধুর কীর্ত্তনে অদ্ভুত ভাবাবেশে।
কিছু স্মৃতি নাই রাত্রি হৈল অবশেষে ।। ২৬৪ ।।
প্রভু ইচ্ছামতে কতক্ষণে স্থির হৈয়া।
করিলা বিশ্রাম সবে বাসায় আসিয়া ।। ২৬৫ ।।
কিছু নিদ্রা হৈয়া রাত্রি প্রভাত হইল।
প্রাতঃক্রিয়া আদি সবে শীঘ্র সমাধিল ।। ২৬৬ ।।
স্নানাধিক ক্রিয়া শীঘ্র করিলা ঈশ্বরী।
ভুঞ্জাইলা প্রভুরে অপূর্ব্ব পাক করি ।। ২৬৭ ।।
মাধবাচার্য্যাদি লৈয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
ঈশ্বরী আজ্ঞায় সবে বসিলা ভোজনে ।। ২৬৮ ।।
ঈশ্বরী আপনে পরিবেশন করিলা।
না জানি সকলে কত আনন্দে ভুঞ্জিলা ।। ২৬৯ ।।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সবে ভুঞ্জাইয়া।
করিলা ভোজন সর্বশেষে প্রীতি পাঞা ।। ২৭০ ।।
ঈশ্বরীর স্নেহাবেশে শ্রীরঘুনন্দন।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু নহে নিবারণ ।। ২৭১ ।।
শ্রীখণ্ডগ্রামের লোক ঈশ্বরীর গুণে।
হইলা বিহ্বল সুখ বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে ।। ২৭২ ।।
শ্রীঈশ্বরী করি পুনঃ স্নান হর্ষ হৈয়া।
বসিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি লৈয়া ।। ২৭৩ ।।
সুমধুর বাক্যে কহে অতি স্নেহ করি।
এথা হৈতে সবে শীঘ্র যাইবা খেতরি ।। ২৭৪ ।।
খড়দহে যাত্রা কালি করিব প্রভাতে।
শীঘ্র সমাচার পাঠাইবা তথা হৈতে ।। ২৭৫ ।।

ঐছে কত কহি আইলা প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল আনন্দ সন্ধ্যা আরতি দর্শনে ।। ২৭৬ ।।
কতক্ষণ করি নামকীর্ত্তন শ্রবণ।
বিদায় হইয়া বাসা করিলা গমন ।। ২৭৭ ।।
শ্রীরঘুনন্দন আদি ঈশ্বরীর পাশে।
নিবেদন করে কিছু সুমধুর ভাষে ।। ২৭৮ ।।
শুনিলাম কালি প্রাতে হইবে গমন।
প্রৌঢ় করি রাখিতেও নারি যে এখন ।। ২৭৯ ।।
আপনি স্বতন্ত্রা নিবেদিতে পাই ভয়।
মধ্যে মধ্যে গমন হইলে ভাল হয় ।। ২৮০ ।।
মোর সম নির্লজ্জ নাহিক কোন জন।
ঐছে বিচ্ছেদাগ্নি দাহে আছয়ে জীবন ।। ২৮১ ।।
রঘুনন্দনের ঐছে বচন শ্রবণে।
ঈশ্বরী অধৈর্য্য ধারা বহে দু'নয়নে ।। ২৮২ ।।
কতক্ষণে শ্রীরঘুনন্দন স্থির হৈয়া।
আইলেন বিনয় পূর্ব্বক কত কৈয়া ।। ২৮৩ ।।
গৌরাঙ্গের প্রসাদি সামগ্রী সবে দিলা।
যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা তথাপি ভুঞ্জিলা ।। ২৮৪ ।।
শ্রীঈশ্বরীর সঙ্গে যে দিবেন সেইক্ষণ।
শ্রীমাধব আচার্য্যে করিলা সমর্পণ ।। ২৮৫ ।।
হইল অনেক রাত্রি শয়ন করিলা।
রজনীপ্রভাতে সবে বিদায় হইলা ।। ২৮৬ ।।
সে সময় যৈছে চিত্ত ব্যাকুল সবার।
যৈছে নেত্রধারা তাঁ বর্ণিতে শক্তি কার ।। ২৮৭ ।।
শ্রীমতী ঈশ্বরী পূর্ব্বে যেপথে আইলা।
সেই পথে সবে দেখি খড়দহে গেলা ।। ২৮৮ ।।
ঈশ্বরী গমন যৈছে লোকে গতাগতি।
সে সকল বর্ণিতে কি আমার শকতি ।। ২৮৯ ।।
এথা শ্রীঠাকুর রঘুনন্দন খণ্ডেতে।
আচার্য্যাদি সহ মহাবিহ্বল প্রেমেতে ।। ২৯০ ।।
সে দিবস আচার্য্যাদি তথাই রহিলা।
প্রভাতে বিদায় হৈয়া জাজিগ্রামে আইলা ।। ২৯১ ।।

জাজিগ্রামে দুই চারি দিবস রহিয়া।
দুই জন সঙ্গে শীঘ্র গেলেন নদীয়া ॥ ২৯২ ॥
নবদ্বীপে ভ্রমণ করিলা যে প্রকারে।
তাঁহা বিস্তারিত গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরে ॥ ২৯৩ ॥
তথা হৈতে শ্রীআচার্য্য জাজিগ্রামে আসি।
সে দিবস সঙ্কীর্ত্তনে গোঙাইলা নিশি ॥ ২৯৪ ॥
তাঁর পরদিন যাত্রা করিলা প্রভাতে।
চারি পাঁচ দিনে আইলা বুধরি গ্রামেতে ॥ ২৯৫ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথো জনে।
তথা রাখি খেতরি আইলা পরদিনে ॥ ২৯৬ ॥
শুনিয়া গমন লোক ধায় চারি পাশে।
করয়ে দর্শন অতি মনের উল্লাসে ॥ ২৯৭ ॥
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
সমধুর বাক্যে তাঁ সবারে সন্তোষয় ॥ ২৯৮ ॥
সবা সহ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে শীঘ্র গিয়া।
করিলা দর্শন অতি অধৈর্য্য হইয়া ॥ ২৯৯ ॥
হেন কালে খড়দহ হৈতে পত্রী আইল।
সকল মঙ্গলপত্রী পাঠে জ্ঞাত হৈল ॥ ৩০০ ॥
পরম মঙ্গলপত্রী লিখি সেইক্ষণে।
খড়দহ পাঠাইলা অতি হৃষ্টমনে ॥ ৩০১ ॥
কতক্ষণ রহি তথা আইলা বাসাতে।
দিবানিশি মত্ত কৃষ্ণকথা আলাপেতে ॥ ৩০২ ॥
প্রতিদিন মহা মহোৎসব যৈছে হয়।
তাঁহা বর্ণিবারে নারি বাহুল্যের ভয় ॥ ৩০৩ ॥
আচার্য্য শ্রীমহাশয় রামচন্দ্র তিনে।
না জানি প্রসঙ্গ কিবা করিলা নির্জনে ॥ ৩০৪ ॥
শ্রীআচার্য্য পঞ্চদশ দিবস রহিয়া।
কাঞ্চনগড়িয়া গেলা বুধরি হইয়া ॥ ৩০৫ ॥
তথা পঞ্চদিবস পরমানন্দে ছিলা।
বহু শিষ্য সঙ্গে করি জাজিগ্রামে আইলা ॥ ৩০৬ ॥
নিরন্তর ভক্তিশাস্ত্র পঢ়ান সবারে।
হেন সাধ্য নাহি কার বাদ জল্প করে ॥ ৩০৭ ॥

সবামধ্যে গর্জে মহা মত্ত সিংহ প্রায়।
শুনিয়া তার্কিক আদি দূরেতে পলায় ॥ ৩০৮ ॥
নানা দেশ হৈতে লোক পঢ়িতে আইসে।
ভক্তিগ্রন্থে অধ্যাপক হইয়া যায় দেশে ॥ ৩০৯ ॥
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি মহাধন।
শ্রীচৈতন্য ইচ্ছামতে করে বিতরণ ॥ ৩১০ ॥
পাপী পাষণ্ডীর গণ আচার্য্য কৃপায়।
অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণ গায় ॥ ৩১১ ॥
হেন শ্রীআচার্য্যের অভিন্ন কলেবর।
শ্রীঠাকুরনরোত্তম গুণের সাগর ॥ ৩১২ ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে।
শ্রীখেতরি গ্রামে বিলসয়ে প্রেমরঙ্গে ॥ ৩১৩ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
নিরন্তর শিষ্যেরে করান অধ্যয়ন ॥ ৩১৪ ॥
ভক্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যা শুনি কর্ম্মি জ্ঞানিগণে।
হইয়া বৈষ্ণব সে নিন্দয়ে কর্ম্মজ্ঞানে ॥ ৩১৫ ॥
অন্য দেশী আসি বিপ্র বৈষ্ণব একত্রে।
গোস্বামীর গ্রন্থ পঢ়ি পঢ়ান সর্ব্বত্রে ॥ ৩১৬ ॥
ঐছে ভক্তিগ্রন্থ রত্ন করে বিতরণ।
ভাগ্যবন্ত জন ইহা করয়ে শ্রবণ ॥ ৩১৭ ॥
একদিন নরোত্তম রামচন্দ্র সনে।
বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ ৩১৮ ॥
হেনকালে আইলা এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ।
মহাশয় প্রতি কহে করিয়া ক্রন্দন ॥ ৩১৯ ॥
মোর পাঠ শিষ্যগণ আগে দর্প করি।
কহিনু যতেক তাঁহা কহিতে না পারি ॥ ৩২০ ॥
যে দিন তোমারে করিনু শূদ্র বুদ্ধি।
সেই হৈতে মোর হৈল কুষ্ঠব্যাধি ॥ ৩২১ ॥
রোগশান্তি হেতু কৈনু ঔষধ অনেক।
শিব স্বস্ত্যয়ন আদি ক্রিয়া বা কতেক ॥ ৩২২ ॥
রোগশান্তি হৈবে কি বাঢ়িল মহা ক্লেশ।
মনে কৈ গঙ্গায় করিব পরবেশ ॥ ৩২৩ ॥

স্বপ্নে মোর বিমুখী হইয়া ভগবতী।
ক্রোধাবেশে কহে হৈব বিশেষ দুর্গতি ॥ ৩২৪ ॥
নরোত্তমে শূদ্রবুদ্ধি কৈলি অহঙ্কারে।
পঢ়িয়া শুনিয়া বুদ্ধি গেল ছারখারে ॥ ৩২৫ ॥
নরোত্তমে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি যাঁর।
সে পাপীর কোনকালে নাহিক নিস্তার ॥ ৩২৬ ॥
যদি তেঁহ তোর ভাগ্যে হয়েন সদয়।
তবে সে হইবে রক্ষা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩২৭ ॥
ঐছে কহি তেঁহ হইলেন অদর্শন।
প্রাতঃকাল হৈল এথা করিনু গমন ॥ ৩২৮ ॥
আসিতে তোমার আগে মনে হৈল ভয়।
পথে এক বিজ্ঞ কহে তেঁহ কৃপাময় ॥ ৩২৯ ॥
দর হৈতে তোমারে করিয়া দরশন।
জুড়াইল নেত্র যেন পাইনু জীবন ॥ ৩৩০ ॥
মোর অপরাধ ক্ষমা কর এইবার।
লইনু শরণ এই চরণে তোমার ॥ ৩৩১ ॥
এত কহি ভাসে দুই নয়নের জলে।
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র পড়ে মহীতলে ॥ ৩৩২ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কহে বার বার।
মোর স্থানে অপরাধ নাহিক তোমার ॥ ৩৩৩ ॥
বিপ্র কহে মোর মাথে ধরহ চরণ।
তবে সে প্রসন্ন হয় এ পাপীর মন ॥ ৩৩৪ ॥
নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্মরিয়া।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈল প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৩৩৫ ॥
বিপ্র আলিঙ্গন কৈল চরণের ধূলি।
করয়ে নর্ত্তন দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি ॥ ৩৩৬ ॥
কতক্ষণ পরে বিপ্র হইলেন স্থির।
দূরে গেল ব্যাধি হইল নির্ম্মল শরীর ॥ ৩৩৭ ॥
বিপ্রচিত্তে হৈল প্রেমভক্তির উদয়।
ব্যাধি ভাল হইলে ইথে মনে বিচারয় ॥ ৩৩৮ ॥
ব্যাধি দেহে থাকিলে হইত উপকার।
জানিয়ে পাছে বা জন্ময়ে অহঙ্কার ॥ ৩৩৯ ॥

ঐছে মনে করে বিপ্র ভক্তি প্রভাবেতে।
হইল বৈষ্ণব নিজ গোষ্ঠীর সহিতে ॥ ৩৪০ ॥
এ সকল কথা হৈল সর্বত্র প্রচার।
ব্রাহ্মণগণের ভয় বাঢ়িল অপার ॥ ৩৪১ ॥
কেহ কার প্রতি কহে হও সাবধান।
শ্রীনরোত্তমেরে না করিহ শূদ্রজ্ঞান ॥ ৩৪২ ॥
কেহ কহে মত্ত হৈয়া বিপ্র অহঙ্কারে।
নরোত্তম হেন রত্ন নারি চিনিবারে ॥ ৩৪৩ ॥
কেহ কহে নরোত্তম কৃপার আলয়।
নিজ গুণে কৃপা করি নাশে ভবভয় ॥ ৩৪৪ ॥
কেহ কহে শ্রীনরোত্তমের গুণ গানে।
অধম উত্তম হৈল দেখিনু নয়নে ॥ ৩৪৫ ॥
নরোত্তম গুণের সমুদ্র কেহ কহে।
এত গুণ মনুষ্যে সম্ভব কভু নহে ॥ ৩৪৬ ॥
কেহ কহে এ কেবল মনুষ্য আকার।
জীব উদ্ধারিতে ঈশ্বরাংশে অবতার ॥ ৩৪৭ ॥
ঐছে বহু কহি বৃদ্ধ বিপ্র গুণবান।
নিজ নিজ গোষ্ঠীগণে কৈলা সাবধান ॥ ৩৪৮ ॥
শ্রীনরোত্তমের গুণ গায় অবিরত।
নরোত্তম চেষ্টা যৈছে কি কহিব কত ॥ ৩৪৯ ॥
মধ্যে মধ্যে জাজিগ্রাম গিয়া মহাশয়।
আচার্য্যের সহ যৈছে সুখে বিলসয় ॥ ৩৫০ ॥
যৈছে বীরহাম্বীরের সহিত মিলন।
"ভক্তিরত্নকার" গ্রন্থে হইল বর্ণন ॥ ৩৫১ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ৩৫২ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে কুষ্ঠীবিপ্রাপরাধভঞ্জন নাম নবম বিলাস ॥ ৯ ॥

।। দশম বিলাস ।।

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন-দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ।। ১ ।।
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাঁহা করহ শ্রবণ ।। ২ ।।
আচার্য্যের শিষ্য রাম শ্রীরঘুনন্দন।
বৃন্দাবন হইতে আইলা দুই জন ।। ৩ ।।
ব্রজের মঙ্গল মহাশয়ে নিবেদিয়া।
পুনঃ নিবেদয়ে অতি উল্লাস হইয়া ।। ৪ ।।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী প্রেষিত ঠাকুরাণী।
কি অপূর্ব্ব শোভা তাঁর কহিতে না জানি ।। ৫ ।।
গোস্বামী সকল গোপীনাথের আদেশে।
বসাইলা শ্রীগোপীনাথের বাম পাশে ।। ৬ ।।
হৈল মহা মহোৎসব দেখিনু সাক্ষাতে।
ব্রজবাসী বৈষ্ণব উল্লাস মহা প্রীতে ।। ৭ ।।
শুনি এ প্রসঙ্গ সব সবে হর্ষ হৈলা।
রামচন্দ্র দোঁহে শীঘ্র স্নানে পাঠাইলা ।। ৮ ।।
শ্রীঠাকুরমহাশয় রামচন্দ্র সনে।
প্রেমাবেশে চলে দোঁহে পদ্মাবতী স্নানে ।। ৯ ।।
সেই পথে আইসে দুই ব্রাহ্মণ কুমার।
ছাগ মেষ মহিষশাবক সঙ্গে তাঁর ।। ১০ ।।
তাঁহা দেখি রামচন্দ্রে কহে মহাশয়।
কৃষ্ণভজনের যোগ্য এই বিপ্রদ্বয় ।। ১১ ।।
রামচন্দ্র সেই দুই বিপ্রে লক্ষ্য করি।
নানাশাস্ত্র প্রসঙ্গে চলয়ে ধরি ধরি ।। ১২ ।।
কিছু দূরে সেই দুই বিপ্র বিদ্যমান্।
শুনি শাস্ত্র প্রমাণ নির্ম্মল হৈল জ্ঞান ।। ১৩ ।।
দোঁহে দেখি মনের উল্লাসে দোঁহে কয়।
এই কবিরাজ শ্রীঠাকুর মহাশয় ।। ১৪ ।।

লোকমুখে শুনিলুঁ মহিমা দূর হৈতে।
আজি সুপ্রভাত হৈল দেখিনু সাক্ষাতে ।। ১৫ ।।
এত কহি ছাগাদিক দূরে রাখাইলা।
মহা সশঙ্কিত হৈয়া নিকটে আইলা ।। ১৬ ।।
সুমধুর বাক্যে দোঁহে কহে মহাশয়।
কি নাম কাঁহার পুত্র দেহ পরিচয় ।। ১৭ ।।
শুনি বিপ্র কহে মোর নাম হরিরাম।
আমার কনিষ্ঠ এই রামকৃষ্ণ নাম ।। ১৮ ।।
শিবাই আচার্য্য মোর পিতা সবে জানে।
বহু অর্থব্যয় তাঁর ভবানী পূজনে ।। ১৯ ।।
বলরাম কবিরাজ বৈদ্য ভালমতে।
ছাগাদি লইতে আইলুঁ পিতার আজ্ঞাতে ।। ২০ ।।
জীব হিংসা করিতে তাঁহার নাহি ভয়।
এ কর্ম্ম করিলে স্বর্গভোগ সে জানয় ।। ২১ ।।
এত কহি নিজ লোকে কহে ডাক দিয়া।
পদ্মাপার যাহ সবে ছাগাদি ছাড়িয়া ।। ২২ ।।
হরিরাম আচার্য্যের বচন প্রমাণে।
ছাগাদিক ছাড়িয়া দিলেন সেইখানে ।। ২৩ ।।
গেলেন সকল লোক পদ্মাবতী পার।
এ দোঁহার আগে দোঁহে করে পরিহার ।। ২৪ ।।
ছাগাদি কিনিতে হেথা আইলু শুভক্ষণে।
ঘুচিল অজ্ঞানতম এ পদ-দর্শনে ।। ২৫ ।।
এবে এই বিপ্রাধমে কর অঙ্গীকার।
যুযুক জগতে যশ তোমা দোঁহাকার ।। ২৬ ।।
এত কহি মহীতলে পড়ি প্রণমিলা।
নয়নের জলে অতিশয় সিক্ত হৈলা ।। ২৭ ।।
দেখিয়া ব্যাকুল দোঁহে করুণা বাড়িল।
দুঁহু দোঁহে আলিঙ্গন করি স্থির কৈল ।। ২৮ ।।
পদ্মাবতী স্নান করি দোঁহে দোঁহা লৈয়া।
প্রভুর আলয়ে গেলা উল্লসিত হৈয়া ।। ২৯ ।।
সর্ব্বসুমঙ্গল সে দিবস শাস্ত্রমতে।
বিষয় প্রবল অনুরাগ বৃদ্ধচিত্তে ।। ৩০ ।।

হরিরাম আচার্য্য শ্রীকবিরাজ স্থানে।
করিলেন মন্ত্রদীক্ষা অতি সাবধানে ॥ ৩১ ॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্যে ঠাকুর মহাশয়।
দিলা মন্ত্রদীক্ষা হৈলা উল্লাস হৃদয় ॥ ৩২ ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ অতি ভাগ্যবান।
রামচন্দ্র নরোত্তমে হৈল এক জ্ঞান ॥ ৩৩ ॥
ললাটাইয়া পড়ে দোঁহে দোঁহার চরণে।
দোঁহে মহাশক্তি সঞ্চারিলা দুই জনে ॥ ৩৪ ॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে সমর্পিয়া।
জানাইলা শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৫ ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ দুই সহোদর।
প্রেমভক্তিরসে মত্ত হৈলা নিরন্তর ॥ ৩৬ ॥
বিজয়া দশমী পর একাদশী দিনে।
হইলা বিদায় গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ৩৭ ॥
দুঁহে নিজ ইষ্ট পদধূলি লৈয়া মাথে।
খেতরি হইতে আইলা গোয়াস গ্রামেতে ॥ ৩৮ ॥
বলরাম কবিরাজ সহ দেখা হৈল।
তাঁর ঘরে গিয়া সেই রাত্রিবাস কৈল ॥ ৩৯ ॥
আপন বৃত্তান্ত তরে সকল জানাই।
শুনিলেন সকল বৃত্তান্ত তাঁর ঠাঞি ॥ ৪০ ॥
পিতা সহ সাক্ষাৎ হইল প্রাতঃকালে।
শিবাই দেখিয়া পুত্রে অগ্নি হেন জ্বলে ॥ ৪১ ॥
তথা লোক সংঘট্ট সবারে শুনাইয়া।
পুত্র প্রতি কহে মহা ক্রোধে পূর্ণ হৈয়া ॥ ৪২ ॥
ওরে মূর্খ কহ দেখি কোন্ শাস্ত্রে কয়।
ব্রাহ্মণ হইতে কি বৈষ্ণব বড় হয় ॥ ৪৩ ॥
ভগবতী নিগ্রহ করিলা এত দিনে।
বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে ॥ ৪৪ ॥
বিপ্রে শিষ্য কৈল সেবা কেমন বৈষ্ণব।
পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব ॥ ৪৬ ॥
করিব উচিত শাস্তি দুর্গার কৃপায়।
যেন হেন কার্য্য কভু না করে এথায় ॥ ৪৭ ॥

শুনি ক্রোধে হরিরাম কহে বার বার।
আনহ পণ্ডিত দেখি কৈছে শক্তি কার ॥ ৪৮ ॥
আগে মোরে পরাভব করিলে সে জানি।
নহিলে এ ভেক কোলাহল প্রায় বাণী ॥ ৪৯ ॥
শুনি পুত্রবাক্য ক্রোধে অধৈর্য হইল।
পণ্ডিত সমাজে শীঘ্র পুত্রে বোলাইল ॥ ৫০ ॥
হরিরাম সিংহ প্রায় অতি দর্প করি।
সর্ব্বমত খণ্ডি কৈলা ভক্তি সর্বোপরি ॥ ৫১ ॥
বেদাদি প্রমাণে সর্ব্ব আরাধ্য বৈষ্ণব।
শুনিতে সে সব সবে হৈলা পরাভব ॥ ৫২ ॥
সকল লোকেতে হরিরাম পানে চায়।
কেহ কহে এত বিদ্যা পঢ়িল কোথায় ॥ ৫৩ ॥
কেহ কহে বৈষ্ণবের অনুগ্রহ হৈতে।
অনায়াসে স্ফুরে বিদ্যা না হয় পঢ়িতে ॥ ৫৪ ॥
নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে যৈছে হন।
শুনিয়া থাকিব সে দোঁহার গুণগণ ॥ ৫৫ ॥
সে দোঁহার কৃপাপাত্র এই দুই ভাই।
কোনখানে এ দোঁহার পরাজয় নাই ॥ ৫৬ ॥
ঐছে কত কহে দেখি পণ্ডিতসমাজ।
পরাজয় হৈয়া সবে পাইলা বড় লাজ ॥ ৫৭ ॥
বৈষ্ণব প্রভাব বড় এতেক কহিয়া।
নিজ নিজ বাসা সবে গেলা নম্র হৈয়া ॥ ৫৮ ॥
মহা ক্রোধে শিবাই আনিল মুরারিরে।
তেঁহ দিগ্বিজয়ী বাস মিথিলা নগরে ॥ ৫৯ ॥
বহু লোক সঙ্গে বিপ্র মহা বিদ্যাবান্।
অহঙ্কারে মত্ত অন্যে করে তৃণ জ্ঞান ॥ ৬০ ॥
বলরাম কবিরাজ গিয়া তাঁর পাশে।
তাঁর বাক্যে তাঁরে হারাইলা অনায়াসে ॥ ৬১ ॥
পরাভব হৈয়া দিগ্বিজয়ী সবে কয়।
বৈষ্ণব মহিমা কহি মোর সাধ্য নয় ॥ ৬২ ॥
এত কহি দ্রব্য সব কৈলা বিতরণ।
লজ্জা হেতু দেশে পুনঃ না কৈল গমন ॥ ৬৩ ॥

ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিলা সেইক্ষণে।
"মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা" কহে সর্ব্বজনে ॥ ৬৪ ॥
শিবাই পাইয়া লজ্জা মৃত প্রায় হৈল।
করিয়া বৈষ্ণব দ্বেষ মহা দুঃখ পাইল ॥ ৬৫ ॥
ভগবতী তাঁর দণ্ড দিলা যথোচিত।
বৈষ্ণব ধর্ম্মেতে লোক হৈল সাবহিত ॥ ৬৬ ॥
এ সব প্রসঙ্গ সর্ব্বদেশেতে ব্যাপিল।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দ পাইল ॥ ৬৭ ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্য দুই জন।
মহানন্দে করে সদা নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬৮ ॥
পরম দুর্লভ ভক্তিপথে অনুরক্ত।
রহিয়া সংসারমাঝে পরম বিরক্ত ॥ ৬৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণে মত্ত দিবারাতি।
বলরাম কবিরাজ সঙ্গে সদা স্থিতি ॥ ৭০ ॥
একদিন দোঁহে নিজ প্রয়োজন মতে।
সুরধনী তীরে আইলা গাম্ভীলা গ্রামেতে ॥ ৭১ ॥
তথা বিদ্যাবন্ত বহু তাঁহাতে প্রধান।
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী গুণবান্ ॥ ৭২ ॥
সাত্ত্বিক স্বভাব অতি রত সুক্রিয়াতে।
মহা জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞ বিদ্যা প্রদানেতে ॥ ৭৩ ॥
তেঁহ অলক্ষিতে দাণ্ডাইয়া নিজালয়ে।
হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্যে নিরীখয়ে ॥ ৭৪ ॥
দেখি দিব্য তেজ মনে করয়ে বিচার।
পূর্ব্বেও দেখিনু এবে দেখি চমৎকার ॥ ৭৫ ॥
কবিরাজ আর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
এ দোঁহে করিলা কৃপা হইয়া সদয় ॥ ৭৬ ॥
হইলা বৈষ্ণব চিত্তাকর্ষয়ে শোভাতে।
স্ফুরিল সকল শাস্ত্র এ দুঁহু কৃপাতে ॥ ৭৭ ॥
করিলেন পরাজয় অনেক পণ্ডিতে।
দিগ্বিজয়ি ভিক্ষু হইলেন লজ্জামতে ॥ ৭৮ ॥
এ দুঁহু প্রভাব হেতু সে কৃপার বল।
দুঁহু মহা ভাগ্যবন্ত জনম সফল ॥ ৭৯ ॥

এ দুঁহু সম্বন্ধে মহাশয়ে যে নিন্দিল।
ভগবতী ক্রোধে সে পাষণ্ডে দণ্ড দিল ॥ ৮০ ॥
মুঞি বিপ্রাধম তুচ্ছ বিদ্যা অহঙ্কারে।
বুঝি অবজ্ঞা কৈলু সে মহাশয়েরে ॥ ৮১ ॥
যদি মোরে অনুগ্রহ করে মহাশয়।
তবে মোর নরক হইতে ত্রাণ হয় ॥ ৮২ ॥
মো পাপীরে অবশ্য করিব অঙ্গীকার।
শুনিয়াছি এমত দয়ালু নাহি আর ॥ ৮৩ ॥
ঐছে মনে বিচারিয়া গঙ্গানারায়ণ।
আপনা মানিয়া দীন করয়ে ক্রন্দন ॥ ৮৪ ॥
করিতে ক্রন্দন হৈল ভক্তির উদয়।
করি কত খেদ পুনঃ ফুকারিয়া কয় ॥ ৮৫ ॥
বৈষ্ণবধর্ম্মের পর ধর্ম নাহি আর।
এ হেন ধর্ম্মেতে মন না হৈল আমার ॥ ৮৬ ॥
ধিক্ ধিক্ কিবা ফল এ ছার জীবনে।
গোঙাইলু জন্ম বৃথা কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ ৮৭ ॥
ওহে নরোত্তম প্রভু দেহ ভক্তিধন।
তুয়া পাদপদ্মে মুঞি লইলুঁ শরণ ॥ ৮৮ ॥
ঐছে কত খেদে দিবারাত্রি গোঙাইল।
শেষরাত্রি হৈতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ৮৯ ॥
স্বপ্নে দেখা দিলেন ঠাকুর মহাশয়।
করুণানির্ম্মিতমূর্ত্তি মহা তেজোময় ॥ ৯০ ॥
মন্দ মন্দ হাসি কহে গঙ্গানারায়ণে।
তুমি মোর কিঙ্কর করহ খেদ কেনে ॥ ৯১ ॥
সব মনোরথ সিদ্ধি হইবে তোমার।
কালি গঙ্গাস্নানে দেখা পাইবা আমার ॥ ৯২ ॥
খেতরি হইতে আমি আইলাম এথা।
স্নানকালে তোমারে কহিব সব কথা ॥ ৯৩ ॥
এত কহি অদর্শন হৈল মহাশয়।
স্বপ্নভঙ্গে চক্রবর্তী ব্যাকুলহৃদয় ॥ ৯৪ ॥
হইল প্রভাত শীঘ্র প্রাতঃক্রিয়া করি।
গঙ্গাতীরে গিয়া বসিলেন ধ্যান ধরি ॥ ৯৫ ॥

হরিরাম রামকৃষ্ণাচার্য্য আইলা তথি।
দোঁহে মহা সমাদর কৈলা চক্রবর্ত্তী ॥ ৯৬ ॥
অতি দীন প্রায় হৈলা কহে মৃদু ভাষে।
কিছু কাল এখানে রহিবা মোর পাশে ॥ ৯৭ ॥
যদি মোর ভাগ্যে প্রভু দেন দরশন।
তবে তারে জানাবা তোমরা দুই জন ॥ ৯৮ ॥
পরস্পর ঐছে বহু কহে হেন কালে।
সবা সহ মহাশয় আইলা গঙ্গাকুলে ॥ ৯৯ ॥
হরিরামাচার্য্য কহে দেখ বিদ্যমানে।
অকস্মাৎ প্রভুর গমন গঙ্গাস্নানে ॥ ১০০ ॥
গঙ্গানারায়ণ মহা আনন্দিত হৈলা।
যৈছে স্বপ্নে দেখে তৈছে সাক্ষাতে দেখিলা ॥ ১০১ ॥
চক্রবর্ত্তী কহে হরিরাম আচার্য্যেরে।
কি নাম কাঁহার মোরে চিনাহ সবারে ॥ ১০২ ॥
দুর হৈতে হরিরাম সবারে জানাইয়া।
চক্রবর্ত্তী প্রসঙ্গ কহিলা আগে গিয়া ॥ ১০৩ ॥
হাসিয়া কহয়ে মহাশয় মৃদু ভাষে।
গঙ্গানারায়ণে শীঘ্র আন মোর পাশে ॥ ১০৪ ॥
হরিরাম গঙ্গানারায়ণে লৈয়া আইলা।
গঙ্গানারায়ণ ভূমে পড়ি প্রণমিলা ॥ ১০৫ ॥
প্রেমাবেশে মহাশয় করি আলিঙ্গন।
চক্রবর্ত্তী প্রতি কহে মধুর বচন ॥ ১০৬ ॥
ওহে বাপু তোমার এ সব আচরণে।
এথা বিপ্রবর্গ কিবা করিবেক মনে ॥ ১০৭ ॥
চক্রবর্ত্তী কহে প্রভু কৃপা কর যারে।
সে কি হেন ভক্তিহীন বিপ্রে ভয় করে ॥ ১০৮ ॥
এত কহি রামচন্দ্র চরণ বন্দিল।
সবা সহ যথাযোগ্য মিলন হইল ॥ ১০৯ ॥
গঙ্গানারায়ণ চেষ্টা দেখি কোন জন।
কহে কার প্রতি অতি করি সঙ্গোপন ॥ ১১০ ॥
এই গাম্ভীলায় দেখিলাম কতবার।
এরূপ স্বভাব কভু না দেখি ঞিঁহার ॥ ১১১ ॥
কেহ কহে বিদ্যাদি মদেতে মত্ত যেঁহ।
অতি দীনপ্রায় কৈছে হইলেন তেঁহ ॥ ১১২ ॥
কেহ কহে ঞিঁহার সম্ভব কভু নয়।
কিরূপে হইল ঐছে ভক্তির উদয় ॥ ১১৩ ॥
কেহ কহে ওহে ভাই বিচারিলুঁ মনে।
সকল সম্ভব মহাশয়ের দর্শনে ॥ ১১৪ ॥
কেহ কহে যাঁরে কৃপা করে মহাশয়।
অনায়াসে তাঁহার সকল সিদ্ধি হয় ॥ ১১৫ ॥
ধন্য ধন্য গঙ্গানারায়ণ বিপ্রবংশে।
হইলা বৈষ্ণব ঐছে কহিয়া প্রশংসে ॥ ১১৬ ॥
চক্রবর্ত্তী কিছু নিবেদিতে মনে করে।
বুঝিয়া ঠাকুর মহাশয় কহে তাঁরে ॥ ১১৭ ॥
এখন ওসব কিছু না করিহ মনে।
স্নান করি বুধরি যাইব এইক্ষণে ॥ ১১৮ ॥
খেতরি যাইব কালি প্রভাত সময়ে।
আছয়ে বিশেষ কার্য্য গৌরাঙ্গ আলয়ে ॥ ১১৯ ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ দোঁহার সহিতে।
রহিবে যাইয়া কালি বুধরি গ্রামেতে ॥ ১২০ ॥
কর্ণপূর আদি তথা একত্র হইয়া।
খেতরি যাইবে শীঘ্র প্রভাতে উঠিয়া ॥ ১২১ ॥
এত কহি স্নানাদিক ক্রিয়া শীঘ্র করি।
সবা সহ মহাশয় আইল বুধরি ॥ ১২২ ॥
গঙ্গানারায়ণ গঙ্গাস্নান শীঘ্র কৈলা।
হরিরামরামকৃষ্ণে গৃহে লৈয়া আইলা ॥ ১২৩ ॥
সে দিবস গাম্ভীলাতে রহি তিন জন।
অতি প্রাতঃকালে তিনে করিলা গমন ॥ ১২৪ ॥
বুধরি যাইয়া শীঘ্র উল্লাস অন্তরে।
রহিলেন শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঘরে ॥ ১২৫ ॥
দিব্যসিংহ কবিরাজ গোবিন্দ তনয়।
তাঁর ভক্তিরীতি দেখিয়া হইলা বিস্ময় ॥ ১২৬ ॥
তথা কর্ণপূর কবিরাজ আদি ছিলা।
প্রাতঃকালে সবে শীঘ্র খেতরি আইলা ॥ ১২৭ ॥

সবে গিয়া করিল গৌরাঙ্গ দরশন।
হইল সবার মহা আনন্দিত মন ॥ ১২৮ ॥
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভু আগে।
নিজ মনোরথ সিদ্ধি এইমাত্র মাগে ॥ ১২৯ ॥
সে দিবস সংকীর্ত্তনানন্দে গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে সবে প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা ॥ ১৩০ ॥
অতি সুমঙ্গল দিন বিচারিয়া মনে।
মহাশয় শিষ্য কৈলা গঙ্গানারায়ণে ॥ ১৩১ ॥
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া মহাশয় হর্ষ হৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাদপদ্মে সমর্পিলা ॥ ১৩২ ॥
নরোত্তম মহাশয় ভক্তি অবতার।
গঙ্গানারায়ণে কৈলা স্বশক্তি সঞ্চার ॥ ১৩৩ ॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাম্—

নরোত্তমো ভক্ত্যবতার এব,
যস্মিন্ স্বশক্তিং বিদধে মুদৈব।
শ্রীচক্রবর্ত্তী দয়তাং সগঙ্গা,
নারায়ণঃ প্রেমরসাম্বুধির্ম্মাম্ ॥ ১ ॥

মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর স্তব করিতেছেন– " ভক্তির অবতার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আনন্দ সহকারে যাঁহাতে শক্তি দান করিয়াছিলেন, সেই প্রেমসমুদ্র শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমাকে দয়া করুন।"

গঙ্গানারায়ণ হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল ॥ ১৩৪ ॥
ভূমে লোটাইয়া পড়ে পাদপদ্মতলে।
দয়ার সমুদ্র নরোত্তম কৈলা কোলে ॥ ১৩৫ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজে কৈলা সমর্পণ।
তেঁহ বন্দিলেন রামচন্দ্রের চরণ ॥ ১৩৬ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সে সকলে।
প্রণমিতে প্রণমি করিলা সবে কোলে ॥ ১৩৭ ॥

সকল বৈষ্ণব মনে আনন্দ হইল।
গঙ্গানারায়ণে কৃপা সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥ ১৩৮ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ গঙ্গানারায়ণ।
গোস্বামিগণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন ॥ ১৩৯ ॥
নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন সুখের পাথারে।
গঙ্গানারায়ণ মহা আনন্দে সাঁতারে ॥ ১৪০ ॥
প্রেম ভক্তি ধনে ধনী হৈলা চক্রবর্ত্তী।
পূর্ব্ব হৈতে হৈল মহা তেজোময় মূর্ত্তি ॥ ১৪১ ॥
গঙ্গানারায়ণ কৃষ্ণে হইলা অনন্য।
ঐছে মহাশয় বিপ্রাদিকে করে ধন্য ॥ ১৪২ ॥
জগন্নাথ আচার্য্য নামেতে বিপ্রবর।
ভগবতী পূজাতে সে পরমতৎপর ॥ ১৪৩ ॥
তাঁরে দেবী আজ্ঞা দিলা প্রসন্ন হইয়া।
নরোত্তম পাদপদ্মাশ্রয় কর গিয়া ॥ ১৪৪ ॥
তবে সে ঘুচিবে তব এ ভববন্ধন।
পাইবে মো সবার দুর্ল্লভ ভক্তিধন ॥ ১৪৫ ॥
হইবে অনন্য সেই প্রভুর চরণে।
কৃষ্ণের ভজন বিনা বিফল জীবনে ॥ ১৪৬ ॥
ঐছে আজ্ঞা পাইয়া বিপ্র রজনী প্রভাতে।
আইলা ব্যাকুল হৈয়া খেতরি গ্রামেতে ॥ ১৪৭ ॥
বসিয়া আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয়।
তাঁর আগে আসি ভূমে পড়ি প্রণময় ॥ ১৪৮ ॥
অশ্রুযুক্ত হৈয়া বিপ্র ব্যাকুল অন্তরে।
করযোড় করিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥ ১৪৯ ॥
ভগবতী আজ্ঞা কৈলা আইলুঁ তুয়া আগে।
মোর ভাল মন্দ প্রভু তোমারে সে লাগে ॥ ১৫০ ॥
দীক্ষামন্ত্র দিয়া মোর করহ উদ্ধার।
মো পাপীর সর্ব্বস্ব এ চরণ তোমার ॥ ১৫১ ॥
মোর অল্প বুদ্ধি কিছু না জানি কহিতে।
শুনি বিপ্র বাক্য দয়া উপজিল চিতে ॥ ১৫২ ॥
বিপ্রে শিষ্য করিলা ঠাকুর নরোত্তম।
ভক্তিবলে হৈলা তেঁহ পরম উত্তম ॥ ১৫৩ ॥

ঐছে বহুজনে শিষ্য করে মহাশয়।
কেহ শুনে সুখে কার শুনি দুঃখ হয় ॥ ১৫৪ ॥
নরসিংহ নামে রাজা রহে দূরদেশে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু রহে তাঁর পাশে ॥ ১৫৫ ॥
ক্রোধে বিপ্র রাজা প্রতি কহে বার বার।
ধর্ম্মলোপ হৈল কেহ না করে বিচার ॥ ১৫৬ ॥
কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্র নরোত্তম দাস।
লইয়া বৈষ্ণবমত কৈল সর্ব্বনাশ ॥ ১৫৭ ॥
না জানিয়ে কিবা বা কুহুক সেই জানে।
অনায়াসে বিপ্র শিষ্য হয় তাঁর স্থানে ॥ ১৫৮ ॥
যদি কহ তাঁর আছে শাস্ত্রে অধিকার।
সে কেবল মূর্খ প্রতি মিথ্যা অহঙ্কার ॥ ১৫৯ ॥
মো সবার আগে কি তাঁহার বাক্য স্ফুরে।
করহ গমন শীঘ্র লৈয়া মো সবারে ॥ ১৬০ ॥
দেখিবে কৌতুক একা আমার ত্রাসেতে।
ভাবকালি লৈয়া সে পালাবে সেথা হৈতে ॥ ১৬১ ॥
সকল দেশেতে হৈবে তোমার সুখ্যাতি।
তোমা দ্বারে রহিবেক ব্রাহ্মণের জাতি ॥ ১৬২ ॥
রাজা দণ্ডকর্ত্তা যাতে ঈশ্বরের অংশ।
নহিলে হইবে বহু বিপ্রজাতি ধ্বংস ॥ ১৬৩ ॥
শুনি রাজা নরসিংহ করিলা গমন।
চলিলা রাজার সঙ্গে রূপনারায়ণ ॥ ১৬৪ ॥
অধ্যাপকগণ বহু পুস্তক লইয়া।
মহা দর্প করি চলে উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৬৫ ॥
খেতরি নিকট গ্রাম কুমরপুরেতে।
তথা আইলেন রাজা বহুলোক সাথে ॥ ১৬৬ ॥
তথা রাজা গমন শুনিয়া মহাশয়।
রামচন্দ্র প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয় ॥ ১৬৭ ॥
করিতে হইবে চর্চা অধ্যাপক সনে।
হইব ভজন বাদ বিচারিলুঁ মনে ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে বচন শুনিয়া।
রামচন্দ্র কবিরাজ কহেন হাসিয়া ॥ ১৬৯ ॥

অনায়াসে দর্প চূর্ণ হবে তাঁ সবার।
পশ্চাৎ পড়িব আসি চরণে তোমার ॥ ১৭০ ॥
এত কহি রামচন্দ্র গঙ্গানারয়ণ।
চলয়ে কুমরপুর গ্রামে দুই জন ॥ ১৭১ ॥
কুমার বারুই দোঁহে হইলেন পথে।
কেহ পান কেহ হাঁড়ি লইলেন মাথে ॥ ১৭২ ॥
কুমরপুরেতে প্রবেশিয়া বিক্রি স্থানে।
দোকান পাতিয়া বসিলেন দুই জনে ॥ ১৭৩ ॥
এথা এক পড়ুয়া আইলা পান লৈতে।
তেঁহ মূল্য পুছে ঞিহ কহেন সংস্কৃতে ॥ ১৭৪ ॥
পঢ়ুয়া করিয়া দর্প সংস্কৃতে কয়।
দুই চারি বাক্যেই হইল পরাজয় ॥ ১৭৯ ॥
বারুই কহয়ে মূর্খ তুমি কি বা জান।
যদি লজ্জা হয় তবে অধ্যাপকে আন ॥ ১৮০ ॥
পঢ়ুয়া যাইয়া অধ্যাপক প্রতি কয়।
বারুই কুমার স্থানে হৈলুঁ পরাজয় ॥ ১৮১ ॥
খেতরি গ্রামেতে নরোত্তম রহে যথা।
বারুই কুমার পান হাঁড়ি দেয় তথা ॥ ১৮২ ॥
কি বলিব এ দোঁহার বিদ্যা অতিশয়।
বুঝি এই দোঁহে বা করয়ে পরাজয় ॥ ১৮৩ ॥
যদি জিনিবারে পার বারুই কুমারে।
তবে যাবে খেতরি নইলে চল ঘরে ॥ ১৮৪ ॥
শুনি অগ্নিমূর্ত্তি হৈয়া কহে বার বার।
দেখাহ আছয়ে কোথা বারুই কুমার ॥ ১৮৫ ॥
এত কহি অধ্যাপক যাইয়া ত্বরিত।
নানাশাস্ত্র চর্চা করে বারুই সহিত ॥ ১৮৬ ॥
ক্রমে ক্রমে তথা আইলা অধ্যাপকগণ।
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ ॥ ১৮৭ ॥
চতুর্দিকে লোক ভীড় হইল অতিশয়।
পরস্পর কি অদ্ভুত শাস্ত্রযুদ্ধ হয় ॥ ১৮৮ ॥
বারুই কুমার অতি মনের উল্লাসে।
করয়ে খণ্ডন ব্যাখ্যা সুমধুর ভাসে ॥ ১৮৯ ॥

মহা ক্রোধে পূর্ণ হয় অধ্যাপকগণ।
অলৌকিক ব্যাখ্যা নারে করিতে স্থাপন ॥ ১৯০ ॥
এ সব প্রসঙ্গ অল্পে না হয় বর্ণন।
পরাভব হৈল শীঘ্র অধ্যাপকগণ ॥ ১৯১ ॥
অধ্যাপক সহ রাজা গেলেন বাসায়।
কেহ কার প্রতি হাসি কহেন তথায় ॥ ১৯২ ॥
আইলেন অধ্যাপক সিংহের সমান।
পরাভব হৈয়া যেন হইলেন শ্বান ॥ ১৯৩ ॥
শ্রীমহাশয়েরে মুখে না পারে জানিতে।
পার্ব্বতীর আজ্ঞা বিপ্রে যাঁর শিষ্য হৈতে ॥ ১৯৪ ॥
ঐছে মহাশয়ের মহিমা সবে কয়।
লোকমুখে শুনিয়া রাজার হৈল ভয় ॥ ১৯৫ ॥
রূপনারায়ণ প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
এবে কি উপায় ভাই বলহ আমারে ॥ ১৯৬ ॥
রূপনারায়ণ কহে সকলের সার।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম পর ধর্ম্ম নাহি আর ॥ ১৯৭ ॥
বৈষ্ণবের নিন্দা সদা হইলে শ্রবণ।
ইহাতে অবশ্য হয় নরকে গমন ॥ ১৯৮ ॥
চল গিয়া করি তাঁর চরণ আশ্রয়।
তবে সে হইবে রক্ষা কহিলুঁ নিশ্চয় ॥ ১৯৯ ॥
নরসিংহ কহে এই হইল মোর মনে।
বিলম্বেতে কার্য্য নাহি চল এই ক্ষণে ॥ ২০০ ॥
রূপনারায়ণ কহে অদ্য এথা রহ।
কালি প্রাতে গমন করিবা গণ সহ ॥ ২০১ ॥
এই কথা সর্ব্বত্র হইল সেইক্ষণে।
কালি রাজা খেতরি যাইব গণ সনে ॥ ২০২ ॥
অধ্যাপকগণের হইল মহা দায়।
রাজার সম্মুখ যাইতে না পারে লজ্জায় ॥ ২০৩ ॥
মৃতপ্রায় হইয়া আছয়ে নিজ স্থানে।
পরস্পর কহে কালি কি হবে বিহানে ॥ ২০৪ ॥
এথা অধ্যাপকগণে পরাজয় করি।
বারুই কুমার দোঁহে চলয়ে খেতরি ॥ ২০৫ ॥

রামচন্দ্র কাঙ্গালে ডাকিয়া দিলা পান।
গঙ্গাঁনারায়ণ হাঁড়ী করিলা প্রদান ॥ ২০৬ ॥
পরম কৌতুকে দোঁহে খেতরি আইলা।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে সব নিবেদিলা ॥ ২০৭ ॥
এথা রাজা নরসিংহ চিন্তে মনে মনে।
অনুগ্রহ করিব কি এ হেন দুর্জনে ॥ ২০৮ ॥
করি কত খেদ কহে রূপনারায়ণ।
তাঁর অনুগ্রহ বিনা বিফল জীবন ॥ ২০৯ ॥
অকস্মাৎ দূরে থাকি কহে একজনে।
তেঁহ অনুগ্রহ করিবেন নিজ গুণে ॥ ২১০ ॥
অতি উৎকণ্ঠিত হৈলা এ কথা শ্রবণে।
মনে এই রজনী পোহাবে কতক্ষণে ॥ ২১১ ॥
হইল অনেক রাত্রি করিলা শয়ন।
মনে মনে ভাবে এথা অধ্যাপকগণ ॥ ২১২ ॥
সবা মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিশয় গর্ব যাঁর।
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা হৈল তাঁর ॥ ২১৩ ॥
দেখয়ে স্বপন দেবী হাতে খড়গ লৈয়া।
সম্মুখে কহয়ে মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥ ২১৪ ॥
বৃথা অধ্যয়ন কৈলি ওরে দুষ্টমতি।
বৈষ্ণব নিন্দিলে তোর হবে অধোগতি ॥ ২১৫ ॥
তোর মুণ্ড কাটি যদি করি খান খান।
তবে সে মনের দুঃখ হয় সমাধান ॥ ২১৬ ॥
ওরে দুষ্ট অসুর কি দিব তোর শিক্ষা।
নরোত্তম অনুগ্রহ হৈলে তোর রক্ষা ॥ ২১৭ ॥
ঐছে কত কহি রক্ত লোচনে চাহিয়া।
অন্তর্ধান হৈলা দেবী ক্ষণেক রহিয়া ॥ ২১৮ ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল অধ্যাপক কাঁপে ডরে।
করি মহা ঘোরশব্দ জাগায় সবারে ॥ ২১৯ ॥
ক্রন্দন করিয়া বিপ্র কহে সবা প্রতি।
ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা মুঞি পাইলুঁ সম্প্রতি ॥ ২২০ ॥
নরোত্তমে হেয় বুদ্ধি কৈলুঁ এ নিমিত্তে।
মোরে সংহারিতে দেবী আইলা খড়গ হাতে ॥ ২২১ ॥

যদি অনুগ্রহ করে সেই মহাশয়।
তবে ঘোর নরক হইতে রক্ষা হয় ॥ ২২২ ॥
ঐছে কহিতেই হইল রজনী প্রভাত।
কহিল এ সব গিয়া রাজার সাক্ষাৎ ॥ ২২৩ ॥
রাজা কহে পূর্ব্বে নিষেধিলুঁ না মানিলা।
মহাশয়ে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি কৈলা ॥ ২২৪ ॥
যে কার্য্য সে করে এ কি মানুষের সাধ্য।
শ্রীঠাকুর মহাশয় পরম আরাধ্য ॥ ২২৫ ॥
ঐছে কত কহি অধ্যাপকে স্থির কৈলা।
প্রাতঃকালে স্নানাদিক করি সজ্জা হৈলা ॥ ২২৬ ॥
বিনা যানে রাজা অধ্যাপক আদি সনে।
গেলেন খেতরি শীঘ্র গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে ॥ ২২৭ ॥
গৌরাঙ্গদর্শনে অতি দীনপ্রায় হৈয়া।
করয়ে প্রণাম মহীতলে লোটাইয়া ॥ ২২৮ ॥
মহাবিজ্ঞ রামচন্দ্র গোবিন্দাদি তথি।
কৈলা সমাদর সবে হৈলা হৃষ্টমতি ॥ ২২৯ ॥
শ্রীঠাকুরমহাশয় আছেন নিভৃতে।
সকলে ব্যাকুল তাঁর দর্শন নিমিত্তে ॥ ২৩০ ॥
হেনকালে নির্ব্বন্ধ সমাধি মহাশয়।
আইসেন দূরে সবে শোভা নিরখয় ॥ ২৩১ ॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
প্রাঙ্গণ হইতে আগে করিলা গমন ॥ ২৩২ ॥
রামচন্দ্র মহাশয়ে করে নিবেদন।
রাজা নরসিংহ এই রূপনারায়ণ ॥ ২৩৩ ॥
দোঁহে কহে প্রভু কিবা দিব পরিচয়।
বিষয়ী অধম অপরাধী অতিশয় ॥ ২৩৪ ॥
লইলুঁ শরণ নিবেদিতে পাই ত্রাস।
দীক্ষামন্ত্র দিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ ॥ ২৩৫ ॥
ঐছে কত কহি দোঁহে পড়ি ভূমিতলে।
প্রণময়ে বার বার ভাসে নেত্রজলে ॥ ২৩৬ ॥
দোঁহে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়।
করি কত প্রবোধ দোঁহারে আলিঙ্গয় ॥ ২৩৭ ॥

ভূমে পড়ি নরসিংহ রূপনারায়ণ।
লইলা মস্তকে মহাশয়ের চরণ ॥ ২৩৮ ॥
দূরে গেল দুঃখ হৈল আনন্দ হৃদয়ে।
অধ্যাপকে আনি নিবেদয়ে মহাশয়ে ॥ ২৩৯ ॥
যত অধ্যাপক তাহে ঞিহ সে প্রধান।
দূরে গেল দর্প এবে কর পরিত্রাণ ॥ ২৪০ ॥
মহাশয় আগে অধ্যাপক দণ্ডাইয়া।
কহিলা দেবীর কথা কাতর হইয়া ॥ ২৪১ ॥
পুনঃ কহে অপরাধ ক্ষমহ আমার।
শরণ লইলু মুঞি অতি দুরাচার ॥ ২৪২ ॥
ইহা বলি ভূমে লোটাইয়া বিপ্রকান্দে।
করয়ে যতন কত ধৈর্য্য নাহি বান্দে ॥ ২৪৩ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় করুণা বিগ্রহ।
বিপ্রে আলিঙ্গন কৈলা করি অনুগ্রহ ॥ ২৪৪ ॥
পাইয়া পরশ বিপ্র হরষ হিয়ায়।
লইয়া চরণধূলি ধুলায় লোটায় ॥ ২৪৫ ॥
রামচন্দ্র স্থির করিলেন অধ্যাপকে।
অধ্যাপক ধন্য করি মানে আপনাকে ॥ ২৪৬ ॥
সবে হৈলা কৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তিপাত্র।
এ সকল কথা ব্যক্ত হইল সর্ব্বত্র ॥ ২৪৭ ॥
মহাশয় সুখে সন্তোষিয়া সর্ব্বজনে।
সবা সহ আইলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ২৪৮ ॥
রাজভোগ আরত্রিক করিয়া দর্শন।
হইল সবার মহা আনন্দিত মন ॥ ২৪৯ ॥
সবে সমাদর করি শ্রীসন্তোষ রায়।
লইয়া গেলেন অতি অপূর্ব্ব বাসায় ॥ ২৫০ ॥
বিবিধ সামগ্রী তথা শীঘ্র আনাইলা।
পাকের নিমিত্ত অতি যত্নে নিবেদিলা ॥ ২৫১ ॥
রাজা নরসিংহ আদি অধ্যাপকগণ।
সবে কহে শ্রীপ্রসাদ করিব সেবন ॥ ২৫২ ॥
ইহা শুনি সন্তোষ সঙ্গের লোকগণে।
প্রৌঢ় করি ভক্ষ্যদ্রব্য দিলেন যতনে ॥ ২৫৩ ॥

রাজা নরসিংহ আর রূপ নারায়ণ।
অধ্যাপক আদি শিষ্টলোক কথোজন ॥ ২৫৪ ॥
সবে মিলি উল্লাসে গমন কৈলা তথা।
গোষ্ঠী সহ শ্রীঠাকুর মহাশয় যথা ॥ ২৫৫ ॥
ভোজন আনন্দ তথা হৈল যে প্রকারে।
বর্ণিতে নারিয়ে গ্রন্থবাহুল্যের ডরে ॥ ২৫৬ ॥
রূপনারায়ণ আদি প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
দিবা রাত্রি পরম আনন্দে গোঙাইলা ॥ ২৫৭ ॥
তাঁর পরদিন অতি অপূর্ব্ব সময়।
হইলেন শিষ্য মহা আনন্দ হৃদয় ॥ ২৫৮ ॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম বহু কৃপা কৈলা।
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া প্রভুপদে সমর্পিলা ॥ ২৫৯ ॥
কথোদিন তথাই রহিলা সর্ব্বজন।
গোস্বামিগণের গ্রন্থ কৈলা অধ্যয়ন ॥ ২৬০ ॥
দিনে দিনে যে আনন্দ কহিতে না পারি।
হইলেন সবে প্রেমভক্তি অধিকারী ॥ ২৬১ ॥
সংকীর্ত্তন বিনা স্থির নহে কার মন।
সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হৈলা সর্ব্বজন ॥ ২৬২ ॥
শ্রীগোবিন্দকবিরাজ নির্মিত শ্রীগীত।
তাঁহা আস্বাদয়ে সদা করি কত প্রীত ॥ ২৬৩ ॥
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শ্রীমুখে।
শ্রীমদ্ভাগবত সবে শুনে মহাসুখে ॥ ২৬৪ ॥
দিবা রাত্রি কাঁহার নাহিক অবসর।
ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে সকলে তৎপর ॥ ২৬৫ ॥
যে বারেক আইসয়ে খেতরি গ্রামেতে।
সে হেন আনন্দ ছাড়ি না পারে যাইতে ॥ ২৬৬ ॥
রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
দেশে গিয়া শীঘ্র আইলেন দুই জন ॥ ২৬৭ ॥
রাজা নরসিংহের ঘরণী রূপমালা।
অতি পতিব্রতা লজ্জাবতী সে সুশীলা ॥ ২৬৮ ॥
তাঁর ভক্তি রীতি দেখি আনন্দ হৃদয়।
করিলেন শ্রীমন্ত্র প্রদান মহাশয় ॥ ২৬৯ ॥

রূপমালা মনে বহু বাড়িল আনন্দ।
করিলেন লক্ষ নাম গ্রহণ নির্ব্বন্ধ ॥ ২৭০ ॥
গণ সহ রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য চরণে।
হৈল মহা গাঢ় রতি বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ ২৭১ ॥
ঐছে শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ গুণে।
করয়ে করুণা গুণ গায় সর্ব্বজনে ॥ ২৭২ ॥
হরিশ্চন্দ্র রায় নামে দস্যু একজন।
গুণ শুনি লৈলা মহাশয়ের শরণ ॥ ২৭৩ ॥
দীক্ষামন্ত্র দিয়া তাঁরে করিলা উদ্ধার।
শেষে হরিদাস নাম হইল তাঁহার ॥ ২৭৪ ॥
হইলেন দুর্লভ ভক্তি অধিকারী।
ত্যাগ কৈলা সে জলাপন্থের জমিদারী ॥ ২৭৫ ॥
দস্যে অনুগ্রহ দেখি হইয়া বিস্ময়।
নির্জনে বসিয়া কেহ কার প্রতি কয় ॥ ২৭৬ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণের নিধান।
অনায়াসে করিলা দস্যুরে পরিত্রাণ ॥ ২৭৭ ॥
কেহ কহে দস্যুর প্রধান চান্দ রায়।
ইহার ভয়েতে লোক কাঁপয়ে সদায় ॥ ২৭৮ ॥
যদি এ অধমে দয়া করে মহাশয়।
তবে সর্বমতে এ দেশের রক্ষা হয় ॥ ২৭৯ ॥
কেহ কহে ওহে ভাই চিন্তা না করিহ।
চান্দ রায়ে অবশ্য হইবে অনুগ্রহ ॥ ২৮০ ॥
অনুগ্রহে এ সব দুর্বুদ্ধি দূরে যাবে।
গোষ্ঠীসহ চান্দ রায় বৈষ্ণব হইবে ॥ ২৮১ ॥
কেহ কহে সর্বশেষে এই দুরাচার।
মনে হেন লয় শীঘ্র হইব উদ্ধার ॥ ২৮২ ॥
হেনকালে হর্ষে এক বিপ্র আসি কয়।
চান্দ রায়ে অনুগ্রহ কৈলা মহাশয় ॥ ২৮৩ ॥
শ্রীনরোত্তমের পাদপদ্ম করি সার।
সংসার সঙ্কট হৈতে হইল উদ্ধার ॥ ২৮৪ ॥
পূর্ব্বে তাঁরে দেখিলে হইত মহাভয়।
এবে দৃষ্টিমাত্র হয় আনন্দ উদয় ॥ ২৮৫ ॥

কি বলিব পূর্ব্বের দুর্বুদ্ধি গেল সব।
হইলা সুশান্ত কিবা অপূর্ব্ব বৈষ্ণব ॥ ২৮৬ ॥
দেখিয়া আইনু মুঞি প্রভুর প্রাঙ্গণে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ নাচে সংকীর্ত্তনে ॥ ২৮৭ ॥
শুনি এ সকল কথা অতি হৃষ্ট হৈয়া।
চান্দরায়ে দেখিতে চলয়ে লোক ধাঞা ॥ ২৮৮ ॥
দূর হৈতে দেখে চান্দ রায় প্রেমাবেশে।
পড়িয়া ধরণীতলে নেত্রজলে ভাসে ॥ ২৮৯ ॥
সর্বাঙ্গে পুলক কম্প হয় বার বার।
দেখি সর্ব্বলোকের হইল চমৎকার ॥ ২৯০ ॥
কেহ কহে এত দিনে গেল দস্যুভয়।
সর্বমতে রক্ষা করিলেন মহাশয় ॥ ২৯১ ॥
ঐছে কত কহি অতি আনন্দ অন্তরে।
শ্রীচান্দ রায়ের ভাগ্য শ্লাঘা সবে করে ॥ ২৯২ ॥
হেনই সময়ে তথা আইলা কতজন।
নানা অস্ত্রধারী সবে দূরদেশী হন ॥ ২৯৩ ॥
অজানতরূপে জিজ্ঞাসয়ে এ সবারে।
চান্দ রায় বৈষ্ণব কেমন কি প্রকারে ॥ ২৯৪ ॥
ইহা শুনি সবা প্রতি কহে সংক্ষেপেতে।
চান্দ রায় দেবীভক্ত গোষ্ঠীর সহিতে ॥ ২৯৫ ॥
মহাবলবান্ চান্দ রায় জমিদার।
দস্যুর প্রধান অতিশয় দুষ্টাচার ॥ ২৯৬ ॥
অতি ক্রোধযুক্তা দেবী দেখিয়া দুর্নীত।
ব্রহ্মদৈত্য দ্বারে দুঃখ দিলা যথোচিত ॥ ২৯৭ ॥
পুনঃ সেই দেবী দেখি জীবনসংশয়।
আজ্ঞা কৈলা কর নরোত্তম পদাশ্রয় ॥ ২৯৮ ॥
নরোত্তম মহাশয় অতি দয়াবান।
নরক হৈতে তোরে করিবেন ত্রাণ ॥ ২৯৯ ॥
ঐছে স্বপ্নদেশে চান্দ রায় সেইক্ষণে।
লইলা শরণ মহাশয়ের চরণে ॥ ৩০০ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় দেখী মহা ক্লেশ।
নিজগুণে করিলা শ্রীমন্ত্র উপদেশ ॥ ৩০১ ॥

ঘুচিল দুর্বুদ্ধি দীন মানে আপনায়।
বলে লৈয়া দিল দণ্ড যবন রাজায় ॥ ৩০২ ॥
সে সকল দুঃখ চান্দ রায় নাহি গণে।
কেবল একান্ত মন প্রভুর চরণে ॥ ৩০৩ ॥
যবন আনিল হস্তী চান্দেরে মারিতে।
পলাইল হস্তী চান্দ রায়ের ডরেতে ॥ ৩০৪ ॥
অতিব্যস্ত হৈয়া রাজা কহয়ে সবারে।
অতি সাবধানেতে রাখহ কারাগারে ॥ ৩০৫ ॥
মনে বিচারিয়া চান্দ হৈয়া উল্লাসিত।
করিনু কুক্রিয়া তাঁর দণ্ড এ উচিত ॥ ৩০৬ ॥
কেহ কহে দেবীমন্ত্রে দুঃখ ঘুচাইব।
চান্দ রায় কহে অন্য মন্ত্র না স্পর্শিব ॥ ৩০৭ ॥
ঐছে নিষ্ঠা দেখি প্রভু হইলা সদয়।
অকস্মাৎ যবনের হৈল মহাভয় ॥ ৩০৮ ॥
করিয়া প্রার্থনা রায়ে বিদায় করিলা।
এই দুই চারি দিনে এথায় আইলা ॥ ৩০৯ ॥
শুনিয়া এ সব পুনঃ জিজ্ঞাসে সবায়।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আছেন কোথায় ॥ ৩১০ ॥
কেহ কহে অই দেখ বৃক্ষের তলাতে।
বসিয়া আছেন নিজ প্রিয়গণ সাথে ॥ ৩১১ ॥
দূরে হৈতে মহাশয়ে করিতে দর্শন।
ভক্তিদেবী অনুগ্রহ কৈলা সেইক্ষণ ॥ ৩১২ ॥
খড়গাদিক অস্ত্র সব দূরে ফেলাইয়া।
মহাশয় আগে পড়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ ৩১৩ ॥
সবে অতি ব্যাকুল দেখিয়া মহাশয়।
সুমধুর বাক্যে কহে দেহ পরিচয় ॥ ৩১৪ ॥
কোথা হৈতে আইলা এথা কিবা প্রয়োজন।
শুনি অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে সর্ব্বজন ॥ ৩১৫ ॥
বঙ্গশী দস্যু মোরা বিপ্র দুরাচার।
প্রায় চান্দ রায় কর্তা হন মো সবার ॥ ৩১৬ ॥
নৌকা পথে যাই মোরা ডাকাতি করিতে।
আইনু রায়ের স্থানে পরামর্শ লৈতে ॥ ৩১৭ ॥

লোকমুখে শুনিনু রায়ের বিবরণ।
শুনিতেই মো সবার ফিরি গেল মন ॥ ৩১৮ ॥
দূরে রহি পাদপদ্ম দর্শন করিতে।
না বুঝিনু কিবা হৈল মো সবার চিতে ॥ ৩১৯ ॥
মো সবার সমান অধম নাহি আর।
লইনু শরণ এবে করহ উদ্ধার ॥ ৩২০ ॥
এত কহি কান্দে সবে ব্যাকুল হইয়া।
মহাশয় স্থির কৈলা সবে প্রবোধিয়া ॥ ৩২১ ॥
হেন কালে চান্দ রায় আইলা সেইখানে।
সবে মহা হর্ষ হৈলা তাঁহার দর্শনে ॥ ৩২২ ॥
চান্দ রায় এ সবারে দেখি দীনপ্রায়।
হইয়া পরম হর্ষ প্রশংসে সবায় ॥ ৩২৩ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কিছু দিন পরে।
কৃপা করি শিষ্য করিলেন সে সবারে ॥ ৩২৪ ॥
হইলেন সবে মহা ভক্তি অধিকারী।
পরম অদ্ভুত চেষ্টা বিস্তারিতে নারি ॥ ৩২৫ ॥
এ সব প্রসঙ্গ যার কর্ণে প্রবেশয়।
ঘুচে তাঁর দুর্ব্বদ্ধি শ্রীভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩২৬ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তম বিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ৩২৭ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে পতিতোদ্ধার নাম দশম বিলাস ॥ ১০ ॥

॥ একাদশ বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥ ১ ॥
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাঁহা করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥
কবিরাজঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
লিখিলেন সকল সম্বাদপত্রীদ্বয় ॥ ৩ ॥
শ্রীগোবিন্দকৃত গীতপত্রিকা সহিতে।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা পরম যত্নেতে ॥ ৪ ॥
তথাকার কুশল শুনিয়া হর্ষ হৈলা।
এ সব সংবাদ জাজিগ্রামে পাঠাইলা ॥ ৫ ॥
জাজিগ্রামে আচার্য্য লইয়া নিজগণ।
ভক্তিশাস্ত্র আলাপে উল্লাস অনুক্ষণ ॥ ৬ ॥
শ্রীনরোত্তমের ভক্তিদান দীন-হীনে।
দস্যু পাষণ্ডীরে উদ্ধারয়ে নিজ গুণে ॥ ৭ ॥
এ সব প্রসঙ্গ শুনি আচার্য্য অন্তরে।
যে আনন্দ বাঢ়ে তাঁহা কে কহিতে পারে ॥ ৮ ॥
খেতরি যাইব শীঘ্র করিতেই মনে।
বিবিধ মঙ্গল দৃষ্ট হৈল সেইক্ষণে ॥ ৯ ॥
কেহ আসি কহে বীরভদ্র আইলা এথা।
আচার্য্য আনন্দ শুনি আগমন কথা ॥ ১০ ॥
দেখে গিয়া গ্রামের নিকটে উপনীত।
দর্শন করিয়া সবে মহা উল্লসিত ॥ ১১ ॥
প্রভু বীরভদ্র দেখি আচার্য্য ঠাকুরে।
মনুষ্যের যান হৈতে নামিলা সত্বরে ॥ ১২ ॥
গণসহ আচার্য্য ভূমেতে প্রণময়।
বীরভদ্র প্রভু মহাযত্নে আলিঙ্গয় ॥ ১৩ ॥
জিজ্ঞাসি কুশল অতি আনন্দ অন্তরে।
আচার্য্যের কর ধরি চলে ধীরে ধীরে ॥ ১৪ ॥

মহাযত্নে আচার্য্য করয়ে নিবেদন।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে হৈল আগমন ॥ ১৫ ॥
প্রভু কহে খড়দহে বিচারিলু চিতে।
জাজিগ্রামে হৈয়া যাব খেতরি গ্রামেতে ॥ ১৬ ॥
গণসহ নদীয়াদি ভ্রমণ করিলুঁ।
শ্রীখণ্ড হইয়া শীঘ্র এথায় আইলুঁ ॥ ১৭ ॥
ঐছে কহি ভবন ভিতরে নিজস্থানে।
বসিলেন প্রভু বীরভদ্র নিজাসনে ॥ ১৮ ॥
প্রভুর গমনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
ঘরেতে আইলা যেন ঘরের ঠাকুর ॥ ১৯ ॥
দ্রোপদী ঈশ্বরী আর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া।
আচার্য্যের ভার্য্যা দোঁহে প্রণমিল গিয়া ॥ ২০ ॥
সুশীতল জল আনি উল্লাস হৃদয়ে।
প্রভু বীরভদ্রের চরণ পাখালয়ে ॥ ২১ ॥
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অতি বিচক্ষণ।
শ্রীজীবগোস্বামি দত্ত নাম বৃন্দাবন ॥ ২২ ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীগতি গোবিন্দ এই তিনে।
পড়িলেন প্রভু বীরচন্দ্রের চরণে ॥ ২৩ ॥
এ তিন বালকে প্রভু আশীর্বাদ কৈলা।
এ তিনের মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিলা ॥ ২৪ ॥
আচার্য্যের কন্যা তিন ভক্তিপ্রেমরতা।
হেমলতা কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীকাঞ্চনলতা ॥ ২৫ ॥
তিনে প্রণমিল প্রভু বীরচন্দ্র পায়।
প্রভু আশীর্বাদ কৈল বাৎসল্য হিয়ায় ॥ ২৬ ॥
গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ আইলা দর্শনে।
সবে প্রণমিলা বীরচন্দ্রের চরণে ॥ ২৭ ॥
প্রত্যেকে সবারে প্রভু কুশল জিজ্ঞাসে।
সবে আত্ম নিবেদন কৈলা মৃদু ভাষে ॥ ২৮ ॥
ঐছে কতক্ষণ প্রভু রহি সেইখানে।
গণসহ পরম আনন্দে গেলা স্নানে ॥ ২৯ ॥
এথা শীঘ্র স্নান করি আচার্য্য ঘরণী।
করয়ে রন্ধন যৈছে কহিতে না জানি ॥ ৩০ ॥
শাকাদি ব্যঞ্জন কৈলা সিদ্ধ পক্ক আর।
ক্ষীর শিখরিণী আদি অনেক প্রকার ॥ ৩১ ॥
সুগন্ধি তণ্ডুল পাক করিয়া যত্নেতে।
সদ্য ঘৃতসিক্ত করি ধরিলা থালীতে ॥ ৩২ ॥
আচার্য্যের শিষ্য এক অতি বিচক্ষণ।
শালগ্রাম চন্দ্রে ভোগ কৈলা সমর্পণ ॥ ৩৩ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
প্রভু বীরভদ্র সেবে সঙ্গে তেঁহ ছিলা ॥ ৩৪ ॥
তাঁহারেও ভোগ সমর্পণ কৈলা রঙ্গে।
ভুঞ্জয়ে পরম প্রীতি দোঁহে এক সঙ্গে ॥ ৩৫ ॥
ভোগ সাজাইয়া দিলা দুই ঠাকুরাণী।
কি অপূর্ব্ব শোভা হৈলা কহিতে না জানি ॥ ৩৬ ॥
গোবর্দ্ধনশিলা আর শ্রীবংশীবদন।
ভুঞ্জিলেন পূজারী দিলেন আচমন ॥ ৩৭ ॥
তাম্বুল ভক্ষণ করাইয়া যত্নমতে।
করাইলা শয়ন সে অপূর্ব্ব শয্যাতে ॥ ৩৮ ॥
এথা স্নানাদিক সারি সবে প্রভু সনে।
ভোজনে বসিলা গিয়া অপূর্ব প্রাঙ্গণে ॥ ৩৯ ॥
প্রভু বীরভদ্র শ্রীআচার্য্য প্রতি কন।
ভোজনে বৈসহ সঙ্গেলৈয়া সর্ব্বজন ॥ ৪০ ॥
আচার্য্য ঠাকুর কহে ইথে পাই ভীত।
সর্বশেষে ভুঞ্জি আমি এই সে উচিত ॥ ৪১ ॥
শুনি প্রভু আচার্য্যের করে ধরি হাসে।
কহয়ে উচিত এই বৈস মোর পাশে ॥ ৪২ ॥
আচার্য্য ঠাকুর আজ্ঞা না পারে লঙ্ঘিতে।
সবা সহ বসিলেন প্রভুর আজ্ঞামতে ॥ ৪৩ ॥
প্রভু বীরভদ্রসঙ্গী মহাবিজ্ঞগণ।
হইল সবার মহা উল্লসিত মন ॥ ৪৪ ॥
কি অপূর্ব্ব বৈষ্ণবমণ্ডলী শোভা করে।
প্রভু বীরভদ্রে দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥ ৪৫ ॥
অপূর্ব্ব কদলীপত্র সকলে লইলা।
প্রভু পরিবেশন করিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ৪৬ ॥

ভক্তিমূর্ত্তি পতিব্রতাচার্য্য ভার্য্যাদ্বয়।
করে পরিবেশন আনন্দে অতিশয় ॥ ৪৭ ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ ব্যাস এ তিনেতে।
সাজাইলা নানা দ্রব্য অপূর্ব্ব পাত্রেতে ॥ ৪৮ ॥
চিনিপানা পক্কান্নাদি দিয়া থরে থরে।
বসিলেন গিয়া শ্রীপ্রসাদ ভুঞ্জিবারে ॥ ৪৯ ॥
বীরভদ্র তাঁহা কিছু প্রথমে ভুঞ্জিয়া।
আজি এ ব্রজের মত কহয়ে হাসিয়া ॥ ৫০ ॥
তদুপরি ভুঞ্জে সিদ্ধ পক্ক সুমধুর।
শাকাদি ব্যঞ্জন ভুঞ্জি আনন্দ প্রচুর ॥ ৫১ ॥
পরম কৌতুকে সভে করিলা ভোজন।
আচমন করি কৈলা তাম্বুল ভক্ষণ ॥ ৫২ ॥
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি আনন্দ আবেশে।
দিবারাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা রসে ॥ ৫৩ ॥
প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্র আচার্য্য সহিতে।
করিলেন যাত্রা অতি উল্লাসিত চিতে ॥ ৫৪ ॥
প্রভু বীরভদ্রের যতেক প্রিয়গণ।
মনের উল্লাসে সবে করিলা গমন ॥ ৫৫ ॥
আচার্য্যের শিষ্যগণ আনন্দ হিয়ায়।
কেহ সঙ্গে চলে কেহ আগে চলি যায় ॥ ৫৬ ॥
কন্টক নগর হৈয়া আইলা বুধরি।
পূর্ব্বে গোবিন্দাদি শুনি আছে আগুসরি ॥ ৫৭ ॥
পথে সবা সহ হৈল অদ্ভুত মিলন।
গোবিন্দ আনন্দে লৈয়া আইলা ভবন ॥ ৫৮ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র অতি আনন্দিত মনে।
অপূর্ব্ব বাসায় উত্তরিলা গণ সনে ॥ ৫৯ ॥
আচার্য্য ঠাকুর গণ সহ সেই ঠাঞি।
পরস্পর সবার সুখের সীমা নাই ॥ ৬০ ॥
ভোজন কৌতুক আদি যেরূপ হইল।
তাঁহা বাহুল্যের ভয়ে বর্ণিতে নারিল ॥ ৬১ ॥
দুই দিন বুধরি গ্রামেতে স্থিতি কৈলা।
তথাতে আসিয়া বহু বৈষ্ণব মিলিলা ॥ ৬২ ॥
সবা সহ পদ্মাপার হৈয়া স্নান করি।
মনের উল্লাসে প্রভু চলয়ে খেতরি ॥ ৬৩ ॥
গমনসংবাদ পূর্ব্বে শুনি মহাশয়।
করাইল বিবিধ সামগ্রী পুপাদয় ॥ ৬৪ ॥
দধি দুগ্ধ ছেনা আদি আম্রাদিক ফল।
আম্রাদি আচার সজ্জা হইল সকল ॥ ৬৫ ॥
বাসা পরিষ্কার করাইয়া মহাশয়।
গণ সহ আসি দূরে পথ নিরখয় ॥ ৬৬ ॥
তাপ তম নাশিতে উদয় চন্দ্রগণ।
ঐছে দূর হৈতে দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ৬৭ ॥
নিকটে যাইয়া অতি উল্লাসিত মনে।
প্রণমিলা প্রভু বীরভদ্রের চরণে ॥ ৬৮ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া।
হইলেন অধৈর্য্য ধরিতে নারে হিয়া ॥ ৬৯ ॥
নরোত্তম সিক্ত হৈয়া নয়নের জলে।
পুনঃ পুনঃ লোটাইয়া পড়ে পদতলে ॥ ৭০ ॥
যৈছে পরস্পর হৈল সবার মিলন।
একমুখে তাঁর লেশ না হয় বর্ণন ॥ ৭১ ॥
আচার্য্যঠাকুর শ্রীঠাকুরমহাশয়।
প্রভুরে লইয়া আইলা গৌরাঙ্গ আলয় ॥ ৭২ ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
রাধাকৃষ্ণ রাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ ॥ ৭৩ ॥
বীরচন্দ্র দর্শন করিয়া এ সবার।
হইলা অধৈর্য্য নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৭৪ ॥
ভূমেতে পড়িয়া বার বার প্রণময়ে।
মনে উপজয়ে যাঁহা তাঁহা কে জানয়ে ॥ ৭৫ ॥
ধৈর্য্যাবলম্বন প্রভু কৈল কতক্ষণে।
শ্রীমালাপ্রসাদ দিল পূজারী যতনে ॥ ৭৬ ॥
আচার্য্য ঠাকুর মহাশয় যত্ন করি।
লৈয়া গেলা বাসা যথা আছেন ঈশ্বরী ॥ ৭৭ ॥
এথাতে বৈষ্ণব সব অধৈর্য্য দর্শনে।
নেত্রাম্বু নিবারি স্থির হৈল সর্ব্বজনে ॥ ৭৮ ॥

পূজারী দিলেন মালা প্রসাদ সভারে।
প্রভুর নিকটে গেলা উল্লাস অন্তরে ॥ ৭৯ ॥
শ্রীখেতরি আদি গ্রামবাসী লোকগণ।
চতুর্দিকে ধায় সবে করিতে দর্শন ॥ ৮০ ॥
দর্শন করিয়া সবে চলে নিজ বাসে।
কেহ কার প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥ ৮১ ॥
ভুবনমোহন নিত্যানন্দ বলরাম।
তাঁর পুত্র প্রভু বীরভদ্র গুণধাম ॥ ৮২ ॥
ভুবনমোহন মূর্ত্তি রসের আলয়।
দেখিলে আঁখির তৃষ্ণা বাঢ়ে অতিশয় ॥
কেহ কহে মো সবার ধন্য এ জীবন।
অনায়াসে পাইলুঁ দুর্লভ দরশন ॥ ৮৩ ॥
কেহ কহে শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈতে।
মনোরথ পূর্ণ হৈল খেতরি গ্রামেতে ॥ ৮৪ ॥
ঐছে কত কহে লোক আনন্দ আবেশে।
বীরচন্দ্র গমন ব্যাপিল সর্ব্বদেশে ॥ ৮৫ ॥
এথা বীরচন্দ্র প্রভু অপূর্ব্ব বাসায়।
সবা সহ বসিলেন আনন্দ হিয়ায় ॥ ৮৬ ॥
বীরচন্দ্র প্রভু প্রতি আচার্য্য ঠাকুর।
মন্দ মন্দ হাসি কহে বচন মধুর ॥ ৮৭ ॥
আজি করিবেন এথা পক্কান্ন ভোজন।
হইল প্রস্তুত পূর্বে শুনি আগমন ॥ ৮৮ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র নিজ সম্পূট হইতে।
গোবর্দ্ধন শিলা দিলা ভোগ লাগাইতে ॥ ৮৯ ॥
তাঁরে নানা সামগ্রী যত্নেতে আনি দিল।
ভোগ সরাইয়া শিলা সম্পূটে রাখিলা ॥ ৯০ ॥
শ্রীমন্দির হৈতে নানা প্রসাদ আনিলা।
হইল প্রস্তুত সব যত্নে নিবেদিলা ॥ ৯১ ॥
আচার্য্যের বাক্য শুনি কহেন গোঁসাই।
হইয়াছে ক্ষুধা বিলম্বের কাজ নাই ॥ ৯২ ॥
এত কহি সবা লৈয়া বসিলা প্রাঙ্গণে।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভাগ্যবন্ত জনে ॥ ৯৩ ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী আদি কথোজন ॥ ৯৪ ॥
বিবিধ পক্কান্ন সব লইয়া যত্নেতে।
করে পরিবেশন পরমানন্দচিতে ॥ ৯৫ ॥
আম্র পনস দাড়িম্বাদি নানা ফল।
দধি দুগ্ধ ছেনা চিনি পানাদি সকল ॥ ৯৬ ॥
ক্রমে ক্রমে দিয়া শোভা দেখয়ে কৌতুকে।
আচার্য্যাদি সবা সহ ভুঞ্জে প্রভু সুখে ॥ ৯৭ ॥
পুরী পুপ লডুকাদি অতি মনোহর।
স্বাদে স্বাদে ভোজন হইল গুরুতর ॥ ৯৮ ॥
করি আচমন প্রভু বসিলা আসনে।
প্রসাদি তাম্বুল খাইলেন হর্ষ মনে ॥ ৯৯ ॥
শেষে ভুঞ্জে লোক যত লেখা নাই তাঁর।
এ সকল বিস্তারি নারিয়ে বর্ণিবার ॥ ১০০ ॥
গণ সহ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়।
প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আনন্দে ভাসয় ॥ ১০১ ॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্র সুধা পানে।
কত সুখে গেল দিবা রাত্রি জাগরণে ॥ ১০২ ॥
প্রাতে সবে প্রাতঃক্রিয়া স্নানাদি করিলা।
শ্রীসন্তোষ প্রভু বীরচন্দ্র আগে আইলা ॥ ১০৩ ॥
পরাইয়া অতি সূক্ষ্ম নবীন বসন।
দেখিয়া প্রভুর শোভা জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥
সঙ্গের বৈষ্ণবগণে করিয়া বিনয়।
পরাইয়া নব বস্ত্র আনন্দ হৃদয় ॥ ১০৫ ॥
অপূর্ব্ব আসন প্রভু আগে সাজাইলা।
তাহে বসি গোবর্দ্ধন শিলা সেবা কৈলা ॥ ১০৬ ॥
ভূষিত করিয়া পূষ্প তুলসী চন্দনে।
বিবিধ সামগ্রী ভোগ দিলা সেইক্ষণে ॥ ১০৭ ॥
ভোগ সরাইয়া বহু প্রণাম করিলা।
প্রসাদি সামগ্রী সব জনে বাঁটি দিলা ॥ ১০৮ ॥
প্রভু বীরচন্দ্রের যে পাককর্ত্তাগণ।
অতি শীঘ্র করিলেন অপূর্ব্ব রন্ধন ॥ ১০৯ ॥

গোবর্দ্ধনশিলায় সে ভোগ সমর্পিলা।
ভোগ সরাইয়া স্বর্ণ সম্পূটে রাখিলা ॥ ১১০ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের করি আরতি দর্শন।
সবা সহ কৈলা প্রভু আনন্দে ভোজন ॥ ১১১ ॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি বিশ্রাম করিলা।
কতক্ষণ পরে সবা লইয়া বসিলা ॥ ১১২ ॥
আচার্য্যের প্রতি প্রভু বীরচন্দ্র কয়।
সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে সাধ হয় ॥ ১১৩ ॥
আচার্য্য কহয়ে সর্ব্ব সাধকর্ত্তা তুমি।
মো সবার সাধ পূর্ণ হবে এই জানি ॥ ১১৪ ॥
মনেল উল্লাসে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য সবা প্রতি কয় ॥ ১১৫ ॥
শ্রীসন্তোষ রায় সব সজ্জা করাইলা।
সংকীর্ত্তনারম্ভ কথা সকলে শুনিলা ॥ ১১৬ ॥
ধাইয়া সকল লোক চতুর্দ্দিক হৈতে।
আসিয়া বেঢ়িলা প্রাঙ্গণের চারিভিতে ॥ ১১৭ ॥
অপরাহ্নকালে বীরচন্দ্র সবা সনে।
বাসা হৈতে আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে ॥ ১১৮ ॥
করিলেন উত্থাপন আরতি দর্শন।
পূজারী দিলেন আনি শ্রীমালা চন্দন ॥ ১১৯ ॥
আচার্য্যের হৈল অতি উল্লাস অন্তর।
করিলা চন্দন চিত্র অতি মনোহর ॥ ১২০ ॥
নানা পুষ্পমালা পরাইয়া প্রভুগলে।
দেখিয়া অপূর্ব্ব শোভা ভাসে নেত্রজলে ॥ ১২১ ॥
মহাশয় গায়ক বাদকগণ লৈয়া।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করয়ে হৃষ্ট হৈয়া ॥ ১২২ ॥
গোকুল বরিষে সুধা রাগ আলাপনে।
দেবীদাস বায় খোল বিচিত্র বন্ধানে ॥ ১২৩ ॥
খোল করতালধ্বনি আলাপ প্রকার।
ভেদয়ে গগন দেবলোকে চমৎকার ॥ ১২৪ ॥
শ্রীমহাশয়ের কণ্ঠধ্বনি সুমঙ্গলে।
উথলে আনন্দ সিন্ধু অধৈর্য্য সকলে ॥ ১২৫ ॥

চারিদিকে বৈষ্ণবমণ্ডলী মনোহর।
মধ্যে প্রভু বীরচন্দ্র শোভয়ে সুন্দর ॥ ১২৬ ॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ ঝলমল করে।
সুমধুর ভঙ্গীতে মদন মদ হরে ॥ ১২৭ ॥
করয়ে নর্ত্তন মহা প্রেমের আবেশে।
তুলিয়া আজানু বাহু ফিরে চারিপাশে ॥ ১২৮ ॥
পরিসর বক্ষে দোলে নানা পুষ্পহার।
অবিরল বিপুল পুলক আনিবার ॥ ১২৯ ॥
সুচারু বদনে হরি হরি বোল বলে।
ভাসয়ে দীঘল দুটি নয়নের জলে ॥ ১৩০ ॥
চঞ্চল চলন চারু চরণকমল।
অভিনব পরশে হরষ মহীতল ॥ ১৩১ ॥
ভুবনমোহন নৃত্য করয়ে কীর্ত্তনে।
হরিষে কুসুম বরিষয়ে দেবগণে ॥ ১৩২ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যের বেশ ধরি।
অনিমেষনেত্রে দেখে নৃত্যের মাধুরী ॥ ১৩৩ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র ইচ্ছা সবার সহিতে।
করিব নর্ত্তন তেঞি চাহে চারিভিতে। ১৩৪ ॥
হেনই সময়ে শ্রীআচার্য্য মহাশয়।
গণ সহ করে নৃত্য প্রেমানন্দময় ॥ ১৩৫ ॥
কিবা সে অদ্ভুত নৃত্য ভুবনমঙ্গল।
পদভরে ধরণী করয়ে টলমল ॥ ১৩৬ ॥
গীত নৃত্য বাদ্য নব্য নব্য ক্ষণে ক্ষণে।
উপমা দিবার ঠাঞি নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৩৭ ॥
হইলেন আত্ম বিস্মরিত সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিকে করে মহা হুঙ্কার গর্জন ॥ ১৩৮ ॥
বীরদর্প করে কেহ কেহ দেই লম্ফ।
বিদ্যুতের প্রায় কার দেহে হয় কম্প ॥ ১৩৯ ॥
কেহ বীরচন্দ্রের চরণে পড়ি কান্দে।
ধরণী লোটায় কেহ ধৈর্য্য নাহি বান্দে ॥ ১৪০ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র হৈলা পরম বিহ্বল।
ধূলায় ধুসর অঙ্গ করে টলমল ॥ ১৪১ ॥

মহা সিংহনাদ প্রভু করে বারে বারে।
নরোত্তমে কোলে করি ছাড়িতে না পারে ॥ ১৪২ ॥
শ্রীদেবীদাসের কর লৈয়া ধরে বক্ষে।
কি অপূর্ব্ব বাদ্য কহি ধারা বহে চক্ষে ॥ ১৪৩ ॥
গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।
কহিলা কতেক তাঁরে অধৈর্য্য হইয়া ॥ ১৪৪ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি কর ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি ॥ ১৪৫ ॥
তুমি সে জানহ নিত্যানন্দের মহিমা।
আচার্য্যের অনুগ্রহ তাঁর এই সীমা ॥ ১৪৬ ॥
এত কহি গোকুলে কহয়ে বার বার।
গাও গাও ওহে প্রাণ জুড়াও আমার ॥ ১৪৭ ॥
শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লাসিত।
কিবা সে অপূর্ব্ব কবিরাজকৃতগীত ॥ ১৪৮ ॥

তথাহিগীতং—

“ জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥ ধ্রু ॥
ডগ মগ লোচন কমল ঢুলায়ত,
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ফুকারই,
গৌর প্রেমভরে চলই না পার ॥ ১ ॥

বিচিত্র বন্ধানে শ্রীগোকুলদাস গায়।
ভাসিলা সকল লোক প্রেমের বন্যায় ॥ ১৪৯ ॥
সংকীর্ত্তনমধ্যে যে যে হৈল চমৎকার।
তাঁহা বিস্তারিয়া বর্ণিবারে শক্তিকার ॥ ১৫০ ॥
চতুর্দিকে হরি হরি ধ্বনি কোলাহল।
ভেদয়ে গগন মহী ব্যাপিল সকল ॥ ১৫২ ॥
কত শত দীপ জ্বলে দেখিতে সুন্দর।
সংকীর্ত্তনে হৈল রাত্রি তৃতীয় প্রহর ॥ ১৫৩ ॥
স্থির হৈয়া বৈসে সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে।
হইল প্রভাত কৃষ্ণকথা আলাপানে ॥ ১৫৪ ॥

প্রাতঃক্রিয়া করি সবে স্নানাদি করিলা।
প্রভু বীরচন্দ্রের বাসায় সবে আইলা ॥ ১৫৫ ॥
গোবর্দ্ধনশিলা সেবা করি প্রভু বীর।
সে আনন্দ আবেশে হইতে নারে স্থির ॥ ১৫৬ ॥
রামচন্দ্র প্রতি প্রভু কহে বারে বারে।
শ্রীরাসবিলাস কিছু শুনাহ আমারে ॥ ১৫৭ ॥
রামচন্দ্র কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
ভাগবত পদ্য অর্থ কৈলা চমৎকার ॥ ১৫৮ ॥
শুনি বীরচন্দ্রের আনন্দ অতিশয়।
রামচন্দ্রে ধরি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥ ১৫৯ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র ধৈর্য্য ধরি কতক্ষণে।
আচার্য্যের প্রতি কহে মধুর বচনে ॥ ১৬০ ॥
এ হেন দুর্লভ সঙ্গ হইবে কি আর।
এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ১৬১ ॥
আচার্যাদি সবে ভাসে নয়নের জলে।
প্রভু ইচ্ছামতে স্থির হইলা সকলে ॥ ১৬২ ॥
শ্রীরূপঘটক আর গঙ্গানারায়ণ।
শ্যামদাস গোবিন্দাদি ভাগবতগণ ॥ ১৬৩ ॥
অপূর্ব্ব পক্কান্ন আম্র-পনসাদি যত।
শীঘ্র সজ্জ কৈল প্রভু আজ্ঞা অভিমত ॥ ১৬৪ ॥
গোবর্দ্ধনশিলা আগে ধরিলা যতনে।
প্রভু বীরচন্দ্র ভোগ দিলেন আপনে ॥ ১৬৫ ॥
সময় জানিয়া প্রভু ভোগ সরাইলা।
তাম্বূল সমর্পি শিলা সম্পূটে রাখিলা ॥ ১৬৬ ॥
গৌরাঙ্গ দর্শন করি সবারে লইয়া।
ভুঞ্জিলেন প্রসাদ পরম যত্ন পাঞা ॥ ১৬৭ ॥
প্রসাদি তাম্বুল সুখে করিয়া ভক্ষণ।
সবা সহ বিশ্রাম করিলা কতক্ষণ ॥ ১৬৮ ॥
ঐছে প্রভু নিত্যানন্দচন্দ্রের তনয়।
প্রিয়বর্গ সঙ্গে মহা রঙ্গে বিলসয় ॥ ১৬৯ ॥
একদিন আচার্য্যের প্রতি প্রভু কহে।
একচক্রা হইয়া যাইব খড়দহে ॥ ১৭০ ॥

কালি প্রাতে গমন করিব কৈনু মনে।
কথোদূর পর্যন্ত যাইব তুয়া সনে ॥ ১৭১ ॥
আচার্য্য কহেন মনে হৈল যে তোমার।
ইহাকে অন্যথা করে ঐছে শক্তি কার ॥ ১৭২ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র হাসি কহে ধীরি ধীরি।
তোমা সবাকার বাক্য লঙ্ঘিতে না পারি ॥ ১৭৩ ॥
কহিলাম মনে যাঁহা হইল উদয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেই ইচ্ছা হয় ॥ ১৭৪ ॥
নরোত্তমে কহে গিয়া আচার্য্য ঠাকুর।
আমা সহ হৈবে কালি গমন প্রভুর ॥ ১৭৫ ॥
শুনি মহাশয় অতি ব্যাকুল হইলা।
আচার্য্য ঠাকুর অতি যত্নে প্রবোধিলা ॥ ১৭৬ ॥
আর যে প্রসঙ্গ দোঁহে করিলা নির্জনে।
সে সকল বুঝিবারে নারে অন্য জনে ॥ ১৭৭ ॥
কতক্ষণ রহি তথা প্রভুপাশ আইলা।
গমনের আয়োজন সন্তোষ করিলা ॥ ১৭৮ ॥
প্রভু বীরচন্দ্রের সঙ্গেতে যাবে যাঁহা।
ঠাকুর কানাঞি ঠাঞি সমর্পিলা তাঁহা ॥ ১৭৯ ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের সঙ্গে যাঁহা চাই।
তাঁহা সমর্পিল রূপঘটকের ঠাঞি ॥ ১৮০ ॥
বুধরি গ্রামেতে শীঘ্র লোক পাঠাইলা।
পদ্মবতী তীরে বহু নৌকা রাখাইলা ॥ ১৮১ ॥
হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি খেতরি হইতে।
যাত্রা করিবেন প্রভু রজনী প্রভাতে ॥ ১৮২ ॥
কেহ কার প্রতি কত কহে ঠাঞি ঠাঞি।
দিবারাত্রি লোক গতায়াত অন্ত নাই ॥ ১৮৩ ॥
শ্রীনিবাসচার্য্য লৈয়া বীরচন্দ্র রায়।
গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে গিয়া হইলা বিদায় ॥ ১৮৪ ॥
বাসায় আসিয়া বসিলেন কতক্ষণ।
তথাতে একত্র হইলেন সর্ব্বজন ॥ ১৮৫ ॥
গমন করিল শীঘ্র পদ্মবতী তীরে।
কেহ কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥ ১৮৬ ॥

দীন প্রায় শ্রীমহাশয়ের শিষ্যগণ।
বন্দিলেন প্রভু বীরচন্দ্রে চরণ ॥ ১৮৭ ॥
করিলা প্রণাম বহু আচার্য্য চরণে।
এ দোঁহে করিলা অনুগ্রহ সর্ব্বজনে ॥ ১৮৮ ॥
শ্রীমহাশয়েরে রামচন্দ্র কহি কত।
হইলা বিদায় কত দিবসের মত ॥ ১৮৯ ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী শ্রীগাপীেরমণ ॥ ১৯০ ॥
বলরাম কবিরাজ আদি কথোজনে।
আচার্য্য রাখিলা মহাশয় সন্নিধানে ॥ ১৯১ ॥
খেতরি গ্রামেতে হৈতে আইলা যতজন।
সবারে কহিলা নানা প্রবোধ বচন ॥ ১৯২ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র লৈয়া আচার্য্যঠাকুর।
চড়িলা নৌকায় সব ধৈর্য্য গেল দূর ॥ ১৯৩ ॥
রামচন্দ্র আদি সবে চড়িলা নৌকায়।
কর্ণধার নৌকা ছাড়ি দিলেন ত্বরায় ॥ ১৯৪ ॥
উঠিল ক্রন্দনধ্বনি পদ্মবতী তীরে।
তাঁহার শ্রবণে দারু পাষাণ বিদরে ॥ ১৯৫ ॥
গণ সহ আচার্য্য শ্রীবীরচন্দ্র লৈয়া।
গেলেন বুধরি গ্রামে পদ্মা পার হৈয়া ॥ ১৯৬ ॥
এথা অতি অধৈর্য্য হইয়া মহাশয়।
সবা সহ আইলেন গৌরাঙ্গ আলয় ॥ ১৯৭ ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
রাধাকান্ত রাধাকৃষ্ণ শ্রীরাধারমণ ॥ ১৯৮ ॥
দর্শনে সবার হৈল উল্লসিত হিয়া।
অতি শীঘ্র করিলেন স্নানাদিক ক্রিয়া ॥ ১৯৯ ॥
সবা লৈয়া মহাশয় প্রসাদ ভুঞ্জিলা।
কৃষ্ণকথারসে দিবারাত্রি গোঙাইলা ॥ ২০০ ॥
সেই দিন হৈতে ঐছে হৈলা মহাশয়।
ক্ষণে অতি স্থির ক্ষণে ব্যাকুল হৃদয় ॥ ২০১ ॥
এইরূপ কথক দিবস গোঙাইতে।
রামচন্দ্র আইলেন জাজিগ্রাম হৈতে ॥ ২০২ ॥

রামচন্দ্র গমনাগমন আদি করি।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিনু বিস্তারি ॥ ২০৩ ॥
রামচন্দ্র গমনে আনন্দ মহাশয়।
সবার হইল অতি প্রসন্ন হৃদয় ॥ ২০৪ ॥
গোবিন্দাদি লৈয়া গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে।
দিবানিশি মত্ত মহাশয় সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ২০৫ ॥
রাজা নরসিংহ চাঁদ রায় আদি যত।
সবে সঙ্কীর্ত্তন রসে হইলা উন্মত্ত ॥ ২০৬ ॥
vকিছু দিন পরে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীগোবিন্দচক্রবর্ত্তী আদি সবে কয় ॥ ২০৭ ॥
বহু দিন হৈল গৃহে না কৈলে গমন।
শীঘ্র করি একবার যাহ সর্ব্বজন ॥ ২০৮ ॥
যদ্যপি যাইতে কার মন নাহি হয়।
তথাপিহ গেলা আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয় ॥ ২০৯ ॥
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী গঙ্গানারায়ণ।
হরিরাম রামকৃষ্ণ শ্রীগোপীরমণ ॥ ২১০ ॥
বলরাম কবিরাজ আদি এ সবার।
গমন হইল যৈছে নারি বর্ণিবার ॥ ২১১ ॥
রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কথো দিন পরম আনন্দে বিলসয় ॥ ২১২ ॥
একদিন দোঁহে বসি পরম নির্জনে।
জানি কি পরামর্শ কৈলা দুই জনে ॥ ২১৩ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ কিছু দিন পরে।
জাজিগ্রামে গেলা অতি ব্যাকুল অন্তরে ॥ ২১৪ ॥
তথা হৈতে সংবাদ আইল কথোদিনে।
শ্রীআচার্য্যঠাকুর গেলেন বৃন্দাবনে ॥ ২১৫ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ সঙ্গে নিরন্তর।
কে বুঝিতে পারে এই দোহার অন্তর ॥ ২১৬ ॥
একদিন মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
কি হইল কান্দিয়া কহয়ে বারে বারে ॥ ২১৭ ॥

ত্রিপদী

গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীনিবাস গদাধর
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীস্বরূপ দামোদর হরিদাস বক্রেশ্বর
এ সব প্রেমের অধিকারী ॥
করিলা যে সব লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাঁহা মুঞি না পাই দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম না বুঝিলুঁ সে না মর্ম্ম
এ না শেল রহি গেল চিতে ॥
প্রভু সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীবলোকনাথ।
এ সকল প্রভু মিলি কৈলা কি মধুর কেলি
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ ॥
সভে হৈলা অদর্শন শূন্য ভেল ত্রিভুবন
আঁধল হইল এ না আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ না দেখাঙ ছার মুখ
আছি যেন মরা পশু পাখী ॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস আছিলুঁ যাঁহার পাশ
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা
দুঃখে জীউ করে আনছান ॥
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥ ২ ॥

এত কহিতেই সবে করিলা শ্রবণ।
রামচন্দ্র কবিরাজ হৈলা অদর্শন ॥ ২১৮ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
নির্জন বনেতে গিয়া কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ২১৯ ॥
ওহে রামচন্দ্র মোরে গেলা কোথা ছাড়ি।
এত কহি কণ্ঠ রুদ্ধ রহে ভূমে পড়ি ॥ ২২০ ॥

রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ রাজা সন্তোষাদি কথোজন ॥ ২২১ ॥
দূরে থাকি দেখি সিক্ত হৈয়া নেত্র জলে।
পড়িয়া আছেন মহাশয় মহীতলে ॥ ২২২ ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে করয়ে ক্রন্দন।
কতক্ষণে মহাশয় হইলা চেতন ॥ ২২৩ ॥
সবা লৈয়া আইলেন গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
কতক্ষণ স্থির হৈলা প্রভুর দর্শনে ॥ ২২৪ ॥
ঐছে দিন পাঁচ সাত রহি মহাশয়।
গঙ্গাস্নান যাইব সবার প্রতি কয় ॥ ২২৫ ॥
প্রভুর সেবাতে সবে সাবধান করি।
কথোজন সঙ্গে শীঘ্র আইলা বুধরি ॥ ২২৬ ॥
তথা হৈতে আইলা গাম্ভীলা গঙ্গা তীরে।
অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্যাপিল শরীরে ॥ ২২৭ ॥
চিতা সজ্জ কর শীঘ্র এই আজ্ঞা দিয়া।
রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া ॥ ২২৮ ॥
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন শিষ্যগণ।
সবারে করিলা স্থির গঙ্গানারায়ণ ॥ ২২৯ ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আইসে লৈয়া নিজগণে।
দেখামাত্র হয় কথা নাহি কারো সনে ॥ ২৩০ ॥
ঐছে মহাশয় তিন দিন গোঙাইলা।
লোক দৃষ্ট্যে দেহ হৈতে পৃথক হইলা ॥ ২৩১ ॥
মহাশয়ে স্নান করাইয়া সেইক্ষণে।
চিতার উপরে রাখিলেন দিব্যাসনে ॥ ২৩২ ॥
পরস্পর কহে সুখে ব্রাহ্মণসকল।
বিপ্রশিষ্য কৈল যৈছে হৈল তাঁর ফল ॥ ২৩৩ ॥
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম কিছু না কহিল।
বাক্যরোধ হৈয়া নরোত্তম দাস মৈল ॥ ২৩৪ ॥
গঙ্গানারায়ণ ঐছে পণ্ডিত হইয়া।
হইলেন শিষ্য নিজ ধর্ম তেয়াগিয়া ॥ ২৩৫ ॥
দেখিল গুরুর দশা হইল যেমন।
জানি ইহার দশা হইবে কেমন ॥ ২৩৬ ॥
পুনঃ পুনঃ গঙ্গানারায়ণে শুনাইয়া।
ঐছে কত কহে সবে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৩৭ ॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দয়া উপজিল মনে।
গঙ্গানারায়ণ আইলা চিতা সন্নিধানে ॥ ২৩৮ ॥
করযোড় করিয়া কহয়ে বার বার।
নিজ গুণে কৈল প্রভু পাষণ্ডী উদ্ধার ॥ ২৩৯ ॥
এবে এ পাষণ্ডীগণ মর্ম্ম না জানিয়া।
নিন্দে তোমা সব দুঃখ পায়েন শুনিয়া ॥ ২৪০ ॥
এ সবার হইল ঘোর নরকে গমন।
রক্ষা কর কৃপাদৃষ্ট্যে করি নিরীক্ষণ ॥ ২৪১ ॥
গঙ্গানারায়ণের এ ব্যাকুলবচনে।
নিজ দেহে মহাশয় আইলা সেইক্ষণে ॥ ২৪২ ॥
"রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য" বলিয়া নরোত্তম।
উঠিলেন চিতা হইতে তেজ সূর্য্যসম ॥ ২৪৩ ॥
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করে সর্ব্বজনে।
অকস্মাৎ পুষ্প বরিষয়ে দেবগণে ॥ ২৪৪ ॥
দূরে থাকি দেখি সব নিন্দুক ব্রাহ্মণ।
মহাভয় হইল স্থির নহে কোন জন ॥ ২৪৫ ॥
কেহ কার প্রতি কহে কি কার্য্য করিনু।
আপনা খাইয়া হেন জনেরে নিন্দিনু ॥ ২৪৬ ॥
ঐছে কত কহি শিরে করে করাঘাত।
কাপয়ে অন্তর নেত্রে হয় অশ্রুপাত ॥ ২৪৭ ॥
নিন্দুক ব্রাহ্মণগণ সাপরাধী হইয়া।
গঙ্গানারায়ণ পদে পড়ে প্রণমিয়া ॥ ২৪৮ ॥
কাতরে কহয়ে রক্ষা কর মো সবারে।
বৃথা জন্ম গোঙাই বিপ্র অহঙ্কারে ॥ ২৪৯ ॥
শ্রীমহাশয়ের আগে যাইতে না পারি।
করাহ তাঁহার অনুগ্রহ কৃপা করি ॥ ২৫০ ॥
শুনিয়া ব্যাকুল বাক্য গঙ্গানারায়ণ।
মহাশয় সমীপে গেলেন সেইক্ষণ ॥ ২৫১ ॥
করযোড় করিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে।
অনুগ্রহ কর প্রভু এ সব বিপ্রেরে ॥ ২৫২ ॥

এত কহি সেই বিপ্রগণ ভূমে পড়ি।
প্রণমিয়া কাতরে কহয়ে কর যুড়ি ॥ ২৫৩ ॥
মো সবার সম বিপ্রাধম নাহি আর।
করিনু যতেক নিন্দা লেখা নাহি তাঁর ॥ ২৫৪ ॥
বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মিথ্যা অহঙ্কারে।
সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করিলুঁ তোমারে ॥ ২৫৫ ॥
হইল বিফল সবে পড়িলুঁ যে সব।
কভু না স্পর্শিল সে দুর্লভ ভক্তি লব ॥ ২৫৬ ॥
কৃপা করি নাশহ দুর্দ্দৈব মো সভার।
লইলুঁ শরণ এই চরণে তোমার ॥ ২৫৭ ॥
দেখিয়া ব্যাকুল শ্রীঠাকুর মহাশয়।
ভক্তিরত্ন দিয়া সে সবারে আলিঙ্গয় ॥ ২৫৮ ॥
সবে আজ্ঞা কৈল গঙ্গানারায়ণস্থানে।
ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন কর সাবধানে ॥ ২৫৯ ॥
কিছু দিন পরে সবে যাইব খেতরি।
অদ্য আমি এথা হইতে যাইব বুধরি ॥ ২৬০ ॥
এত কহিশীঘ্র করিলেন গঙ্গাস্নান।
নয়ন ভরিয়া দেখিলেন ভাগ্যবান ॥ ২৬১ ॥
শ্রীমহাশয়ের এই প্রসঙ্গ সকল।
ব্যাপিল সর্ব্বত্র হইল সবার মঙ্গল ॥ ২৬২ ॥
গঙ্গাতীর হৈতে মহাশয় সবাসনে।
গঙ্গানারায়ণগৃহে গেলা কথোক্ষণে ॥ ২৬৩ ॥
তথা নানা মিষ্টান্ন ভুঞ্জিলা সবা লৈয়া।
অতি শীঘ্র বুধরি আইলা হৃষ্ট হৈয়া ॥ ২৬৪ ॥
শ্রীগোবিন্দকবিরাজ কর্ণপুর আর।
কবিরাজ গোকুল বল্লবী মজুমদার ॥ ২৬৫ ॥
এ সবা সহিত গিয়া খেতরি গ্রামেতে।
নিরন্তর রহে কৃষ্ণকথা আলাপেতে ॥ ২৬৬ ॥
শ্রীপ্রভুগণের সেবা পরিচর্য্যা যত।
তাহাতেই নিযুক্ত হইলা অবিরত ॥ ২৬৭ ॥
গৌরাঙ্গ অঙ্গন ধূলি ধূসরিত হৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন প্রভুমুখপানে চাঞা ॥ ২৬৮ ॥

হা হা প্রভু গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত কৃষ্ণ।
করুণা করহ মুঞি বিষয় সতৃষ্ণ ॥ ২৬৯ ॥
ওহে প্রভু রাধাকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
সংসার যাতনা হৈতে করহ মোচন ॥ ২৭০ ॥
হে রাধারমণ মোরে রাখহ চরণে।
তোমা না ভুলিয়ে যেন জীবনে মরণে ॥ ২৭১ ॥
ঐছে কত প্রকার করয়ে নিবেদন।
সে সব শুনিতে কান্দে পশু পক্ষিগণ ॥ ২৭২ ॥
লোকভীড় দেখি প্রভু নির্জনে যাইয়া।
নাম উচ্চারয়ে মহাব্যাকুল হইয়া ॥ ২৭৩ ॥
ওহে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ওহে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর ॥ ২৭৪ ॥
ওহে সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়।
ওহে শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময় ॥ ২৭৫ ॥
ওহে করুণার সিন্ধু পণ্ডিত শ্রীবাস।
ওহে বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥ ২৭৬ ॥
ওহে শ্রীস্বরূপ রামানন্দ দামোদর।
ওহে শ্রীআচার্য্য গোপীনাথ কাশীশ্বর ॥ ২৭৭ ॥
ওহে বাচস্পতি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
ওহে সূর্য্যদাস গৌরীদাস পণ্ডিতার্য্য ॥ ২৭৮ ॥
ওহে শ্রীপণ্ডিত জগদীশ শুক্লাম্বর।
ওহে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ দাস গদাধর ॥ ২৭৯ ॥
ওহে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়।
মুকুন্দ মাধব বাসুঘোষ ধনঞ্জয় ॥ ২৮০ ॥
ওহে শ্রীজগদানন্দ সঞ্জয় শ্রীধর।
ওহে শ্রীমুকুন্দ নরহরি বিজ্ঞবর ॥ ২৮১ ॥
ওহে শ্রীমদ্ রূপসনাতন গুণসিন্ধু।
ওহে শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ দীনবন্ধু ॥ ২৮২ ॥
ওহে শ্রীগোপালভট্ট পতিতের প্রাণ।
ওহে রঘুনাথভট্ট গুণের নিধান ॥ ২৮৩ ॥
ওহে কুণ্ডবাসী স্বরূপের রঘুনাথ।
ওহে জীবগোস্বামী করহ দৃষ্টিপাত ॥ ২৮৪ ॥

ওহে গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রিয়গণ।
করহ করুণা মুঞি লইলুঁ শরণ ॥ ২৮৫ ॥
দেখি অতি পামর মোরে না উপেক্ষিবা।
মোর অভিলাষ পূর্ণ অবশ্য করিবা ॥ ২৮৬ ॥
ঐছে কত কহিয়া নারয়ে স্থির হইতে।
পুনঃ বিলপয়ে কৃপা কর হে ললিতে ॥ ২৮৭ ॥
শ্রীবিশাখা সুচিত্রা শ্রীচম্পকলতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী পরম গুণাধিকা ॥ ২৮৮ ॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা সখী সুচতুরী।
শ্রীরূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী কস্তুরী ॥ ২৮৯ ॥
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী সর্ব্বজনে।
রাখ মোরে শ্রীরাধিকাচরণ সেবনে ॥ ২৯০ ॥
হে রাধিকে কৃষ্ণ সে তোমার প্রাণেশ্বর।
তাঁর পাদপদ্ম সেবা দেহ নিরন্তর ॥ ২৯১ ॥
তোমা দোঁহা বসাইব রত্ন-সিংহাসনে।
নেত্র ভরি দেখিব বেষ্টিত সখীগণে ॥ ২৯২ ॥
সখীঙ্গিতে চামর ব্যজন করি সুখে।
সমর্পিব তাম্বুল দোহার চাঁদমুখে ॥ ২৯৩ ॥
হইবে কি পূর্ণ এই মনের অভিলাষ।
এত কহি মহাশয় ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ২৯৪ ॥
কতক্ষণ মৌন ধরি রহে মহাশয়।
নবদ্বীপ লীলা গত হইল হৃদয় ॥ ২৯৫ ॥
উর্দ্ধে দুই বাহু তুলি কহে বার বার।
দেখিব কি নেত্র ভরি নদীয়া বিহার ॥ ২৯৬ ॥
চতুর্দিকে শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ।
সম্মুখে অদ্বৈত দেব ভুবনপাবন ॥ ২৯৭ ॥
নিত্যানন্দ দক্ষিণে বামেতে গদাধর।
মধ্যে বিলসব নবদ্বীপ সুধাকর ॥ ২৯৮ ॥
দেখিব কি ঐছে গণ সহ গোরারায়।
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ ২৯৯ ॥
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের চরিত।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে উদ্বেগ বিপরীত ॥ ৩০০ ॥

শ্রীমহাশয়ের ঐছে চেষ্টা নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবল্লভের ব্যাকুল হয় হিয়া ॥ ৩০১ ॥
ঐছে পরস্পর সবে ভাবে মনে মনে।
মহাশয় যত্নে স্থির করে প্রিয়গণে ॥ ৩০২ ॥
কে বুঝে সে মনোবৃত্তি প্রিয়গণ লৈয়া।
সদা নাম সংকীর্ত্তনে রহে মগ্ন হৈয়া ॥ ৩০৩ ॥
একদিন মহাশয় কহে প্রিয়গণে।
গঙ্গানারায়ণের বিলম্ব হৈল কেনে ॥ ৩০৪ ॥
হেনকালে রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
দোঁহে আইলা সঙ্গে সেই বিপ্রকথোজন ॥ ৩০৫ ॥
পড়িলেন শ্রীমহাশয়ের পদতলে।
ভক্তিরসে মগ্ন বিপ্র ভাসে নেত্রজলে ॥ ৩০৬ ॥
তাঁ সবার ভক্তিযোগ হৈল অতিশয়।
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে সবে প্রণময় ॥ ৩০৭ ॥
আদরে শ্রীমহাশয় সবে করে কোলে।
তাঁরমধ্যে এক বিপ্র প্রধান সকলে ॥ ৩০৮ ॥
মনোবৃত্তি গঙ্গানারায়ণে সব বলে।
তেঁহ মহাশয়ে নিবেদয়ে কুতূহলে ॥ ৩০৯ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় করি অনুগ্রহ।
কথোজনে শিষ্য কৈলা দেখিয়া আগ্রহ ॥ ৩১০ ॥
মহাশয় প্রিয় গঙ্গানারায়ণ স্থানে।
কৃপা করি শিষ্য করাইলা কথোজনে ॥ ৩১১ ॥
সবে গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে প্রণমিলা।
শ্রীমহাপ্রসাদ পূজারি আনি দিলা ॥ ৩১২ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি বিজ্ঞগণ।
দেখি বিপ্রচেষ্টা হৈলা উল্লসিত মন ॥ ৩১৩ ॥
শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য আদি বিপ্র যত।
দীন হৈয়া সে সবার পদে হৈল নত ॥ ৩১৪ ॥
শ্রীসন্তোষ রাজা নরসিংহ আদি সব।
দেখিলেন বিপ্রবর্গে পরম বৈষ্ণব ॥ ৩১৫ ॥
মহামহোৎসব কৈলা তাঁর পর দিনে।
বিপ্রগণ উন্মত্ত হইলা সংকীর্ত্তনে ॥ ৩১৬ ॥

সবে হইলেন প্রেমভক্তি অধিকারী।
ঐছে অনুগ্রহের বালাই লৈয়া মরি ॥ ৩১৭ ॥
শ্রীমহাশয়ের চারু চরিত্র অপার।
সর্বমনোরথ পূর্ণ করিলা সবার ॥ ৩১৮ ॥
একদিন মহাশয় অতি প্রাতঃকালে।
হৈয়া মহা ব্যাকুল ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ৩১৯ ॥
অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কতক্ষণ ক্ষিতিতলে রহয়ে পড়িয়া ॥ ৩২০ ॥
সে হেন বদনপদ্ম শুকাইয়া যায়।
গদগদ স্বরে কহে কি হইল হায় ॥ ৩২১ ॥
হায় হায় বিধাতা হইলা মোরে বাম।
আর কি পাইব হে সে হেন গুণধাম ॥ ৩২২ ॥

যথা

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিলা সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা
শুনিতে না পাই মুখের কথা ॥
পুনঃ কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক রামচন্দ্র বলি ডাক
তবে যদি যাঙ সেই ভাল ॥
স্বরূপ রূপসনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস রামচন্দ্র যাঁর দাস
পুনঃ না কি মিলিব আমারে ॥
না দেখিয়ে সে না মুখ, বিদরিয়া যায় বুক।
বিষ শরে কুরঙ্গিণী যেন।
আঁচলে রতন ছিল কোন্ ছলে কেবা নিল
নরোত্তমের হেন দশা কেন ॥

এত কহি নীরব হইলা মহাশয়।
শুনি সভে ভাবয়ে না জানি কিবা হয় ॥ ৩২৩ ॥
মহাশয় জানি প্রিয়গণের অন্তর।
সবারে প্রবোধবাক্যে কহিলা বিস্তর ॥ ৩২৪ ॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে আসি বিদায় হইলা।
প্রভুগণ চরণে জীবন সমর্পিলা ॥ ৩২৫ ॥
কে বুঝে অন্তর অতি অধৈর্য্য হইয়া।
চলিলা বুধরি গোবিন্দাদি সঙ্গে লৈয়া ॥ ৩২৬ ॥
বুধরি গ্রামেতে একদিন স্থিতি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী আদি তথা আইলা ॥ ৩২৭ ॥
অতি সুমধুর বাক্যে সবে প্রবোধিলা।
শ্রীনাম কীর্তনে দিবা রাত্রি গোঙাইলা ॥ ৩২৮ ॥
বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে।
গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাজলে ॥ ৩২৯ ॥
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
মোর অঙ্গ মার্জন করহ দুইজনে ॥ ৩৩০ ॥
দোঁহে কিবা মার্জন করিব পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিশাইলা গঙ্গার জলেতে ॥ ৩৩১ ॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইল অন্তর্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা বুঝিব কি আন ॥ ৩৩২ ॥
অকস্মাৎ গঙ্গার তরঙ্গ উথলিল।
দেখিয়া লোকের মহাবিস্ময় হইল ॥ ৩৩৩ ॥
শ্রীমহাশয়ের ঐছে দেখি সঙ্গোপন।
বরিষে কুসুম স্বর্গে রহি দেবগণ ॥ ৩৩৪ ॥
চতুর্দিকে হৈল মহা হরি হরি ধ্বনি।
কেহ ধৈর্য্য ধরিতে নারয়ে ইহা শুনি ॥ ৩৩৫ ॥
সবে শ্রীঠাকুর নরোত্তমগুণ গায়।
ব্যাপিল জগৎ গুণে পাষাণ মিলায় ॥ ৩৩৬ ॥
মহাশয়ের সঙ্গে ছিল যত জন।
সবে লৈয়া গেলা গৃহে গঙ্গানারায়ণ ॥ ৩৩৭ ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ আর যত জন।
পরস্পর কৈলা সবে ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ ৩৩৮ ॥

শ্রীগোবিন্দকবিরাজ আদি সবাসনে।
মহোৎসব আয়োজন কৈ সেইক্ষণে ॥ ৩৩৯ ॥
গাম্ভীলা গ্রামেতে মহা মহোৎসব করি।
বুধরি হইয়া শীঘ্র গেলেন খেতরি ॥ ৩৪০ ॥
তথা রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ।
কৃষ্ণসিংহ চান্দরায় শ্রীগোপীরমণ ॥ ৩৪১ ॥
শ্রীগোবিন্দ রাজা সন্তোষাদি প্রিয়গণ।
সবে শীঘ্র কৈলা মহোৎসব আয়োজন ॥ ৩৪২ ॥
যৈছে মহোৎসব হৈল খেতরি গ্রামেতে।
সহস্রেক মুখেও তাঁহা না পারি বর্ণিতে ॥ ৩৪৩ ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে যে হৈল চমৎকার।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে নারি বর্ণিবার ॥ ৩৪৪ ॥
তথাপি কহিয়ে কিছু শুন দিয়া মন।
প্রভুর প্রাঙ্গণে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন ॥ ৩৪৫ ॥
দেবীদাস গৌরাঙ্গ গোকুল আদি যত।
গীত বাদ্যে সবাই হইলা উনমত ॥ ৩৪৬ ॥
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি কথোজন।
মহা মত্ত হৈয়া সবে করয়ে নর্ত্তন ॥ ৩৪৭ ॥
শ্রীগোবিন্দকবিরাজ আদি ভাবাবেশে।
হুঙ্কার গর্জন করি অট্ট অট্ট হাসে ॥ ৩৪৮ ॥
রাজা নরসিংহ আদি ভূমে গড়ি যায়।
চতুর্দিকে সবে সিক্ত নেত্রের ধারায় ॥ ৩৪৯ ॥
সংকীর্ত্তন রসের সমুদ্র উথলিল।
সেই কালে সবে আত্ম বিস্মরিত হৈল ॥ ৩৫০ ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের অলৌকিক লীলা।
নরোত্তম করে নৃত্য সকলে দেখিলা ॥ ৩৫১ ॥
সংকীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করি কতক্ষণ।
অতি অলক্ষিতে হইলেন অদর্শন ॥ ৩৫২ ॥
শ্রীমহাশয়ের প্রিয়গণ প্রেমময়।
হইল সবার অতি অধৈর্য্য হৃদয় ॥ ৩৫৩ ॥
স্বপ্নছলে সবে পুনঃ দিয়া দরশন।
করিলেন স্থির কহি প্রবোধবচন ॥ ৩৫৪ ॥
এমন করুণাময় কেবা আছে আর।
নিজ পর কারো দুঃখ নারে সহিবার ॥ ৩৫৫ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কে না ঝুরে।
যাঁর গুণ শুনি দারু পাষাণ বিদরে ॥ ৩৫৬ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ৩৫৭ ॥

ইতি নরোত্তমবিলাসে শ্রীলনরোত্তমসঙ্গোপন নাম একাদশ বিলাস ॥ ১১ ॥

॥ দ্বাদশ বিলাস ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ।
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনুগ্রহ ॥ ১ ॥
জয় জয় দয়ার সমুদ্র শ্রোতাগণ।
এবে যে কহিয়ে তাঁহা করহ শ্রবণ ॥ ২ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শিষ্য কৈল যত।
তাঁ সবার চেষ্টা কেবা বর্ণিবেক কত ॥ ৩ ॥
শ্রীমহাশয়ের শাখা প্রশাখা বিস্তর।
তাঁর মধ্যে কহি কিছু মো মূর্খ পামর ॥ ৪ ॥
আগে পাছে নাম ইথে দোষ না লইবে।
নিজভৃত্য জানি সবে প্রসন্ন হইবে ॥ ৫ ॥
জয় জয় শ্রীমহাশয়ের শিষ্যগণ।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত সবার জীবন ॥ ৬ ॥
জয় শ্রীপূজারী বলরাম ভক্তিময়।
যাঁর সেবাবশে প্রভু প্রসন্ন হৃদয় ॥ ৭ ॥
জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ।
গণসহ গৌরচন্দ্র যাঁর প্রাণধন ॥ ৮ ॥

জয় শ্রীআচার্য্য রামকৃষ্ণ গুণমণি।
যাঁর শাখা প্রশাখায় ব্যাপিল অবনী ॥ ৯ ॥
জয় ভক্তিদাতা শ্রীপূজারী রবিরায়।
মহানন্দ পান যেঁহ বৈষ্ণব সেবায় ॥ ১০ ॥
জয় জয় চক্রবর্ত্তী গঙ্গানারায়ণ।
যাঁর শাখা প্রশাখায় ব্যাপিল ভুবন ॥ ১১ ॥
জয় রাধাবল্লভ চৌধুরী দয়াময়।
যাঁর প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ ১২ ॥
শ্রীমহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমাকান্ত।
তাঁর পুত্র শ্রীরাধাবল্লভ মহা শান্ত ॥ ১৩ ॥
জয় শ্রীনবগৌরাঙ্গদাস গুণরাশি।
যেঁহ গৌরচন্দ্র নামে মত্ত দিবানিশি ॥ ১৪ ॥
জয় নারায়ণ ঘোষ প্রেমভক্তিময়।
যাঁর গানে মত্ত শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ ১৫ ॥
জয় কৃষ্ণসিংহ সিংহ বিক্রম বিদিত।
নিরন্তর প্রেমে মত্ত সঙ্গীতে পণ্ডিত ॥ ১৬ ॥
জয় শ্রীসন্তোষ রায় বিদিত ভুবনে।
মহাশয় হর্ষ যাঁর সেবা আচরণে ॥ ১৭ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সহ প্রীতি অতি।
কবিরাজ গীতে ব্যক্ত কৈল তাঁর রীতি ॥ ১৮ ॥
শ্রীসন্তোষাদেশে কবিরাজ হর্ষ হৈলা।
সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বর্ণিলা ॥ ১৯ ॥

তথাহিসঙ্গীতমাধব নাটকে—

পদ্মাবতীতীরবর্ত্তি গোপালপুরনিবাসি গৌড়াধিরাজমহামাত্য শ্রীপুরুষোত্তমদত্তসত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষ দত্তঃ স হি শ্রীনরোত্তমদত্ত সত্তমমহাশয়ানাং কনীয়ান্ পিতৃ রাজ্যে ভ্রাতা শিষ্যস্তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্ব্বরাগাদি বিলাসার্হ সঙ্গীতমাধবং নাটক বিরচর্য্য নানারত্নাদি দানেনাস্মান্ পুরস্কৃত সমর্পিতোঽস্তি সব প্রস্তুয়তাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ— পদ্মাবতী নদীতীরস্থ গোপালপুর নিবাসী গৌড়াধিরাজের প্রধান অমাত্য শ্রীপুরুষোত্তম দত্তমহাশয়ের পুত্র শ্রীসন্তোষ দত্ত, তিনিই শ্রীনরোত্তম দত্তসত্তম মহাশয়ের খুল্লতাতজ ভ্রাতা ও শিষ্য; তিনি শ্রীরাধামাধবের প্রকট লীলানুসারে লৌকিক রীতি অনুসারে পূর্ব্বরাগাদি লীলা বিলাসের উপযোগী সঙ্গীতমাধব নাটক (আমার দ্বারা) রচনা করাইয়া নানা রত্নাদি দানের দ্বারা আমাকে পুরস্কৃত করিয়া সমর্পণ করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার গুণগান কর ॥ ১ ॥

জয় মহাবিজ্ঞ রাজা শ্রীগোবিন্দরাম।
নিরন্তর যাঁর জিহ্বা জপে হরিনাম ॥ ২০ ॥
জয় শ্রীবিনোদ রায় বিনোদ বন্ধনে।
করয়ে নর্ত্তন প্রেমে মাতি সংকীর্ত্তনে ॥ ২১ ॥
জয় ফাগুচৌধুরী পরম বিদ্যাবান্।
গন্ধর্ব্ব মানয়ে ধন্য শুনি যাঁর গান ॥ ২২ ॥
জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যলীলায় ॥ ২৩ ॥
জয় শ্রীশীতল রায় স্বভাব শীতল।
যাঁরে দেখি মহা সুখী বৈষ্ণব সকল ॥ ২৪ ॥
জয় প্রভু রামদত্ত পরম সুধীর।
নিরন্তর যাঁর নেত্রে বহে প্রেম নীর ॥ ২৫ ॥
অতি জিতেন্দ্রিয় শ্রীচৌধুরী ধর্ম্মদাস।
অতি অকৈতব যাঁর বৈষ্ণবে বিশ্বাস ॥ ২৬ ॥
জয় শ্রীভকত দাস ভক্তিরস পাত্র।
শ্রীবৈষ্ণব যাঁরে না ছাড়য়ে তিলমাত্র ॥ ২৭ ॥
জয় নিত্যানন্দ দাস প্রেমভক্তিময়।
নিত্যানন্দগুণে যেঁহ মত্ত অতিশয় ॥ ২৮ ॥
জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥ ২৯ ॥
জয় ধিরু চৌধুরী যে বিদিত ধরণী।
কান্দে পশু পক্ষীগণ যাঁর গুণ শুনি ॥ ৩০ ॥

জয় বোঁচা রামভদ্র পরম কৌতুকী।
সর্ব্ববৈষ্ণবের সুখ যাঁর চেষ্টা দেখি ॥ ৩১ ॥
জয় রামভদ্র রায় দুঃখীর জীবন।
নিরন্তর যাঁর কার্য্য নাম সংকীর্ত্তন ॥ ৩২ ॥
জয় জয় রূপনারায়ণ দয়াবান্।
কার না দ্রবয়ে হিয়া শুনি তাঁর গান ॥ ৩৩ ॥
জয় জানকীবল্লভ চৌধুরী ঠাকুর।
যাঁর চেষ্টা দেখী বাড়ে আনন্দ প্রচুর ॥ ৩৪ ॥
জয় শ্রীশ্রীমন্ত দত্ত ভাণ্ডারী প্রবীণ।
যেঁহ গৌরগুণেতে উন্মত্ত রাত্রি দিন ॥ ৩৫ ॥
জয় রূপনারায়ণ পূজারী ঠাকুর।
যাঁর গুণ শ্রবণে ত্রিতাপ যায় দূর ॥ ৩৬ ॥
জয় জয় শ্রীবৈষ্ণবচরণ বিরক্ত।
সদা গৌরচন্দ্রগুণ গানে অনুরক্ত ॥ ৩৭ ॥
জয় শিবরামদাস পরম উদার।
গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাঁহার ॥ ৩৮ ॥
জয় জয় কৃষ্ণদাস বৈরাগী ঠাকুর।
যাঁর অনুগ্রহে সব দুঃখ যায় দূর ॥ ৩৯ ॥
জয় রাজা নরসিংহ পরম তেজোময়।
যাঁর প্রেমাধীন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ ৪০ ॥
জয় রূপমালা নরসিংহের ঘরণী।
যাঁর ভক্তিরীতে ধন্য মানয়ে ধরণী ॥ ৪১ ॥
জয় চাঁদরায় চারু চরিত্র বিদিত।
বৈষ্ণব সেবায় যাঁর পরম পীরিত ॥ ৪২ ॥
জয় নারায়ণ রায় পরম সুশান্ত।
সদা মত্ত দেখি শ্রীবিগ্রহ রাধাকান্ত ॥ ৪৩ ॥
জয় রামচন্দ্র রায় অতি অকিঞ্চন।
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র যাঁর প্রাণধন ॥ ৪৪ ॥
জয় শ্রীঠাকুর দেবীদাস কীর্তনিয়া।
বৈষ্ণব উন্মত্ত যাঁর কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ৪৫ ॥
জয় রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দয়াবান্।
অতি পূর্ব্বে নবদ্বীপে যাঁর বাসস্থান ॥ ৪৬ ॥

জয় মহাবিজ্ঞ শ্রীঠাকুর কৃষ্ণদাস।
বৈষ্ণবের প্রতি যাঁর পরম বিশ্বাস ॥ ৪৭ ॥
জয় শ্রীচাটুয়া রামদাস ভক্তিপাত্র।
বৈষ্ণবের পাত্রে অবশেষ ভুঞ্জে মাত্র ॥ ৪৮ ॥
জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌরগুণ গানে যাঁর পরম উল্লাস ॥ ৪৯ ॥
জয় শ্রীগন্ধর্ব্বরায় গানে বিচক্ষণ।
যাঁর গানে লজ্জা পায় গন্ধর্ব্বের গণ ॥ ৫০ ॥
জয় শ্রীমদন রায় গন্ধর্ব্ব তনয়।
যাঁর গুণ শুনিতে সবার প্রেমোদয় ॥ ৫১ ॥
জয় গঙ্গাদাস রায় স্নেহের মুরতি।
অতি অলৌকিক যাঁর প্রেমভক্তি রীতি ॥ ৫২ ॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বায়ন ঠাকুর।
যাঁহার মৃদঙ্গ বাদ্যে তাপ যায় দূর ॥ ৫৩ ॥
জয় শ্রীআচার্য্য জয়কৃষ্ণ বিজ্ঞবর।
প্রভুপাদপদ্মে যেঁহ মত্ত মধুকর ॥ ৫৪ ॥
জয় জয় শ্রীবড়ু চৈতন্যদাস বিজ্ঞ।
প্রেমভক্তিময় মূর্ত্তি পরম মনোজ্ঞ ॥ ৫৫ ॥
জয় ব্রজরায় ভক্তিরীতি চমৎকার।
প্রাণ দিয়া করে যেঁহ পর উপকার ॥ ৫৬ ॥
জয় রাধাকৃষ্ণ দাস রসিক অনন্য।
ভক্তি প্রবর্তাই কৈলা পতিতের ধন্য ॥ ৫৭ ॥
জয় কৃষ্ণরায় কৃষ্ণপ্রেমেতে বিহ্বল।
নিরন্তর যাঁর দুই নেত্রে বহে জল ॥ ৫৮ ॥
জয় জয় ঠাকুর শ্রীদয়ারাম দাস।
তুলসী সেবায় যাঁর পরম উল্লাস ॥ ৫৯ ॥
জয় শ্রীপুরুষোত্তম গুণের আলয়।
বৈষ্ণব সেবাতে যাঁর প্রীতি অতিশয় ॥ ৬০ ॥
জয় শ্রীগোকুল ভক্তিরসের মুরতি।
যাঁর গানে নাহি বৈষ্ণবের দেহ স্মৃতি ॥ ৬১ ॥
জয় জয় হরিদাস হর্ষ গৌররসে।
নিরন্তর অভিলাষ নবদ্বীপ বাসে ॥ ৬২ ॥

জয় গঙ্গা হরিদাস গঙ্গাতীরে স্থিতি।
লোকে চমৎকার দেখি যাঁর ভক্তি রীতি ॥ ৬৩ ॥
জয় জয় শ্রীঠাকুর জয় হরিদাস।
ভক্তিগ্রন্থ সেবনেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ৬৪ ॥
জয় শ্রীজগত রায় পরম পণ্ডিত।
পাষণ্ডী অসুরে দণ্ড দেন যে উচিত ॥ ৬৫ ॥
জয় রূপরায় গানে অতি বিচক্ষণ।
যাঁর গান শুনি প্রেমে ভাসয়ে যবন ॥ ৬৬ ॥
জয় ধিরু চৌধুরী হরয়ে দুঃখ শোক।
যাঁর চেষ্টা দেখি সুখে ভাসে সর্ব্বলোক ॥ ৬৭ ॥
জয় জয় শ্রীকান্ত পরম বিদ্যাবান্।
নিজ গুণে করে যেঁহ পতিতের ত্রাণ ॥ ৬৮ ॥
জয় শ্রীমথুরাদাস পরম সুধীর।
সদা দৈন্যভাব যাঁর অন্তর বাহির ॥ ৬৯ ॥
জয় ভাগবতদাস ভক্তিরসপাত্র।
সাধনেতে অবসর নাহি তিলমাত্র ॥ ৭০ ॥
জয় জগদীশ রায় জগতে প্রচার।
প্রভু সেবা যুক্ত সদা অতি শুদ্ধাচার ॥ ৭১ ॥
জয় জয় ঠাকুর শ্রীমহেশ চৌধুরী।
সদা অশ্রু কম্প পুলকাঙ্গ সুমাধুরী ॥ ৭২ ॥
জয় জয় গণেশ চৌধুরী মগ্ন গানে।
দিবানিশি যায় কৈছে কিছুই না জানে ॥ ৭৩ ॥
জয় ভক্তিরত্নদাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভু পাদপদ্মে যেঁহ মত্ত মধুকর ॥ ৭৪ ॥
জয় শ্রীগোবিন্দ রায় গুণের নিধান।
কৃষ্ণনাম লয় যে তাঁহারে দেয় প্রাণ ॥ ৭৫ ॥
জয় অতিবিজ্ঞ নরোত্তম মজুমদার।
মজুমদার বিনা কেহ না কহয়ে আর ॥ ৭৬ ॥
জয় শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গুণে পূর্ণ।
পাষণ্ডিগণের অহঙ্কার করে চূর্ণ ॥ ৭৭ ॥
জয় শ্রীগোসাঞি দাস অদ্ভুত আশয়।
যাঁরে প্রশংসয়ে ঠাকুর মহাশয় ॥ ৭৮ ॥

জয় শ্রীমুরারি দাস দীনে দয়া অতি।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে যাঁর পরম পীরিতি ॥ ৭৯ ॥
জয় জয় প্রেমময় বসন্ত দত্ত।
শ্রীগৌরগোবিন্দ প্রেমরসে সদা মত্ত ॥ ৮০ ॥
জয় শ্রীঠাকুর শ্যামদাস সদা সুখী।
দুঃখিগণ ভাসে প্রেমানন্দে যাঁরে দেখি ॥ ৮১ ॥
জয় জয় শ্রীজয়গোপাল দত্ত যাঁরে।
তিলার্দ্ধ বৈষ্ণবগণ ছাড়িতে না পারে ॥ ৮২ ॥
জয় রামদেব দত্ত দীনে দয়া যাঁর।
সংকীর্ত্তন রসেতে উন্মত্ত আনিবার ॥ ৮৩ ॥
জয় গঙ্গাদাস দত্ত দুঃখীর জীবন।
নিরন্তর করে যেঁহনাম সংকীর্ত্তন ॥ ৮৪ ॥
জয় মনোহর ঘোষ ক্রিয়া মনোহর।
শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণ গায় নিরন্তর ॥ ৮৫ ॥
জয় শ্রীমুকুট মৈত্র অতি শুদ্ধরীতি।
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণে দৃঢ় রতি ॥ ৮৬ ॥
জয় শ্রীবিশ্বাস মনোহর মহা শান্ত।
যাঁহার সর্ব্বস্ব গৌর শ্রীবল্লবীকান্ত ॥ ৮৭ ॥
জয় জয় অর্জ্জুন বিশ্বাস বলবান্।
প্রভু পরিচর্য্যায় পরম সাবধান্ ॥ ৮৮ ॥
জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান্।
যেঁহ সর্ব্বমতে কার্য্য করে সমাধান ॥ ৮৯ ॥
জয় শ্রীবালকদাস বৈরাগী ঠাকুর।
সদা বালকের চেষ্টা করুণা প্রচুর ॥ ৯০ ॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গদাস বৈরাগী প্রবীণ।
সদা আপনাকে যেঁহ মানে অতি দীন ॥ ৯১ ॥
জয় শ্রীবিহারী দাস বৈরাগী ঠাকুর।
অতি অকিঞ্চন বেশ চরিত্র মধু ॥ ৯২ ॥
জয় শ্রীগোকুলদাস বৈরাগী প্রবল।
নবদ্বীপ বৃন্দাবন বাসে যে বিহ্বল ॥ ৯৩ ॥
জয় শ্রীপ্রসাদ দাস বৈরাগী প্রধান।
স্থিতি শ্রীখেতরি বিনা যে না জানে আন ॥ ৯৪ ॥

এ সভার চরিত্র বর্ণিতে নাহি সীমা।
জগৎ ব্যাপিল এই সবার মহিমা ॥ ৯৫ ॥
মনে এই অভিলাষ করিয়ে সদাই।
নির্ম্মৎসর হৈয়া এ সবার গুণ গাই ॥ ৯৬ ॥
সংক্ষেপে কহিনু এ শাখাগণ নাম।
যে নাম শ্রবণে পূর্ণ হয় সব কাম ॥ ৯৭ ॥
জয় জয় উপশাখা বিখ্যাত জগতে।
নামমাত্র কহি কিছু আপনা শোধিতে ॥ ৯৮ ॥
রামকৃষ্ণাচার্য্য শাখা বহু শিষ্য তাঁর।
কহি কিছু বিস্তারিয়া নারি বর্ণিবার ॥ ৯৯ ॥
আচার্য্যের ভার্য্যা নাম কনকলতিকা।
ভক্তি মূর্তিমতী পতিব্রতা গুণাধিকা ॥ ১০০ ॥
আচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাকৃষ্ণাচার্য্য।
অল্পকালে সংগোপন হৈলা মহা আর্য্য ॥ ১০১ ॥
বেতুল্যা নিবাসী রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্তী।
ভক্তি অঙ্গ সাধনে যাঁহার মহা আর্ত্তি ॥ ১০২ ॥
শ্রীস্বরূপ চক্রবর্তী বিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
শ্রীগোবিন্দ সেবা বাস হুসনপুরেতে ॥ ১০৩ ॥
কুমরপুরেতে শ্রীগোপাল চক্রবর্তী।
সকল লোকেতে যাঁর গায় গুণকীর্তি ॥ ১০৪ ॥
ঐছে শাখা উপশাখা লেখা নাহি যাঁর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণ জীবন সভার ॥ ১০৫ ॥
শ্রীমহাশয়ের শাখা গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীঠাকুর চক্রবর্তী খ্যাতি সবে কন ॥ ১০৬ ॥
কে না ঝুরয়ে গঙ্গানারায়ণ গুণে।
অদ্যাপিহ বিজ্ঞে যশ গায় বৃন্দাবনে ॥ ১০৭ ॥

তথাহি স্তবামৃতলহর্য্যাম্,—

বৃন্দাবনে যস্য যশঃ প্রসিদ্ধ-
মদ্যাপি গীয়েত সতাং সদঃসু।
শ্রীচক্রবর্তী দয়তাং স গঙ্গা-
নারায়ণঃ প্রেমরসাম্বুধির্ম্মাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর স্তব করিতেছেন— শ্রীবৃন্দাবনে সাধুগণের সভায় যাঁহার সুপ্রসিদ্ধ যশ আজও গীত হইয়া থাকে, সেই প্রেমসমুদ্র শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী আমাকে দয়া করুন ॥ ২ ॥

মহাবিদ্যাবন্ত অতি করুণার ধাম।
তাঁর বহু শাখা এথা কহি কিছু নাম ॥ ১০৮ ॥
শ্রীচক্রবর্তীর পত্নী নাম নারায়ণী।
জগৎ বিদিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার জননী ॥ ১০৯ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়া ভক্তিরাশী।
শ্রীরাধানুগৃহীতা যে রাধাকুণ্ডবাসী ॥ ১১০ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী দয়াময়।
রামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ তনয় ॥ ১১১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণগুণ না পারি বর্ণিতে।
যৈছে শিষ্য হৈলা কহি সংক্ষেপেতে ॥ ১১২ ॥
রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ একপ্রাণ।
দেহমাত্র ভিন্ন লোকে করে এক জ্ঞান ॥ ১১৩ ॥
শ্রীঠাকুর চক্রবর্তী সন্তানরহিত।
কে বুঝিতে পারে তাঁর অকথ্য চরিত ॥ ১১৪ ॥
আচার্য্য জানিয়া মনোবৃত্তি হর্ষ মনে।
অল্পকালে দিলা পুত্র গঙ্গানারায়ণে ॥ ১১৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ ভক্তিরস আস্বাদনে।
তার্কিকাদি পাষণ্ডিগণেরে নাহি গণে ॥ ১১৬ ॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাং—

তপস্বিযতিকর্ম্মিণাংবত তথাতিতার্কিকাণাং
প্রতিস্বমতবৈদুষীপ্রকটনোঢ়গর্বশ্রিয়াম্।
বিরাজতি রবির্যথা তমসি যঃ স ভক্ত্যোজসা
সকৃষ্ণচরণো মহান্ দিশতু নঃ স্বপদামৃতম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীর স্তব করিয়া বলিতেছেন—

তপস্বী, যতি,কর্মী ও অত্যন্ত তার্কিক, যাঁহারা নিজ নিজ মত রক্ষার জন্য পাণ্ডিত্য প্রকাশের গর্বরূপা শ্রীবহন করিয়া থাকেন, যিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্ধকার মধ্যে তেজস্বী রবির ন্যায় ভক্তিরসরূপ তেজোবিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রভু আমাদিগকে স্বীয় চরণামৃত বিতরণ করুন।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী শাখা আর।
গঙ্গানারায়ণ প্রাণ জীবন যাঁহার ॥ ১১৭ ॥
রঘুদেব ভট্টাচার্য্য পরম প্রবীণ।
শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী যাঁর প্রেমাধীন ॥ ১১৮ ॥
শ্রীচক্রবর্তীর শাখা উপশাখাগণ।
কেবা বর্ণিবারে পারে ব্যাপিল ভুবন ॥ ১১৯ ॥
আর যে শাখার শাখা উপশাখাগণ।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে না কৈলুঁ বর্ণন ॥ ১২০ ॥
শ্রীমহাশয়ের শাখাগণ মনোহর।
সংকীর্ত্তন আনন্দে আবেশ নিরন্তর ॥ ১২১ ॥
এ সব শাখারপূর্ণ কৈলা অভিলাষ।
শ্রীমহাশয়ের অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ ১২২ ॥
ইহা যে বর্ণিয়ে মোর কোন সাধ্য নাই।
কেবল ভরসা ইথে বৈষ্ণব গোসাঞি ॥ ১২৩ ॥
নিরন্তর এ সব শুনহ যত্ন করি।
নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি ॥ ১২৪ ॥

ইতি নরোত্তমবিলাসে ঠাকুর নরোত্তমের শাখানুশাখা বর্ণন নাম দ্বাদশো বিলাসঃ ॥ ১২ ॥

।। ইতি শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাস সম্পূর্ণঃ ।।